

•

,



▲

▼







# କିଞ୍ଚିତ୍ ଜଳଯୋଗ !



ପ୍ରହସନ ।



କଳିକାତା

ବାଲ୍ୟାକି ଷଷ୍ଠେ

ଶ୍ରୀକାଳୀକିନ୍ନର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି କର୍ତ୍ତୃକ

ସୁଦ୍ରିତ ।

୧୭୯୫ ଶକ ।



# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

বাবু পূর্ণচন্দ্র	একজন ডাক্তার :
বিধুমুখী ঘোষ	পূর্ণ বাবুর স্ত্রী ।
পেকরাম	একজন বেকার লোক ।
ভোলা	পূর্ণবাবুর পুরাতন ভৃত্য ।
আর একজন ভৃত্য ।	





# কিঞ্চিৎ জলযোগ !

প্রথমাক্ষ—প্রথম দর্ভাক্ষ ।

পূর্ণবাবুর বৈঠকখানা—চেয়ার টেবিল আয়না  
কোঁচ ঘড়ি প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জীভূত ।

এই ঘরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে ভোলা শুইয়া কখন মহা-  
ভারত পাঠ করিতেছে, কখন হাই তুলিতেছে, কখন  
বা ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে ।

ভোলা । ( ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া )

ও হরি ! ( হাই তুলিয়া ) সবে অ্যাড্ডা, অ্যাহন  
পাচ্ডার মধ্যি আলি হয় ? আজ কাল কভাডির্  
আর গিনিডির্ এই রূপই চল্চে ! আ ! সে এক  
কাল গ্যাছে, যখন কভাডির্ বিয়া হয় নাই, সে  
কাল আর ফিরি আস্বে না । কাষ নাই কন্ম  
নাই, খাতাম দাতাম্ আর দিব্যি করি ঘুম্ মার্-

তাম্ ! গিনিডি য়ান রায়বাঘিনী হয়েছেন ;  
 কতাকে ওঁ বলি ওঠেন্, বোস্ বাল্লি বসেন !  
 ( উঠিয়া বসিয়া, হাই তুলিয়া, সুর করিয়া মহা-  
 ভারত পাঠের উদ্যোগ—পুনশ্চ হাই তুলন,  
 তৎপরে পুস্তক নিঃক্ষেপ করিয়া ) এ ব্যাটারা  
 কি বোয়ে ল্যাখে, সাপ্ নাই, ব্যাং নাই ; দূর কর !  
 ( নেপথ্যে পান্কি বেহারাদিগের উঁহুঁ উঁহুঁ শব্দ )  
 এই যে, পান্কিতে বুঝি তারা আলেন । দূর কর,  
 আর পারা যায় না ! যহন ডাক্ দেবেন অ্যান্,  
 তহন যাব ; অ্যান্ তো এক ছিলিম তামুক  
 খাই গিয়ে ।

( ভোলার প্রস্থান । )

ঘরের নিকট অতি ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে  
 পেকরামের আগমন ।

পেকর । ( প্রবেশ করিয়া ও ঘরের ভিতর  
 অনেক লোক জন আছে মনে করিয়া ) গোলা-

মকে মাপ্ করবেন, আমি পথ ভুলে——( তৎ-  
পরে ঘরের চতুর্দিক অবলোকন করিয়া কাহা-  
কেও না দেখিতে পাওয়ায় স্বগত ) এখানে  
যে কাকেও দেখ্‌ছিনে ? বা ! এ কোথায় এসে  
পড়্‌লেম ? এ কেবল আমার বাড়িওয়ালার  
দোষে এই সব ঘট্‌লো ! সেই ব্যক্তি তাহার  
কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে নাচ দ্যায়, সেই নাচে  
আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল ; সে ব্যক্তির সহিত  
পাছে মনান্তর হয়, এই জন্য সেখানে গেলেম,  
না হোলে, আমি বড় কোথাও যেতেটেতে ভাল  
বাসিনে । সেখানে গিয়েছি, না পড়্‌ বি তো পড়্  
একবারে সেই পাওনাদার ব্যাটার সম্মুখে গিয়ে  
পড়েছি ! সে ব্যাটা আমার দিকে কট্‌মট্‌ করে  
তাকাতে লাগ্‌লো ! ওই যেমন তাকে দ্যাখা,  
আর অম্নি সিঁড়ি দিয়ে তন্তড়্‌ করো নিচে  
পিটান ! সে ব্যাটাও পিছনে পিছনে ছুট্‌লো !



আমাকে আর একটু হলেই ধরতো আর কি, যদি হঠাৎ একটা ফন্দি মনে না আসতো। ঐ যে মিরজাপুরে কি স্যানের গির্জা আছে, সেই খানে দেখি, এক সার পাল্কি রয়েছে। বেয়ারাগুলি স্নাথায় হাত দিয়ে ঘুমচ্ছে। আমি অম্মনি একটা পাল্কিতে ঢুকে পড়লেম। মনে কল্লেম, আর এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে পালাব, না, ও মা! আমি যেই পাল্কির মধ্যে দিয়ে যাব, না বেয়ারাগুলি শব্দ শুন্তে পেয়েই, গা ঝাড়া দিয়ে উঠেই, কথা নেই বার্তা নেই, 'পাল্কি কাঁদে করেই উঁহু' উঁহু' করে দৌড়ুতে লাগলো! আমি যত বলি থাম্ থাম্, কিছুই শুন্তে পায় না। চুরোটের নেশায় ভোঁ হয়ে চলেছে—একবার মনে কল্লেম, লাফিয়ে পড়ি, কিন্তু আবার মনে হলো, যদি পাওনাদার ব্যাটা পিছনে পিছনে থাকে; তার পর মনে কল্লেম, এক প্রকার ভালই হয়েছে, যেখানেইছে

নিয়ে যাক্ না কেন ?—এখন্তো পাক্কির দরজা  
 ভাল করে বন্দ কর্যে গট্ হয়ে বসি, পাওনা-  
 দার ব্যাটা পিছনে পিছনে আর কত দূর ছুট্বে ?  
 তার পরে তো এই বাড়ির উঠনে এসে পাক্কি  
 নাবালে, কলের পুতুলটার মত আমিও তো  
 নাব্লেম, নেবেই দেখি আমার সামনে একটা  
 সিঁড়ি উঠেছে। এই সময়ে সেই গণৎকার ঠাকু-  
 রের কথাটা হটাৎ মনে পড়লো। এই যেমন  
 মনে পড়া, আর আমিও অমনি তত্ত্ব করে  
 সিঁড়ি দিয়ে উঠে পড়লেম; উঠে তো এই ঘরে  
 এসেছি, কেউ কোথাও নেই, সেই গণৎকার  
 ঠাকুরের কথাটা বুঝি এইবার খাটলো; এই  
 ছয় মাস ধরে কর্ম্মের চেঁকায় ফিরছি, কোন  
 কর্ম্মই তো জুটলো না। কিন্তু সেই গণৎকার  
 ঠাকুর, আমার কামিনীর বাড়িতে হাত দেখে  
 বলেছিল, যে এক দিন বেড়াতে বেড়াতে হটাত্

একটা বাড়িতে তুমি গিয়ে পড়বে, সেখানে যদি  
ভয় না পেয়ে তিষ্ঠে থাকতে পার, তা হলে  
তোমার কৰ্ম্ম জুটবে ।

এ বা বুঝি সেই বাড়িই হয়, আবার দেখছি  
এখানে কেউ নেই, তবে কৰ্ম্ম দেবে কে ? ও  
বুঝেছি,—বিধির ফের্ কে বুঝতে পারে—আমি  
শেষে হয়তো এই বাড়ির মালিক হয়ে দাঁড়াব !  
কামিনী তোর কপাল মন্দ, এখন যদি তুই  
আমার থাকুতিস্, তা হলে কৃষ্ণ রাধার মত  
যুগল মূর্তিতে স্থখে দুজনায় এই সোণার লঙ্কায়  
বাস কন্তেম । এই চিটি খানা, যা তোর ঘরে  
কুড়িয়ে পেয়েছি, তা দেখে তো বেশ বোধ  
হচ্ছে, যে আর এক জনের প্রতি তোর মন  
গ্যাছে । ( পত্র পাঠ ) “প্রেয়সি ! কাল তোমার  
সঙ্গে দেখা হবে—প ।” প ব্যাটা কে ? এর তো  
কিছুই সন্ধান পাচ্চিনে । যা হক্, এর সন্ধানটা

নিতে হবে। কামিনি! এই কি তোর ধর্ম;  
এত দিন খাওয়ালাম, পরালাম, শেষকালে  
কি না তুই আর এক জনের হলি?

(অন্যমনে গান করিতে করিতে)

গীত।

পদী রে! তবু আমি আছি তোর।

এত যে খারাবি কর্‌লি মোর ॥

মেগে পেতে কর্জ করে, খাওয়ালাম পরালাম তোরে,

এখন কেবল বাকি আছে, হতে সিঁদেল চোর ॥

ও বাবা! এ কোথায় এসে পড়েছি, সত্যি  
সত্যি কি শেষে এই বাড়ির মালিক হয়ে দাঁড়াব?  
কিন্তু ভিতরটা কেমন কেমন কচ্ছে যে; মন!  
সাহস ধর, (বুক ফুলাইয়া সাহসের ভঙ্গিমা)  
(নেপথ্যে হঠাৎ প্রহারের ধ্বনি ও উড়ে বেয়ারা-  
দিগের “মেরে পকাই দিল, পকাই দিল” ইত্যাদি  
শব্দ) ও বাবা! এ আবার কি? এখানে লোক

জন আছে না কি ? ( ভয়ে কম্পমান ও ঘর  
হইতে বাহিরে গিয়া এক বারাণ্ডায় উপস্থিত )  
এখান দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়, দেখা যাক।  
(পলাইবার পথ অনুেষণ) এমন বিপদেও লোকে  
পড়ে গা ; হা কামিনি ! এইবার বুঝি—

( পেকরামের প্রস্থান । )

পূর্ণ ডাক্তার ও তার স্ত্রী বিধুমুখী ঘোষের  
প্রবেশ ।

বিধুমুখী । আজ ভাই যে কি বিপদে পড়ে-  
ছিলাম, তা ঈশ্বর জানেন । দৈবাৎ কখন কেউ  
একটু মাতাল হল, তা নয় সওয়া যায় ; কিন্তু  
ব্যাটারা এরূপ ঘোর পাপ পক্ষে নিমগ্ন, সংসা-  
রের ঘন মোহে আচ্ছন্ন, হৃদয় এরূপ শুষ্ক, ও  
পাপ তাপে অসাড় হইয়া গ্যাছে, যে মদমত্ত  
হয়ে, আমাকে না নিয়েই স্বচ্ছন্দে পান্ধিটা নিয়ে  
উড়ে বেহারাণ্ডা চলে গেল ।

পূর্ণ। (ভাঁহার টুপি ও চাপকান্ খুলিয়া  
টেবিলের উপর রাখিয়া ত্বরলভাবে) মাই ডিয়ার্,  
ভালিং, কি বিষয় তুমি লেক্চার্দিচ্চ বাবা ?  
মদনমত্ত হয়ে এসেছ, এই বলচ ? মদনমত্ত হয়েছ,  
বেশ কথা। আমি তোমার তো মদনমোহন  
রয়েছি, (আপনাকে অঙ্গুলির দ্বারা প্রদর্শন।)

বিধুমুখী। ও কি তুমি পাগলের মত বক্চ,  
ও কি সব অশ্লীল কথা মুখে আন্চো ?

পূর্ণ। ও বাবা ! অশ্বেষর, স্ত্রীলিঙ্গ অশ্বিনী,  
আবার ব্যাকরণ ! ঘাট হয়েছে !

বিধুমুখী। তুমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করে  
অঙ্গীকার করেছিলে, যে আর কখন মদ্যপান  
করবে না—আবার ফের মাতাল হয়েছ ?

পূর্ণ। মাতাল ! ছেলেব্যালায় ব্যাকরণ  
পড়েছিলেম।—অঁ্যা ? একটা সন্ধি করব ?  
মাতাল ! মাতা ছিল আল—অর্থাৎ যে জিনিসের

দ্বারা মাথা আল হয়, রোশ্নাই হয়। আর তাহাই যিনি পান করেন, তিনি কি? না মাতাল, (হাস্ত) হা হা হা হা! হ্যাঁ ডিয়ার মদ খেলে কি কখন পাপ হয়, স্যানজার কাছে এত দিন লেকচার শুনে কি শেষে এই বিদ্যে হল?

বিধুমুখী। কি? পাপের উপর পাপ? একটা পাপ করে কোথায় অনুতাপ করবে, না ফের পাপ! আমাদের পরমগুরু, পরমপূজনীয়, শ্রদ্ধাপ্রদ, ভক্তিভাজন পাপীর গতি শ্রীপতিতপাবন সেন মহাশয়কে কি না তুমি স্যান্জা বললে?

পূর্ণ। স্যান্জা বল্লুম এতেও দোষ হল? এই ন্যাও ঘাট হয়েছে, আর আমি কথা কব না। (পাশ্ব' পরিবর্তন।)

বিধুমুখী। আমার কাছে ঘাট মানলে কি হবে?

পূর্ণ । ঘাট্ তবে আর কার কাছে মান্বে ?  
তুমিই তো আমার সর্বস্ব ধন, তুমি যা বল, আমি  
তাই শুনি । বলে, সাঁইজির গির্জের যাব, ভাল  
তাই যাও ! বলে রব্‌সেনের ওখানে চা খাব,  
ভাল তাই খাও ; বলে, মেয়েমানুষের স্বাধীনতা  
আছে, আমি যেখানে খুসি উড়বো—ভাল  
তাই ওড় গিয়ে ! আমি কোন্ কথাটা শুনিনি বল  
দেখি ডিয়ার ? (বিধুমুখীর পদ ধরিয়া ক্রন্দন ।)

বিধুমুখী । ওকি ওকি ! ছি ছি ছি ! আমার  
পায়ে পড়লে কি হবে ? একবার অনুতাপ কর,  
তা হলেই পাপ ক্ষয় হবে !

পূর্ণ । অনুতাপ করব ? তা হলেই মাপ  
করবে । তা কেমন করে অনুতাপ করব ?

বিধুমুখী । কেমন করে করবে ? উর্দ্ধদিকে  
হস্তোত্তোলন করে ক্রন্দন করিতে করিতে বল,  
আর এমন কস্ম করব না ।



পূর্ণ। উদ্ধৃদিকে, হস্তোত্তোলন কর্তে কর্তে,  
কৌদল—কি বল্লে ?

বিধুমুখী। না না ;—করযোড় করে এই  
রকম করে বল, যে আর আমি পাপ করব না।

পূর্ণ। ( ক্রন্দনের ন্যায় স্বর করিয়া ) আর  
আমি এমন কল্ম করব না।

বিধু। ওঠ। এবার তোমাকে প্রভু মার্জনা  
কল্লেন।

পূর্ণ। ( নেশা কিঞ্চিত্ উপশম হওয়ায়  
স্বগত ) আ! রাম! বাঁচ্লেম! কি দৈব!

পূর্ণর ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া, তাঁহার পুরাতন  
বৃদ্ধ ভৃত্য ভোলা দৌড়িয়া ঘরের ভিতর  
আসিয়া দেখে পূর্ণ বিধুমুখীর  
পদতলে।

ভোলা।—কি হয়েছে, কি হয়েছে? কান্না-  
কাটির সোর্ পড়েছে কেন? আমার বাবুরে এঁই

রাইবাঘিনী সারি ফ্যাল্লে ! আমার বাবুরে  
দেখছি কি গুণ করেছে ! হয়েছে ! আমাদের  
স্যাকালে স্বামীর পায়ের ধূলা পালে, ম্যায়-  
গুলা বর্ভায়ে য্যাত ! এর কি আশ্পর্ক ! জগ-  
দম্বার মত মূর্ত্তি করে দাঁড়ায়ে রয়েছেন, দ্যাং  
না !

বিধু । ( লজ্জিত হইয়া ) ওকি পায়ের  
কাছে পড়ে আছ, ঐখানে উঠে বস না ।

ভোলা । ঠারগ, তোমার আক্কেল ভারি !  
এতক্ষণ আমার বাবুরে পায়ের তলায় রাখিছ ।

পূর্ণ । ( উঠিয়া ) আমার সামনে তুই প্রেয়-  
সীকে অপমান কল্লি, ইউ ইম্পার্টিনেন্ট রেচ্ ?  
বিগন্ ! না হলে এখনি তোর ঘুসিয়ে হাড় ভেঙ্গে  
দেব । যা এখান থেকে ।

ভোলা । ( নিকটে গিয়া, পূর্ণ বাবুর দাড়ি  
ধরিয়া ) আহা ! বুছার মুখখানি কঁাদি কঁাদি

শুকায়ে গ্যাছে ! আহা, ল্যাস্টটা হয়ে যহন  
 ব্যাড়াতে, তহন ভোয়া ভোয়া করি আমারে  
 কত ডাক্তে, আমার কোল ছাড়ি কোথাও  
 নড়তি চাতে না । তোমার ইস্ত্রী কি খাওয়ায়ে  
 যে তোমারে গুণ কল্লে, তা বল্‌তি পারি না ।

পূর্ণ । আবার এখনও বক্‌চিস্‌ ? পালা  
 এখান থেকে । ( মারিতে উদ্যত )

বিধু । থাক্‌ থাক্‌, আর বুড় মানুষকে  
 মাল্লে কি হবে । যেতে দেও । বুড় পাগলের  
 কথা ধর্তে নেই ।

ভোলা । তোমার ইস্ত্রী যে কি গুণ কল্লে,  
 তা বল্‌তি পারি না । আহা, সোণার চাঁদে  
 যেন গোলাম করি রাখেছে । দ্যাছ, ইস্ত্রী আর  
 কুত্তরে নাই দ্যা়লেই ঘাড়ে চড়ে । স্বাধীনতা  
 স্বাধীনতা করি যে, কি মস্ত্র তোমার কাণে  
 পড়িল, সেই অবধি তোমার ইস্ত্রী তাধিন্তা

তাধিন্তা করি আপনিও যেহানে, সেহানে নাচি  
বেড়ায় ও তোমারেও নাচায় ।

পূর্ণ । চোপ রাও, ইউ ড্যাম ফুল, ফের  
যদি কথা কবি, তো এই তলবার দিয়ে—

( তলবার উঠাইয়া ভয় প্রদর্শন । )

ভোলা । বাপ্পুই রে, মলাম রে !

( পলায়ন )

পূর্ণ । আ, বাঁচা গেল, এমন ইম্পার্টিনেন্ট  
চাকর তো দেখিনি ।

বিধুমুখী । ও অনেক কৈলে পুরাতন ভৃত্য,  
তোমাকে মানুষ করেছে, আর বিশেষ শ্বশুর  
মহাশয় মৃত্যুকালে বলে গিয়েছিলেন যেই এ,  
চাকরটীকে কখন ছাড়াবে না । এই জন্য ওকে  
কিছু বলিনে, অন্য ভৃত্য ওরকম বেয়াদবি কল্লে,  
তৎক্ষণাৎ আমি তাকে জুতো মেরে তাড়িয়ে  
দিতেম ।

পূর্ণ। আমাকে কোন্ কালে মানুষ করেছিল বলে কি ওর এই সকল বেয়াদবি আমাকে সহ্য কত্তে হবে? তুমি তো ঐ রকম নাই দিয়ে দিয়েই ওর বুদ্ধি বাড়িয়েছ।

বিধুমুখী। তা তো বটেই,—যা হোক, যা হয়ে গ্যাছে, হয়ে গ্যাছে; আর কেন? এস এখন তোমার মাতায় একটু জল দিয়ে আনি, তা হলে নেশাটা একেবারে ছুটে যাবে।

পূর্ণ। (সূচকিত হইয়া) নেশা! মাইরি কোন্ শালার আর নেশা আছে।

বিধুমুখী। আবার দিব্বি কচ্চ? দিব্বি করা ভারি পাপ তা জান?

পূর্ণ। (জিব কাটিয়া) এই! (স্বগত) এর লেকচারের জ্বালায় আর বাঁচিনে। কোন ছুত করে এখন থেকে এখন পালাতে পাচ্ছে হয়।

বিধুমুখী । চূপ করে যে বসে রইলে ?  
ওঠ না ।

পূর্ণ । ( সভয়ে ) এই যে উঠ্চি । ( উঠিয়া  
পশ্চাতে পশ্চাতে গমন । ) ( স্বগত ) তুমি  
এখন জল ঢালতে পার, ঘোল ঢালতে পার,  
যা খুসি তাই কতে পার, এখন তোমার এক-  
তারে আছি বাবা, আর একটু পরে শ্যাম-  
বাজারের কামিনীর কাছে যাব সেখানে  
গেলে আর তোমাকে কি ভয় ? সেখানে গেলে  
প্রাণটা জুড়াবে ।

( উভয়ের প্রস্থান । )

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

পূর্ণ বাবুর বৈঠকখানা ।

আদ্র মস্তক পূর্ণবাবুকে লইয়া বিধুমুখীর প্রবেশ

ও উভয়ের কোঁচে উপবেশন ।

পূর্ণ । আমার মদ খাওয়াটা অভ্যাস নাই ;  
আজকের আমার বন্ধুরা ভারি অনুরোধ করে  
ধুরলে, তাই একটু মুখে ঠেকিয়েছিলাম ।

বিধুমুখী । ( স্বগত ) তা কেমন ! ( প্রকাশ্যে )  
যা হয়ে গ্যাছে, হয়ে গ্যাছে । অনুতাপ ত  
করেছ ; আর কেন ? আর যেন কখন খেও না ।

পূর্ণ ! ( স্বগত ) অনুতাপ করিয়েই যে  
ছেড়ে দিলে, এই ঢের ! ( প্রকাশ্যে ) আমি  
আবার মদ খাব, ইহ জন্মে .তো আর না ।

( কিকিৎকাল মৌন থাকিয়া হঠাৎ ) হ্যাঁ মাই-  
ডিয়ার্, তুমি উড়ে বেহারাদের কথা তখন কি  
বলছিলে ? আমার তখন মাথা ঘুরছিল বলে  
বুঝতে পারিনি ।

বিধুমুখী । আমি তখন বলছিলাম কি—  
যে তোমারই তো দোষ ;—

পূর্ণ । ( সচকিত হইয়া স্বগত )—আবার  
কি দোষ ধরে ? যত দোষ নন্দ ঘোষ !

বিধু । তোমার উড়ে বেহারাদের তুমি তো  
ছাড়াবে না । আজকের মন্দিরের সর্ভিস হয়ে টয়ে  
গেলে আমি বেরিয়ে পাল্কিতে উঠতে যাই, না  
দেখি, পাল্কিও নেই, বেহারাও নেই, কেউ কো-  
থাও নেই । অন্ধকার রাত্রি, কি করি, এমন  
সময়ে আমাদের প্রচারক মহাশয় প্রেমনাথ বাবু  
আমাকে এই রকম অবস্থায় দেখতে পেয়ে ব-  
লেন যে এস, আমি তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে



দেব । আ ! আমি তখন বাঁচলেম, তখন আমার মনে হল যেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং এসে আমাকে এই বিপদ-সাগর হতে উদ্ধার কল্লেন ; তার পর তিনি সম্মেহ ভাবে আমার হস্ত ধারণ করে, আমাদের বাড়ির দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিলেন, তার পর “স্বর্গরাজ্য সন্নিকট” বলে আমার নিকট হতে বিদায় ললেন, আমিও ভক্তিভাবে তাঁর পদতলে প্রণাম করে বাটীর মধ্যে ঢুকলেম ।

পূর্ণ । (স্বগত) অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ ! সন্দেহ হচ্ছে, “অন্ধকার রাত্রি !” আবার “হস্তধারণ করে” (প্রকাশ্যে) কি বিপদ ? ভারি খারাপ তো, বোধ হয়, উড়ে বেহারাদের তুমি কি বলে দিয়েছিলে, তা তারা বুঝতে পারে নি ।

বিধুমুখী । খুব সম্ভব ; উড়ে গুণ যে বোকা !

বিশেষ যে বেহারাগুণকে রেখেছ, তারা যদি বাঙ্গালার একটা কথা বুঝতে পারে, আর তোমার যেমন বাতীক, কতকগুল উড়ে ম্যাড়া চাকর রেখেছ, কিছুই কথা বোঝা যায় না।

পূর্ণ। কিন্তু যা বল ডিয়ার্—এ তোমার স্বীকার কত্তে হবে যে উড়েদের মধ্যে যেমন পাল্কি বেহারা সরেশ হয়, এমন কোন জেতে নয়।

বিধু। তার সন্দেহ কি! আর বিশেষ যার প্রতি মজে মন, কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম; (অভিমান ও স্থানান্তরে উপবেশন।)

পূর্ণ। মাইডিয়ার্, বলতে কি, এ সব বিষয়ে তোমারও দোষ আছে। তখন সেই ভোলা চাকরটা যে রকম করে বেয়াদবি করেছিল, তা তুমি কিছু না বলে, বরং তার পোষকতা কল্লে।

বিধু। ভোলা! অবশ্য আমি তার হয়ে

বল্‌ব, তোমার কি ? আমি যদি তার কথা সহ্য কতে পারি । সে কত দিনকার পুরন চাকর, তা জান, তার কথা কি ধর্তে আছে ?

পূর্ণ । তা যেন হল—তাই বলে তার বেয়াদবি সহ্য কতে হবে ?

বিধুমুখী । উড়ে বেহারাদের কিছু দোষ নেই, আর ভোলাই যত দোষ হল । আমি ভোলাকে অবশ্য রাখ্‌ব, তোমার কি ?

পূর্ণ । ( স্বগত ) আর পারা যায় না, এই-বার একটু চাটিয়ে দিয়ে শ্যামবাজারে যাবার ফিকির দেখা যাক্, ( প্রকাশ্যে ) আচ্ছা বেশ, তুমি ভোলাকে রাখ, আমিও উড়ে বেহারাদের অবশ্য রাখ্‌ব । ( বিধুর হাই তুলন—পূর্ণ উঠিয়া বস্ত্র পরিধান করত বিধুর নিকট গমন । )

বিধুমুখী । ( পূর্ণকে ধরিয়া ) বুঝেছি ! বুঝেছি ! তোমার শ্যামবাজারের সেই লোক-

তীর কাছে যাচ্ছ, সেখানে প্রায় তুমি তো রো-  
জই যাচ্ছ, তবু কি তোমার আশ মেটে না ?

পূর্ণ । এক জন মানুষ মরচে, তাকে আমি  
দেখতে যাব না ? এই কি তোমার ধর্ম হল,  
আর রোজ রোজ সেখানে কবে যেতে দেখলে  
ডিয়ার ?

বিধু । ( অভিমানভরে ) তুমি এখনই  
সেখানে যাও । আর আমি ধরে রাখব না ।  
পাপ কল্লো ঈশ্বরের কাছে তুমিই দায়ী হবে,  
আমার কি ? আর বিশেষ তিন চারি বত্সর ধরে  
যে মেয়ে মানুষের সঙ্গে ভাব, তাকে যে এখন  
তখন দেখতে ইচ্ছে হবে, তাতেই বা আশ্চর্য্য কি ?

পূর্ণ । ( টুপি পুনর্ব্বার টেবিলের উপর রা-  
খিয়া ও বিধুর নিকট ঘেসিয়া বসিয়া ) মাইডিয়ার  
তুমি বেশ জান্বে, যে আমি তোমা ভিন্ন আর  
কাকেও ভাল বাসিনে ।

বিধু । তবে তোমার মতন ভয়ানক মিথ্যা-বাদী আর ছুনিয়ায় নেই । শ্যামবাজারের কামিনীর উপর তোমার যে আসক্তি ছিল, তা এমন কি আমাদের বিয়ে হবার আগে লোকে বলা-বলি কর্ত । যা হোক, আমি গত বিষয়ের জন্য ভাবিনে, এখন কেবল আমার এই মনে হয় যে আমাকে বিয়ে না করে যদি তাকে বিয়ে কভে, তা হলে তোমার পক্ষেও ভাল হত, তার পক্ষেও ভাল হত ।

পূর্ণ । এ রকম ভাবনা তোমার অনুচিত ডিয়ার্ ; এস এস, আর কেন ?

বিধু । কেন কেন ? যাওনা, তার কাছে যাওনা, অমন সুন্দরীকে ফেলে তোমার কি এখানে থাকা উচিত ? যাওনা, মিছে কেন দেরি কচ্ছ ?

পূর্ণ । তবে আমার উপর তোমার বিশ্বাস, নেই ?

বিধু। ( উঠিয়া ) বিশ্বাস ! আমি জেনে শুনে তোমার ফাঁদে পড়তে চাইনে, এই আমার অপরাধ।

পূর্ণ। ( উঠিয়া ) ও ! সন্দেহটা কি ভয়ানক জিনিস্। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার ঐক্য হয় না ডিয়ার্।—এই মনে কর না কেন,—আমি যদি দেখতে পাই,—একজন বেগানা লোক এসে তোমার পায়ে পড়ে আছে, তা হলে আমার হটাৎ মনে কি হয় ? আমার তো মনে আর কিছু হয় না—আমার মনে হয় বুঝি একজন মুচি এসে তোমার পায়ের জতর মাপ্ নিচ্ছে !

বিধু। ( হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া )  
হা হা হা ! বেশ যাহোক !

পূর্ণ। না না ঠাট্টা নয়, বাস্তবিক আমার মনে কোন কুসন্দেহ প্রায়ই উপস্থিত হয় না।

বিধু । ( নিকটে গিয়া ) দেখ ! মেয়েমানুষকে  
যেঁটিও না । কখন তোমার সন্দেহ হয় না ?

পূর্ণ । কখন না । আমার স্বভাবই ও  
রকম না, তা তুমি বল্লে কি হবে ? তা কেন,—  
সে দিন নাচ দেখতে গিয়েছি ;—আমি যে  
কাছে আছি, তা দেখতে পায় নি—একজন  
লোক আর একজন লোকের কাছে বল্চে যে,  
প্রেমবাবু সমস্ত দুপুর ব্যালাটা বিধুমুখীর ওখানে  
কাটিয়ে এসেছে ।

বিধু । যদিও বা তিনি আমার সঙ্গে সমস্ত  
দিনটা কাটিয়ে থাকেন—তাতেই বা দোষটা কি ?  
তিনি হচ্ছেন, আমাদের একজন প্রধান প্রচা-  
রক,—গুরুলোক !

পূর্ণ । ( তাড়াতাড়ি ) তাইতো, আমিওতো  
তাই মনে করি । লোকে যে রকম প্রেমনাথ  
বাবুর বর্ণনা করে—দেখতে সুশ্রী—বেশ

মিষ্টি মিষ্টি কথা—তাতে অন্য লোকের ঐ কথা  
শুনলে হটাৎ ভয় হতে পারে বটে,—কিন্তু ঐ  
কথা যখন আমার কাণে এল, তখন তো আমার  
কিছুই মনে হল না । এমন কি যদি তুমি এই  
বিষয় আগে না পাড়তে, তা হলে আমি যে  
কিছু কথা শুনেছিলাম, আমার তাও মনে  
আসতো না !

বিধু । ( উঠিয়া টেবিলের, নিকট গমন )  
আহা ! তাইতো গা, আমার উপর তোমার কি  
অটল প্রেম !

পূর্ণ । মাই ডিয়ার, এ তুমি বেশ জেনে রেখো  
যে, সন্দেহ করার চেয়ে পাগলামি আর জগতে  
কিছুই নেই । এই যে সন্দেহটা, যে প্রথমে স্বজন  
করেছিল, সে নিশ্চয় কার নিকট হতে ভালবাসা  
পায়নি—না পেয়ে অন্যেরও ভালবাসাতে যাতে  
বাগ্‌ড়া পড়ে, এই তার চেষ্টা হল !



বিধু । মুখে মধু—হৃদে ক্ষুর ! যাও যাও,  
আর তোমাকে আমার বোঝাতে হবে না ।

পূর্ণ । বাস্তবিক আমার মনে কখন সন্দেহ  
হয় না ।

বিধু । যাও, যাও, আর মিছে দেরি কর  
কেন ? শ্যামবাজারে গিয়ে আমোদ কর গে ।

পূর্ণ । তবে নিতান্তই দেখ্‌চি তুমি আমাকে  
তাড়াবে ?—আমি গেলেই যেন তুমি বাঁচ ?  
(যাইতে যাইতে, ধড়ি খুলিয়া দর্শন) ও ! অনেক  
রাত্রি হয়েছে, রোগীটা মল কি বাঁচল, কিছুই  
বল্‌তে পারিনে, এলেম বলে ডিয়ার—রাগটাগ  
কোরো না ।

(পূর্ণর ও পরে বিধুমুখীর প্রস্থান ।)

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

পূর্ণবাবুর বৈঠকখানা ।

বিধুমুখীর প্রবেশ ।

বিধুমুখী । যা হোক্, এত যে জারি জুরি কল্লেন, এখন আমায় একবার দেখতে হবে যে, আমার উপর ওঁর বাস্তবিক সন্দেহ হয় কি না ? এই গহনা গুণ এই টেবিলের উপর থাক্ । ( ঘরে সংক্রমণ করিতে করিতে আয়নার নিকট গমন ) বাস্তবিক কি আমি দেখতে এত খারাব, যে, আমাকে তাঁর মনে ধরে না । আঃ—পুরুষ-জাতিটাই খারাব ! সবাই সমান ; রোস ! আজ-কের একটু সাজ্ গোজ্ করা যাক্, সারারাত্ এই এই রকম করে কাটান যাক্ । শুধু উপদেশ দিয়ে

আর কিছু হয় না !—গালে একটু আলতা দি,  
খোঁপায় এক ছড়া মাল্য দি ;—পান খেয়ে ঠোঁট  
লাল করি ! এই রকম না কল্লে আর মন পাওয়া  
যায় না । তিনি এতক্ষণে বেরিয়ে গেছেন কি না  
বলতে পারিনে (পূর্ণর ঘরের কাছে গিয়া কর্ণ-  
পাত ) কিছুই তো শোনা যায় না ।

বাহিরে যাইবার পথ খুঁজে না পাওয়ায় ঘুরে ফিরে  
এই ঘরে পুনরায় পেকরামের প্রবেশ ।

পেকরাম । সকল দরজা গুলই বন্দ, এ  
বাড়িটা প্রকৃত গোলকধাঁধার মত দেখছি ; এক-  
বার ঢুকলে আর বেরোবার যো নেই । এই বাড়ি  
থেকে এত করে পলাবার চেষ্টা করছি, কিছুতেই  
তো পেরে উঠচিনে ।—প্রথমে যে ঘরে এসে-  
ছিলেম, আবার দেখি সেই ঘরেই এসে পড়েছি !

বিধু । ( দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ) যাই  
আমার ঘরে গিয়ে শুই গে । ( গহনা লইবার

নিমিত্ত টেবিলের দিকে গমন ও পেরুরামের  
সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ ) ওমা গো ! ( ভয়ে থম্-  
কিয়া দণ্ডায়মান । )

পেরু। অঁ্যা ! ( ভয়ে তটস্থ ) মা ঠাক্-  
রণ ! ( স্বগত ) বা ! বা ! কি চেহারা !

বিধুমুখী। ( স্বগত ) নিশ্চয় এ চোর—  
তাতে আবার আমি এখানে একলা ( টেবিলের  
চতুষ্পার্শ্বে ধাবমান । )

পেরুরাম। ( বিধুর নিকটে গিয়া ) আমি  
দেখছিলাম,—

বিধুমুখী। ( ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় ) এই  
নে বাপু—এই মুক্ত, এই হীরে, এই সব নে—  
কেবল আমাকে প্রাণে মারিস্ নে !

পেরুরাম। বেয়াদবি মাপ্ করবেন, আ-  
মাকে ঠিক ঠাওরাতে পারেন নি। ( বুঝাইয়া  
বলিবার নিমিত্ত বিধুর নিকটে গমন । )

বিধু। ('রঙ্গস্থলের অপর পাশ্বে' দৌড়িয়া গিয়া) তোর পায়ে পড়ি বাপু—এই সব নে! তোর দল বল নিয়ে চলে যা! সব নে, আমাকে প্রাণে মারিস্ নে।

পেরুরাম। (অত্যন্ত ভীত হইয়া বিধুর পশ্চাতে গমন ও তাহাকে তার বাস্তবিক অবস্থা বুঝাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার চেষ্টা।) দল বল, মা ঠাকরণ? আমার দল বল নেই। আমি একলা, আমার কেউ নেই; আমি অতি দুঃখী বেচারী! পথ ভুলে এই বাড়িতে এসে পড়েছি!

বিধু মুখী। পথ ভুলে এই বাড়িতে এসে পড়েছ, তার মানে কি? কে তুই? কোথায় থাকিস্? এ রাত্রে, কি সাহসে এখানে এলি?

পেরুরাম। অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! ঠাকরণ; আমার বাড়িওয়ালার যত দোষ।

বিধু। তোমার বাড়িওয়াল! (পেরুর  
অগ্রসর ও বিধুর পশ্চাদ্গমন।)

পেরু। ঠাকুরণ! আমি চোর নই, আমি  
যে নির্দোষী তার কি প্রমাণ দেব?

বিধু। যদি তুই——

পেরু। আমাকে যদি বলতে দেন, তা হলে  
আমি সব খুলে বলি।

বিধু। (স্বগত) লোকটা কিছু বোকা  
বোকা রকম দেখছি! এতে একটু সাহস হচ্ছে।  
(প্রকাশ্যে) আচ্ছা বল দেখি কেমন করে  
এখানে এলি।

পেরু। পান্‌কি চড়ে ঠাকুরণ! বেশ পান্‌কি খানি!

বিধু মুখী। পান্‌কিতে?

পেরুরাম। মিরজাপুরের গির্জের সামনে  
একটা পান্‌কি ছিল, সেই পান্‌কিতে চড়ে এই  
বাড়িতে এসেছি।

বিধু । ও ! আমার সেই পান্নিতে ? তুই  
কি রকমে তার ভিতর ঢুকলি ?

পেরু । কেমন করে ঢুকলম ? ( স্বগত )  
বেড়ে চেহারা ! ঠিক সত্যিটা বলা হবে না—  
সব কথা খুলে বললে পাছে আমাকে নীচ ঠাণ্ড-  
রায় । ( প্রকাশ্যে ) কোন বিশেষ কারণ জন্য—  
কোন বিশেষ লোকের হাত হতে আমায়  
এড়াতে হল—

বিধু । তার পর ?

পেরু । নির্বেদন-কচ্চি ! আমাকে কথাটা সমস্ত  
বলতে দিন । তারপর সেই লোকটা আমার  
পিছনে পিছনে তাড়া করাতে পলাবার আর  
অন্য উপায় না দেখে—একটা পান্নি সামনে  
পেয়েই, তার দরজাটা খুলে ফেল্লুম । তার পর  
পান্নির মধ্যে ঢুকে মনে কল্লেম, আর এক দিক  
দিয়ে নেবে পড়ব-না হঠাৎ বেয়ারা গুণ পান্নির

দর্জা খোলবার শব্দ শুন্তে পেয়ে, পাল্কিটা  
কাঁদে করে নিয়ে, বোঁ বোঁ করে দৌড়ল।—  
আমি এত বলি থাম্ থাম্, কিছুতেই থাম্ না।

বিধুমুখী। (হাস্য সম্বরণ করিতে না  
পারিয়া মুখে রুমাল প্রদান) হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি  
কি রকম ব্যাপারটা হয়েছিল।

পেরুরাম। (স্বগত) বা! বেশ মেয়ে-  
মানুষ! এ বুঝেছে কি রকম ব্যাপারটা হয়ে-  
ছিল! বা! চমৎকার মেয়ে মানুষ!

বিধুমুখী। আঃ উড়েবেয়ারা গুণ—

পেরুরাম। উড়ে বটে, ঠিক্; আমিও  
তাই ঠাউরেছিলেম! (বিধুর কাছে যাইয়া)  
আমি চোর নই, এখন ঠাকরণ, ইচ্ছা হয় তো  
সব খুঁজে দেখুন—এই কাপড় ঝাড়া দিচ্ছি;  
কাপড় ঝাড়া দিতে উদ্যত)

বিধুমুখী। (হাসিয়া) না না না আর



কাপড় ঝাড় দিতে হবে না—তুমি যা বলচ, তা আমি অবিশ্বাস করিনি ।

পেরুরাম । তবে চাকরণ, তা যদি হয়—  
আমার উপর আর কোন সন্দেহ না থাকে যদি—  
( স্বগত ) এমন সুখের আলাপ ভঙ্গ দিতেও  
ইচ্ছা হয় না ( ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া )  
( প্রকাশ্যে ) এখন বোধ হচ্ছে প্রায় ছুট বাজে,  
আর থাকাটা ভাল হয় না—অনুগ্রহ করে যদি  
যাবার পথটুকু দেখিয়ে দেন ।

বিধুমুখী । ( ঘড়ির নিকটে গিয়া ) ছুট  
বেজেছে ; তাইতো, এক জন চাকরকে তবে  
ডাকি ; ( চাকরকে ডাকিবার জন্য দ্বারের  
নিকট গমন ও কি ভারিয়া পুনর্বার প্রত্যা-  
বর্তন ) চাকর এলেই বা মাতামুণ্ড তাকে কি  
বলব ? তাইতো এ যে ভারি যুক্তিল দেখছি !  
তুমি আমাকে ভারি বিপদে ফেলে ! এই ছুট

রাত্রে একাকী এক জন বেগানা পুরুষের সঙ্গে  
রয়েছি, চাকরুরা দেখে কি মনে করবে ; এ  
ভারি বিপদ বটে ।

পেরুরাম ! তবে ঠাকুরণ এমন একটা  
উপায় বলে দিন, যাতে করে আমি এই বাড়ি  
থেকে বেরিয়ে যেতে পারি, অথচ আমাকে  
কেউ দেখতে না পায় ।

বিধুমুখী ! আর তো কোন উপায় দেখিনে,  
তবে যদি ঐ গবাক্ষ দিয়ে ?—

পেরু ! ( না বুঝিতে পারায় ) কি বল্লেন  
ঠাকুরণ ? ক-ক-ক অক্ষ দিয়ে ?

বিধুমুখী ! ( স্বগত ) তোমার পেটে ক  
অক্ষর গোমাংসই বটে ! ( প্রকাশ্যে ) না না না,  
আমি বল্‌চি, এই গবাক্ষ অর্থাৎ জান্না দিয়ে  
যা এক পালাবার পথ আছে ।

পেরু ! জান্না ? ( জান্নার কাছে গিয়া

ভাল করিয়া নিষ্কাশন ও জান্না খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টি) ও বাবা ! যে উঁচু ! এ আমার কর্ম নয়— শেষে কি জান্‌টা খোয়াব ?

বিধুমুখী । তবে আর উপায় নেই ; আর এই তো দোতালা বৈতো নয় ;—এখান থেকে স্বচ্ছন্দে ;—

পেরু । ( স্বগত ) ও বাবা ! এয়ে দেখছি পুরুষের ঘাড়ে হাগে ! দোতালা বৈত নয় ! ( প্রকাশ্যে ) গোল্ডাম্‌কে মাপ করবেন, আমার লাফানটা বড় এসে না ; কিন্তু লক্ষটা শিখতে আত্যন্তিক বাসনা আছে । এখন নাকি শুন্তে পাই যে লাফাতে পারে, সেই ডিপুটী মাজি-ষ্ট্রেটের পদ পায় । আর যদি কোন কর্ম না জোটে, ঠাকুরণ ! তা হলে দেখছি, সেই এক-কালে লাফাতে হবে ।—

বিধুমুখী । এখন ম্যালা ফাল্‌ত বক্লে

কি হবে ? হয় এই জান্না দিয়ে লাফিয়ে পড়,  
না হয় তো দেখছি ঐ বন্দুকের গুলি খেয়ে  
প্রাণটা যাবে।

পেরু। বন্দুক ? বাবারে ! ( স্বগত ) যে  
মেয়েমানুষ, বলে কিনা “দোতালা বৈত নয়,”  
তার অসাধ্য কিছুই নেই,—( প্রকাশ্যে ) মাঠা-  
করণ ! পায়ে পড়ি, আমাকে মের না ! আমি  
তোমার পায়ের গোলাম।

বিধুমুখী। আমি মেয়েমানুষ, আমি তো-  
মাকে মারতে যাচ্চিনে,—তবে কিনা আমার  
স্বামী ভারি ;——

পেরু। ( স্বগত ) ও বাবা ! আবার স্বামী  
অছে নাকি ?—( প্রকাশ্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সকা-  
তরে ) একটা পথ আমাকে দেখিয়ে দেও মাঠা-  
করণ ! তোমার পায়ে পড়ি—আর এমন কষ্ট  
কখন করব না।

বিধুমুখী । ঐ গবাক্ষ ভিন্ন আর কোন উপায় নেই ।

পেরু । ( নিরাশ হইয়া ) আচ্ছা একবার চেষ্টা করে দেখা যাক্ । ( লক্ষ্যবাক্ষ ) ও বাবা ! প্রথমে লাফিয়ে জান্‌লাটার উপর উঠতে হবে, তারপর আবার জান্‌লা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়তে হবে ; আমার কৰ্ম্ম নয় ; লাফিয়ে যদি জান্‌লায় উঠতে যাই, তা হলে নিশ্চয় পড়ে যাব—আর জান্‌লে মাঠাকরণ ! আমার একটা ভারি বদ্রোগ আছে, শরীরে আমার একটু ব্যথা নয় না ; ভারি সুখী শরীর ; যদি একটু কোথাও লাগে তা হলে আমি এম্‌নি চীৎকার করে উঠব, যে, বাড়ি শুদ্ধ লোক জেগে পড়বে ।

বিধুমুখী । তা বটে, তবে শীঘ্র জান্‌লাটা বন্দ করে দেও । ( পেরু জান্‌লা বন্দ করিতে

গিয়া অঙ্গুলী চিম্টিয়া যাওন ও ব্যথা প্রযুক্ত  
নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি ও চীৎকার করিতে  
উদ্যত ।)

বিধুমুখী । ( পেরুর প্রতি ) চুপ্ চুপ্ !  
( স্বগত ) এইবার দেখ্ছি বাড়ি শুদ্ধ জাগালে,  
আ ! কি আপদেই পড়েছি ! এ পাপকে কি  
রকম করে বিদায় করি ? আর একটা কোন  
উপায় ঠাওরান যাক্ । ( সংক্রমণ ও চিন্তা  
করিতে করিতে ) আর তো . কোন উপায়  
দেখিনে, তবে আমার স্বামীকে পক্ষাপাষ্টি বলা  
যাক্ না কেন যে, এই রকম ঘটনা হয়েছে ; সত্য  
কথাই ভাল । আর এতে কোন ভয় নেই,  
কারণ তিনি আমাকে সারাদিনই বলেন যে,  
তঁার কিছুমাত্র আমার উপর সন্দেহ হয় না ।  
( পূর্ণবাবুর ঘরের দরজার কাছে গিয়া ) ও  
গো ! ওগো ! ( চিন্তা করিয়া ) না না না না,

একটা কথা মনে পড়েছে। তখন আমাকে তিনি আমাদের প্রচারক মহাশয় প্রেমনাথ বাবুর কথা বলেছিলেন—ভাল একেই প্রেমবাবু বলে চালালে হয় না? হাঁ হাঁ এই বেশ কথা, (পেরুরামকে নিরীক্ষণ।)

পেরুরাম। (স্বগত হাই তুলিয়া) আজ অদৃষ্টে কি আছে, বলা যায় না;—গণৎকার ব্যাটার মুখে আগুন! এত কস্মভোগও ছিল! প্রায় তো আড়াইটে হয়েছে, আ! এতক্ষণ কামিনীর বাড়িতে দিব্যি করে নিদ্রা যেতেন!

বিধুমুখী। (স্বগত) তিনি যে বড় বলেন, তাঁর মোটেই সন্দেহ হয় না, ভাল তাঁকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে, কেমন তাঁর সন্দেহ হয় না, (প্রকাশ্যে পেরুরামের প্রতি) দেখ, আমি একটা উপায় চাওরেছি।

পেরু। (ব্যস্ত সমস্ত হইয়া) চাওরে-

ছেন? বেশ, কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে?

( যাইবার পথ অন্তেষণ )

বিধুমুখী। ( একটা চৌকি দেখাইয়া )

না না না এইখানে বোসো ;—এই চৌকিতে ।

পেরু। ( আশ্চর্য্য হইয়া ) এইখানে ব-  
সবো ?

বিধুমুখী। হাঁ ! ( বিধুর কোঁচে উপবেশন ও  
পেরুরামের চৌকিতে আল্গোচে আড়ষ্ট হইয়া  
উপবেশন ) পূর্বে তুমি কি কায কর্তে ?

পেরু। ও ঠাক্রণ, এককালে আমি  
মস্ত কাজ করেছি,—আফিসের কেরাণি  
ছিলেম ।

বিধুমুখী। আমার একজন সরকার চাই,  
বোধ করি তুমি সরকারের কর্ম কর্তে পা-  
রবে?

পেরু। সরকার?



বিধুমুখী । মাসে আড়াই টাকা আর খাওয়া  
পরা ।

পেরুরাম । ( উঠিয়া ) মাসে আড়াই টাকা  
আবার খাওয়া পরা । আমার এই ঢের ! আজ-  
কালের বাজারে এই বা পায় কে ? কত বি এ,  
এম্ এ কাষের জন্য হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যাচ্ছে !

বিধুমুখী । তবে তুমি এতে রাজি হলে ?

পেরুরাম । ( পুনরুপবেশন করিয়া ) তাতে  
আর সন্দেহ নেই ।

বিধুমুখী । তবে তো এক রকম সমস্তই  
ঠিক হল ;—তোমার এখন নামটা জানতে হবে  
যে ?

পেরুরাম । ( উঠিয়া যোড়হস্তে বিনীত-  
ভাবে ) আজ্ঞে আমার নাম পেরুরাম ।

বিধুমুখী । ( হাসিয়া ) ওকি বিচ্ছিরি নাম ?  
ওনাম বদলালে তোমার কোন ক্ষতি আছে ?

পেরুরাম । আজে, কিছুমাত্র না । নামে  
কি এসে যায় ? আপনি গোলামকে যা আজ্ঞা  
করবেন, তাতেই রাজি আছি ।

বিধুমুখী । প্রেমনাথ কেমন নাম ?

পেরুরাম । প্রেমনাথ ! বা ! এমন শরেশ  
নাম তো আমি কখন শুনিনি ।

বিধুমুখী । তবে ঐ নাম তোমার হল ।  
( বিধু উঠিল, পেরুও উঠিয়া অন্যমনস্ক হইয়া  
“আড়াই টাকা, আড়াই টাকা” ইত্যাদি অঙ্গুলীতে  
গণনা । ইতি পূর্বে বিধুমুখী তাঁর স্বামীকে, তাঁর  
নিজ কামরায় আসিয়া অলঙ্কিত ভাবে শুইতে  
দেখিয়া তাঁর মনে সন্দেহ উৎপাদন করিবার  
নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে, পেরুরামকে লক্ষ্য করিয়া )  
প্রেমনাথ বাবু ! ও প্রেমনাথ বাবু ! কিঞ্চিৎ  
জলযোগ করবেন ?

পেরুরাম । ( প্রথমে অন্যমনস্ক প্রযুক্ত

শুনিতেন না। পাওয়ায়) আক্ষেপ ! গোলামকে বল-  
চেন ? জলযোগ ? জলযোগটা হলে ভাল হয়  
বটে ; ক্ষুধাটাও আত্যন্তিক প্রবল হয়েছে !  
( স্বগত ) আর পেটে খেলেও পিঠে নয়, এখন  
জান্লা থেকে পড়তে হয়, কি স্বামী ব্যাটার  
বন্দুকই মারা পড়তে হয়, তার তো কিছুই  
ঠিক নেই ।

বিধুমুখী । ( স্বগত ) আমার স্বামী ঘরে  
এসে আস্তে আস্তে শুয়েছেন, তা আমি টের  
পেয়েছি ! এত চেঁচিয়ে “প্রেমনাথ বাবু প্রেমনাথ  
বাবু” করে ডাক্‌চি, তবু যে তাঁর মনে কোন সন্দেহ  
হচ্ছে না ? রোস্, ভোলাকে এর জন্য জলখাবার  
আনতে বলে দি ! ভোলা ! ভোলা !

ঘুমের ঘোরে চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে  
ভোলার প্রবেশ ।

ভোলা । ঠাৱণ, আমারি ডায়েছেন ?

বিধুমুখী । ভোলা !

ভোলা । ঠাৱণ !

বিধুমুখী । কিছু জল খাবার নিয়ে এস তো !

ভোলা । আজ্ঞে ! ( পেরুরামকে দেখিয়া  
অবাক্ হইয়া কিঞ্চিৎকাল দণ্ডায়মান ) ( স্বগত )  
এ রাতির ব্যালা আবার একটা কারে জোটায়ে  
আনেছে ! আমার বাবুরে যে কি গুণ করেছে,  
তা বলতে পারিনে—সে দ্যাছেও দ্যাহবেনা—  
শোনেও শোন্বে না ।

বিধুমুখী । জল খাবার নিয়ে এসোগে না ।  
আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

ভোলা । এই যাই ।

( ত্যক্ত হইয়া ভোলার প্রস্থান । )

পেরুরাম । ( স্বগত ) আ ! এখন খেয়ে  
বাঁচ্ব—সমস্ত দিনটা আজ পেটে অন্ন পড়ে নি !  
( পূর্ণবাবু এই সময়ে দ্বারের নিকট আগমন ও

পেরুরামকে দেখিয়া থম্বকিয়া দণ্ডায়মান—পরে মশারির পিছনে লুক্কাইত হইলেন । )——

বিধুমুখী । ( পূর্ণকে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদে স্বগত ) এই যে, উনি আড়াল থেকে শুন্‌চেন ! ( চোঁকিতে বসিতে পেরুকে ইসারা ও আপনিও কোঁচে উপবেশন । পেরুর প্রেমে বিধুমুখী পড়িয়াছে মনে করিয়া, পেরুর নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী ) এইবার খুব চেষ্টায়ে এর সঙ্গে কথা কওয়া যাক্ ( প্রকাশ্যে ) প্রেমবাবু ! সে দিন মন্দিরে ভাগ্যি তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ।

পেরুরাম । ( কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বগত ) মন্দিরে আবার এর সঙ্গে কোথায় দেখা হল ? কালীঘাটের মন্দিরে এ সে দিন গিয়েছিল না কি ?

বিধুমুখী । যা হোক এখন ধর্ম প্রচারটা কেমন চল্‌চে ?

পেরু। ( কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বগত )  
ও ! ধর্ম্মতলার বাজারের কথা বুঝি বল্চে ।  
( প্রকাশ্যে ) ধর্ম্মতলার বাজার এখন খুব  
গুল্জার ।

বিধুযুখী। ( স্বগত ) না না, এ সব বিষয়  
আর এর সঙ্গে কথা কোয়ে কায নেই—যদি  
এক চুপ্ কোরে থাকে, তা হলে না হয় ওকে  
আমাদের প্রচারক প্রেমনাথ বাবু বলে এক  
রকম দাঁড় করাতে পারি ! কিন্তু এ যে রকম  
উত্তর দিচ্ছে, তা শুনে পাচ্ছে তিনি আর কিছু  
ঠাওরান । যাতে তাঁর মনে সন্দেহ হয়, এমন  
কোন কথা বার্তা কওয়া যাক্ ( প্রকাশ্যে )  
ভারতাত্মম, কি চমৎকার জায়গা ! সেখানে  
বেশ দুজনে সুখে থাকা যাবে !

পেরু। ( আশ্চর্য্য হইয়া ) ভারতবর্ষ চমৎ-  
কার জায়গা ! আমি সেখানে একবার

গিয়েছিলেম—ও কথা বলবেন না—অমন  
জাহ্নগা আর দ্বিতীয় নেই ।

বিধুমুখী । মিষ্টালাপে সময়টা কেমন  
সুখে অতিবাহিত হয় !

পেরুরাম । ( কিছু বুছিতে না পারিয়া  
স্বগত )—ও ! মিষ্টানের কথা বল্চে বুঝি ! এখন  
যে মিষ্টান্ন এলে হয়—পেট্টা থিদেতে চোঁ চোঁ  
কচ্ছে ।

বিধুমুখী । আচ্ছা একটা ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাও  
দেখি ?

পেরুরাম ( স্বগত ) বা মেয়ে মনুষ্যটা খুব  
রসিক দেখ্‌চি, আবার গাইতে বলে ! আচ্ছা  
একটা গাচ্ছি ।

সিন্ধু তৈরবা ।

( গান ) প্রাণ তুমি কার হবে আমি যদি মুদি ঝাঁধি ।

অকৃতি সম্ভান বলে আমারে দিওনা ফাঁকি ॥

বিধু মুখী। (লজ্জিত হইয়া) থাক্ থাক্,  
আর কায নেই!

পেরুরাম। (স্বগত) ও! বুঝিচি, শ্যামা  
বিষয়ক গান বলে, এর মনে ধরল না! মেয়ে  
মানুষটা খুব রসিক না কি, তাই একটা রসের  
গান শুনতে চায়! (প্রকাশ্যে) আর একটা ভাল  
দেখে গান গাব?

বিধু মুখী। আচ্ছা এবার একটা ভাল গান  
গাও।

পেরুরাম। আচ্ছা—

ভৈরবী।

ও কালাচাঁদ বাতাস কর গরমিতে মরি,

গরমিতে মরি কালাচাঁদ গরমিতে মরি।

বিধু। থাক্ থাক্—আর কায নেই (পূর্ণর  
মশারি নড়িতে দেখিয়া—স্বগত) এইবার বোধ  
হচ্ছে ওঁর মনটা একটু চঞ্চল হয়েছে! যা হোক্



আমিও তো আর হাসি রাখতে পারিনি !  
 ( প্রকাশ্যে পেরুর প্রুতি ) আমি চাকরটাকে  
 জলযোগের তাড়া দিয়ে আসি—আমি এলেম  
 বলে !

পেরুরাম । আঃ ! তা আর আমার কাছে  
 বলতে হবে না, এ তো ঘরের কথা !

বিধু । আমি এলেম বোলে । ( স্বগত )  
 একটু হেসে আনিগে ; দম্টা ফেটে যাচ্ছে ।

( বিধুমুখীর প্রস্থান । )

পেরুরাম । খাসা মেয়ে মানুষ বটে !  
 কেবল ভারতবর্ষের কথা আর ধর্মতলার বাজা-  
 রের কথা কেন বলে, আমি কিছুই বুঝতে  
 পাল্লেম না ! ( পেরু কোঁচে আয়েন্স করিয়া  
 উপবেশন )

দ্রান ও ব্যাকুল ভাবে পূর্ণবাবুর প্রবেশ ।

পূর্ণ । ( স্বগত ) এ দেখছি বড় বেশি বাড়ি

বাড়ি ! যা হোক, যতদূর স্থির ভাবে থাকতে পারি, তার চেষ্টা কত্তে হবে ।

পেরু । ( সম্মুখে পূর্ণ বাবুকে দণ্ডায়মান দেখিয়া ) আরে মর্, এ ব্যাটা আবার কে এল ? ( উত্থান )

পূর্ণ । আমি ।

পেরু । আমি । আমি কে ?

পূর্ণ । তুই ব্যাটা আমার জায়গায় কি করে এসে ভর্তি হলি ?

পেরু । ( স্বগত ) ওঁর জায়গাই বটে ! ও বুঝেছি, এ ব্যাটা এ বাড়ির পুরণ সরকার—যার জায়গায় ঠাকরণ আমাকে বাহাল করেছেন ;—এ নিশ্চয় সেই ব্যাটা !

পূর্ণ । আমার কথার উত্তর দিচ্চিস্ নে যে বড় ?

পেরু । যা যা ! তোর আপনার চরু-

কায় তেল দিগে যা ! আমাকে ত্যক্ত কভে এসেছে !

জল খাবার লইয়া ভোলার প্রবেশ ।

পূর্ণ । ( পেরুর প্রতি ) হারাম্জাদা ভণ্ড কোথাকারে ! দুফুর রাত্রে এখানে প্রচার কভে এসেছেন—প্রচার কর্‌বার আর জায়গা পেলেন না ! ( ভোলার প্রতি ) এসব কি ?

ভোলা । জল খাবার ।

পূর্ণ । আমার জন্যে ?

ভোলা । এর জন্যে !

পূর্ণ । ওর জন্য জল খাবার ! নিয়ে যা এখান থেকে ।

ভোলা । ঠারগ আমার আন্তি বল্লেন ।

পূর্ণ । আমার কথা শুন্‌চিস্‌ নে ?

ভোলা । ( আশ্চর্য্য হইয়া ) অ্যাহন কার কথা শুনি ম্যানে ! (অত্যন্ত চটিয়া ভোলার প্রস্থান ।)

পেরু । আমার জন্য জল খাবার এল ; উনি নিয়ে যেতে ধলচেন ! কি সুখ ! আমার যদি তোর দশা হত, তা হলে তো আমি এত গুল্লি কভেম না ।

একটা কন্স থেকে ছেড়ে যাওয়া কষ্ট বটে ; কিন্তু তোরই কি একলা কন্স গ্যাছে—পৃথিবীতে কি আর কারও কন্স যায় নি, না যাবে না ? তুই যদি এখন কন্সের যুগি না হোস্, সে তো আর আমার দোষ না ।

পূর্ণ । যুগি না হোস্ ! তাঁর মানে কিরে ব্যাটা ?

পেরু । মানে ! মানে এই যে, গিনি তোকে আর পছন্দ করে না । মানে আবার কি হবে ? মেয়ে মানুষের মন তো জানিস্—কার প্রতি কখন্ সদয় হয়, তার কি কিছু ঠিকানা আছে ? আবার দিন কতক

পরে আমায় উপরেও ঐ রকম হতে বা  
আটক কি ?

পূর্ণ। তুই মনে করিস্‌নে, আমি এই সকল  
কথা সহ্য কোরে থাকব।

পেরু। আরে বাপু—তুই কর'বি কি ?  
আর কি কোন চারা আছে ; মাইনেটা হাতে  
চুকিয়ে দিলেই ধির্, ধির্ কোরে চলে যেতে  
হবে।

পূর্ণ। এ ব্যাটা পাগল না কি ?

পেরু। তাঁ বল্‌বার্, যো নেই বাবা !  
পাগল হলে গিন্নির মনে ধর্‌ত না !

পূর্ণ। আরে ন্যাকাম রেখে দ্যাও ! ছোট  
লোকের মত কথা গুল ছেড়ে দ্যাও ! ওতে  
আমি ভুলি নে ! ইদিকে, প্রচার কর'বার সময়  
কেমন মস্ত মস্ত সংস্কৃত কথা ! আবার এখন  
ন্যাকাম দেখ না ! (স্বপ্নত) এ নিশ্চয় সেই

প্রেমনাথ বাবু—আমি তখন আড়াল থেকে শুন্ছিলেম, কি প্রচারের কথা হচ্ছিল।

পেরুরাম। ওরে ব্যাটা আমি ছোট লোকের মত কথা কচ্ছি ! তুই ব্যাটা ছোট-লোক।

পূর্ণ। কি বল্‌ব, আমার হাতে এখন চাবুক নেই, না হলে তোকে একবার দেখিয়ে দিতেম !

পেরু। ( ভয়ে স্থানান্তরে উঠিয়া বসিয়া )  
চাবুক নেই ভালই হয়েছে ! কথায় কথায় হচ্ছিল। আবার হাতাহাতি কেন বাবা ?

(পূর্ণ কটমট করিয়া পেরুর প্রতি নিরীক্ষণ।)

পূর্ণ। তুই ব্যাটা ভারি ভীতু !

পেরু। তা বটেই তো ! ভীতু ! আমি শুধু শুধু এই রাত্রে চাবুক খেয়ে মরি আর কি, তোর যে রকম গরম মেজাজ দেখছি বাবা, তাতে যে

গিন্নির কাছে এত দিনও টিকে ছিলি, এই তোর  
পরম ভাগ্য বলতে হবে!

পূর্ণ। চুপরও! ফের্ যদি একটা কথা  
কবি তো দেখতে পাবি! বেরো. এঘর থেকে!  
তোর কথা আমি অনেক ক্ষণ সহ্য করেছি, বেরো  
‘হারাম্‌জাদা! (পেরু টেবিলের চতুর্দিকে ধাব-  
মান ও পূর্ণ তাহাকে ধরিবার চেষ্টা।)

পেরু। ওঁর ভারি সুখ! “ঘর থেকে  
বেরো”! (দৌড়িয়া রঙ্গভূমির অপর পাশে  
পলায়ন) আর এক ঘণ্টা আগে যদি বেরোতে  
বল্‌তিস্, তা হলে আমি বড়িয়ে যেতেম্—এখন  
ওর জায়গায় জুত্ কৌরে বোসে নিয়েছি—এখন  
বলে কিনা “বেরো” (পূর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া ঘরের  
প্রবেশ দ্বারের নিকট গমন ও দ্বার উদ্‌ঘাটন  
——পেরু ধাবমান)

পূর্ণ। এই শেষ বার বল্‌চি, বেরো ঘর

থেকে, না হলে, জোর কোরে ঐ জান্না দিয়ে বাহিরে ফেলে দেব।

পেরু। (স্বগত) এ ও যে আবার জান্না দিয়ে বেরুতে বলে! এ বাড়ির সকলেরই এই একটা বাতিক আছে না কি?

পূর্ণ। (পেরুর নিকটে গিয়া) আমার কথা শুনচিস্? (তলবার লইয়া আক্রমণ)

পেরু। ও বাবা! এ দেখি চাট্টা না!  
(চীৎকার) মাল্লেরে! মাল্লেরে! পুলিশ্‌ম্যান!  
চৌকিদার! চোর! চোর! গেলুম রে!  
গেলুম রে!

(পূর্ণর নিকট হইতে পলায়ন চেষ্টা—পূর্ণ পশ্চাতে

ধাবমান—পেরুর চৌকি বাধিয়া পতন—

ও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পলায়ন চেষ্টা)

বিধুমুখীর প্রবেশ।

বিধুমুখী। এসব কি? কি ভয়ানক শব্দ!



পূর্ণ । বৈশ সময়ের এসেছ ! এখন অনুগ্রহ কোরে বল দেখি একবার, এই সকল ব্যাপারের মানে কি ? এই ব্যক্তি এই বাড়িতে কি কোরে এল ? এ ব্যক্তির সঙ্গে যেরূপ “মিষ্টান্নাপ” হচ্ছিল, তাও আমি সব শুনেছি !

বিধুমুখী । ছি ছি ছি ! এমন কস্মণ্ড করে ? দরজার আড়াল থেকে দেখছি তবে সব কথাই শুনেছ !

পেরু । (নিকটে আসিয়া) এ ভারি অন্যান্ন !

পূর্ণ । চোপ্ৰাও হারামজাদা, না হলে এই তলবার দিয়ে তোর মুণ্ডু ছুখানা কোরে ফেলবো !

পেরু । (সরিয়া গিয়া) লোকটা ভারি বদরাগী দেখছি !

বিধুমুখী । (পূর্ণর প্রতি) যদি তুমি সব

শুনেই থাক, তা হলে অধিক কিছু আর আমার বলবার নেই ; বোধ হয়, তা হলে তুমি এতক্ষণে জানতে পেরেছ যে, এই লোকটাকে আমি সরকার রেখেছি ।

পূর্ণ । এখন তোমার ঠাট্টা মস্কারাম রেখে দ্যাও ; যে রকম ব্যাপার দেখেছি, তাতে তো আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই ।

বিধুমুখী । সন্দেহ ! সন্দেহের মানে কি বল দেখি ?

পূর্ণ । সন্দেহের মানে কি, আপনি মনে বুঝে দেখ না ।

বিধুমুখী । তবে দেখ্‌চি আমার উপর তোমার একটা জঘন্য সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে ?

পেরু । ও ব্যাটার সঙ্গে আবার শিষ্টাচার কি ? আমি যদি হতুম, তো এখনি ওকে গলাচাক দিলে তাড়িয়ে দিতুম ।

( পূর্ণর পুনর্বার পেকর প্রতি আক্রমণ । )

বিধু । ( পূর্ণর প্রতি ) যে রকম তোমার ব্যবহার দেখ্‌চি—আজকের অবধি তোমার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হল ।

পূর্ণ । বেশ তো ! আমারও তাই ইচ্ছে ! আজকের থেকে ছাড়াছাড়ি হল, আর এখন ডাইভোর্সেরও আইন হয়েছে ; তোমার টাকা কড়ি তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েই আমি স্বচ্ছন্দে চলে যাব ।

বিধুমুখা । কালই আমি বাপের বাড়ি যাব—আর সেখানে যদি বাপমায়ে না ন্যায়, তা হলে আমাদের ভারতশ্রম হোটেলে গিয়ে বাস করব ।

পূর্ণ । আমিও কালকের থেকে উইলসনের হোটেলে গিয়ে থাকব !

ক্রোধভরে পূর্ণ ও বিধুমুখীর প্রস্থান । )

পেরুরাম। দুজনেই চলে গ্যাছে, আমিও আমার পথ দেখি। ও ব্যাটা যে রকম গোয়ার লোক দেখছি—আবার কখন ঠুকে টুকে দেবে। গিনি এ রকম মানুষকে যে ছাড়িয়ে দেবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? (হুড়হুড়িতে একটা বোদাম ছিঁড়িয়া ইতি পূর্বে পড়ায় তাহা টেবিলের নীচে অব্বেষণ।)

পূর্ণর পুনঃপ্রবেশ।

পেরু। (টেবিলের নীচে হইতে উঠিবার সময় পূর্ণকে সম্মুখে দর্শন।)

পূর্ণ। (ক্রুদ্ধ হইয়া) আজ যে রকম ব্যাপার ঘটেচে, তাতে আর এ কলঙ্ক কিসে যাবে?—এই তলবার দিয়ে—

পেরু। (ভয়ে) ও বাবারে! আমাকে মারিস্ নে বাবা! তোর পায়ে পড়ি বাবা! তোর কন্ম তাকে ছেড়ে দিচ্ছি বাবা!

পূর্ণ । ‘প্রেমবাবু ! এই কি তোমার ধর্ম ?  
 এই কি তোমার প্রচার ? “পরিবার বন্ধন”  
 “পরিবার বন্ধন” “পরিবারের মধ্যে শান্তি” এই  
 রকম কতক গুলি কথা ক্রমাগত মুখে মুখে বলে  
 বেড়াও, আর তুমি নিজে কি না এই রকম করে  
 এক জন ভদ্রলোকের পরিবারের শান্তি ভঙ্গ  
 কভে এস ; এখন আবার ধরা পড়ে, পাগলের  
 মত আপনাকে দেখাতে চেষ্টা কর্চ ?—তো-  
 মাকে আমি এর সমুচিত শাস্তি দেব—( তলবার  
 হস্তে আক্রমণ ও পেরু ভয়ে কম্পমান ।)

পেরু । আমি কিছুই বুঝতে পারিনি  
 বাবা ! আমি নিজে হতে এখানে আসি নি  
 বাবা ! এ বাড়ির পাল্কি বেহারারা আমাকে  
 এখানে নিয়ে এসেছে ।

পূর্ণ । তবে তো আরও ভাল দেখছি ;  
 আবার পাল্কি বেহারাদের ঘুস্ দেওয়া হয়েছে ;

আর কথা না—( তলবার দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত ) বাবু পূর্ণচন্দ্রকে, যে অপমান করে, তার আর নিস্তার নেই। ( পেরু পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময়ে পূর্ণবাবুর নাম শুনিয়া থম্কিয়া দাঁড়াইল )

পেরু । আপনি কি পূর্ণ বাবু ?

পূর্ণ । তবে দেখ্‌চি, তুমি আমার নামও জান্‌তে ।

পেরু । না, আমি তা জান্‌তেম না । আমি মনে করেছিলেম, আপনি এ বাড়ির সরকার ।

পূর্ণ । ( আশ্চর্য্য হইয়া ) তার মানে কি ? বল দেখি ব্যাপারটা কি ?

পেরু । আপনার নাম পূর্ণ বাবু ? আপনি যে আমার মুরব্বি । আমি মহাশয়ের কাছে কত বেয়াদবি করেছি তা বলতে পারি নে ।

অনুকূল বাবু আমার বিষয় মহাশয়ের কাছে  
সুপারিশ করেছেন। আমার নাম পেরুরাম।

পূর্ণ। পেরুরাম!

পেরু। অনুকূল বাবু আপনাকে একটা  
পত্র দিয়েছিলেন—ঐ পত্র খানা মহাশয়ের  
কাছে কালকের আমার নিয়ে যাবার কথা।  
( পত্র প্রদান। )

পূর্ণ। ( পত্র পাঠ ) “প্রিয় পূর্ণ বাবু! এই  
পত্র বাহককে কোন একটা কৰ্ম প্রদান করিলে  
স্বাধিত হব! ব্যক্তিটা নিতান্ত বোকা, কিন্তু  
আসলে লোক মন্দ নয়।”

পেরুরাম। ( তাড়াতাড়ি ) তিনি আমাকে  
বেশ চেনেন—এই আমার সার্টিফিকেট্। ( পূর্ণ  
বাবুকে প্রদান )

পূর্ণ। তবে “প্রেমবাবু” নাম তোমার কি  
করে এল ?

পেরু । আ ! রাম রাম রাম ! আমি কি আমার নাম প্রেমবারু রেখেছি ? এ বাড়ির গিন্নি ঠাকুরগ আমাকে ঐ নাম দিয়েছিলেন ! প্রথমে যখন তিনি আমাকে এখানে দেখেছিলেন, তখন তিনি আমাকে চোর ঠাওরেছিলেন—তার পরে তিনি আমাকে তাঁর সরকার রাখলেন ; তার পর তিনি এতদূর আমার উপর সদয় হয়েছিলেন, যে আমাকে জলযোগ করতে পর্যন্ত অনুরোধ করলেন—যা ইউক, সে জলযোগ আমার অদৃষ্টে নাই ।

পূর্ণ । (স্বগত) এতক্ষণে আমি মোদাখানা বুঝতে পাল্লেম ! বিধুমুখী আমাকে নিয়ে রঙ্গ করছিলেন ।

পেরুরাম । গিন্নি আমাকে যে কস্ম দিয়েচেন, তাতে যদি অনুগ্রহ কোরে আমাকে বাহাল রাখেন ।



পূর্ণ । ‘আচ্ছা তা পরে বিবেচনা করা  
যাবে । ( অগ্রে গমন )

পেরু ( পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করত )  
তা হলে চিরকাল মহাশয়ের পায়েৰ ছুঁচ হয়ে  
থাক্ব ।

পূর্ণ । ( স্বগত ) আচ্ছা ডিয়ার ! আজকের  
তুমি বড় এক হাত আমার উপর নিয়েছ !  
এইবার আমার পালা ! রোসে, তোমাকে একটু  
ভয় দেখাই ! একটা মত্‌লব্‌ ঠাওরেছি । ( চিন্তা  
করিয়া ) বিধুমুখীর কাম্রার জান্না দিয়ে,  
আমাদের বাড়ির বাগান বেশ দেখা যায় ।  
( প্রকাশ্যে পেরুরামের প্রতি ) পেরুরাম !  
তোমাকে সেই কস্মে বাহাল রাখ্ব—কিন্তু  
তোমার একটী কায করতে হবে ।

পেরু । গোলাম তো হাজির আছে—যা  
আজ্ঞে করবেন—

পূর্ণ। এই দুট তলবার 'ন্যাও—নীচে  
বাগানে গিয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

পেরু। অ্যা ! যুদ্ধ ! ( দুহাত পিছনে সরিয়া  
দণ্ডায়মান। )

পূর্ণ। সত্যিকের যুদ্ধ নয় ; যেন আমরা  
দুজনে যুদ্ধ কচ্ছি, এই রকম আমি দেখাতে  
চাই।

পেরু। আর বলতে হবে না। আমি  
বুঝেছি। কিন্তু মিথ্যা যুদ্ধ করতে গিয়ে কার  
কোথায় আবার দৈবাৎ লেগে যাবে ! আর  
বিশেষ, যখন যুদ্ধ কচ্ছি, এইটে দেখান নিয়ো  
বিষয়, তখন দুজনে যাবার আবশ্যিক কি ? আমি  
একলা সেখানে গিয়ে, অস্ত্রগুণ বান্ বান্ কল্লেই  
তো হল ?

পূর্ণ। ( হাসিয়া ) আচ্ছা, তাই ভাল ;  
আর, এখন অন্ধকারে পক্ষ কিছুই দেখা যাবে

না । আচ্ছা তুমি একলাই যাও, আমিও তা হলে কি হচ্চে, তা সব এখান থেকে দেখতে পাব । ( দ্বার উদঘাটন ) এই সিঁড়ি দিয়ে নেবে যাও—নেবে গিয়ে, বাঁ-হাতী একটা দরজা দিয়ে বাগানে যাওয়া যায় ।

পেরু । আচ্ছা ।

( তলবার লইয়া পেরুর প্রস্থান । )

পূর্ণ । ( স্বগত ) বিধুমুখী আজকের যা হোক আমাকে বড় ঠকান্টা ঠকিয়েছিল—এখন দেখি, আমি তাকে ঠকাতে পারি কি না ! ( বিধুমুখীর ঘরের দরজার নিকট গমন ও দ্বারের ছিদ্র দিয়া দর্শন ) এই যে এই দিক দিয়েই আস্চে ! ( অন্য দ্বারের পর্দার আড়ালে লুকায়িত হইলেন ও যখন বিধুমুখী প্রবেশ করিল তখন ঐ দ্বার দিয়া অলঙ্কিত ভাবে পলায়ন । )

### বিধুমুখীর প্রবেশ ।

বিধু । তার। গেল . কোথা ? বোধ হয়  
এতক্ষণে পেরুরামের সঙ্গে কথা বার্তা করে  
আসল রত্নান্তটা টের পেয়েছেন । আর যে,  
তঁার মনে কখন সন্দেহ হয় না, সে গুমরটাও  
বোধ হয় এতক্ষণে ভেঙ্গেছে ! কিন্তু কোথায়  
তিনি ?—রাগ তো করেন নি ; যদি রাগই বা  
করে থাকেন, তা হলে আমাকে এসে ধম্-  
কাচ্ছেন না কেন ? যা হোক আমার ভয় হচ্ছে !  
কেন আমি মরতে তাঁর সঙ্গে রঙ্গ করতে গিয়ে-  
ছিলেম ? তাঁর সঙ্গে এখন দেখা হলে সমস্ত  
রত্নান্তটা বুঝিয়ে বলি ।

পর্ণ । ( নেপথ্য হইতে ভাণ করিয়া বিকট  
চীৎকার ) হা ! বিধুমুখী ।

পেরুরাম । ( নেপথ্যে ) সামাল ! সামাল ।  
( তলবারে তলবারে ঝন্ঝনি শব্দকরণ )

বিধুমুখী । বাগানে কার গলা শুন্তে  
পাই ? ( জান্নার কাছে গিয়া—তলবারের  
ঝন্ঝনি শব্দ শ্রবণ ! )

পেরু । ( নেপথ্য হইতে ) মার্, ব্যাটাকে,  
মার্, ব্যাটাকে ।

বিধুমুখী । ও মা কালী রক্ষা কর কি ভয়ানক  
শব্দ ! ( জান্না খুলিয়া দর্শন—বাহিরে অত্যন্ত  
অন্ধকার ) তলবারের শব্দ ! মারামারি হচ্ছে !  
আমারি নির্বুদ্ধিতার ফল ! বাঁচারে ! বাঁচারে !  
থাম্, থাম্, ( কোঁচে মূর্ছা হইয়া পতন ও  
পূর্ণবাবু জাহার নিকট দৌড়িয়া আগমন । )

পূর্ণ । ( ব্যস্ত হইয়া ) ও কি ! মাইডি-  
য়ার !—ও কিছুই নয়—আমি তামাসা করছি-  
লেম । মূর্ছা গ্যাছে দেখ্‌চি—কে আছি-  
ওখানে ? এ দিকে আয়রে ! কি পাগলামিই  
করেছি !

ভলবার লইয়া পেরুরামের প্রবেশ ।

পেরু । ( হাসিতে হাসিতে ) পূর্ণবাবু !  
এখন মনের মত হয়েছে তো ? আমি খুব যুদ্ধ  
করে এসেছি ।

পূর্ণ । ( ভয়ে ব্যস্ত হইয়া ) বেশি মাত্রা  
হয়ে গ্যাছে । এই খানে তুমি একটু দাঁড়াও,  
আমি স্মেলিং সলট্ নিয়ে আসি ।

( পূর্ণবাবুর প্রস্থান । )

বিধু । ( চেতন পাইয়া ) কেও ? নাথের  
গলার আওয়াজ শুনছিলেম না ?

পেরু । ( তাড়াতাড়ি ) আমি ঠাক্রণ !  
আমি পেরুরাম !

বিধুমুখী । রে দুষ্ট নরাধম ! তুই আমার  
প্রাণনাথকে হত্যা করিয়াছিস্ ?

পেরু । তোমার গা ছুঁয়ে বলচি, আমি না !

বিধুমুখী । যা হোক্, তুই এখান থেকে

পালাতে গার্বিনে, (চীৎকার) ভোলা !

ভোলা ! খুন্ কল্লে ! ডাকাত এসেছে !

পেরু। (স্বগত) বাবারে ! কি ভয়ানক  
মূর্ত্তি করেছে দেখ ! আমিও এই সময়ে পালাই।

(তলবার হস্তে পেরুরামের পলায়ন।)

বিধুমুখী। ভোলা ! ভোলা ! খুন্ কল্লে !  
ডাকাৎ এসেছে !

(ভোলা ও আর একজন ভৃত্য আসিরা পেরু

প্রতি আক্রমণ।)

(বিধুমুখী চীৎকার করিতে করিতে দ্বারের  
নিকট গমন, এমন সময় পূর্ণ আসিয়া বিধু-  
মুখীকে আলিঙ্গন।)

ভোলা ও আর একজন ভৃত্য পেরুরামকে লইয়া

প্রবেশ।

পেরুরাম আড়ষ্ট ও ভয়ে কম্পবান্ ।

ভোলা। যহন ঠারগ আমায় ডায়েলেন

তহন দ্যাকি কি না, এই ব্যাটা যমকিঙ্করের মত  
খাড়া হাতে বাগানের দিকি পলাতি যাচ্ছে !  
বুড়া হয়েছি বটে, তবু হাড়ে মজ্জ্বুত আছি ।  
শালা ডাকাতি কত্তি আয়েছেন । ( গুঁত প্রদান )

পেরু । ও বাবারে ! ( পূর্ণ বাবুকে দেখিতে  
পাইয়া ) একি পূর্ণ বাবু ?

পূর্ণ । ( হাসিতে হাসিতে ) ভোলা ! ওকে  
ছেড়ে দে !

( ভোলা ও অন্য চাকরের প্রস্থান । )

পেরুরাম । ( বস্ত্রাদি সামলাইয়া ) রক্ষা  
কর ! বাঁচলেম ! ব্যাটারদের পাঁচ মিনিট্ ধরে  
বোঝালেম,—বলি—চাক্রণ আমাকে সরকার  
রেখেছেন, ব্যাটার। কি কিছুতেই বুঝবে  
না !

বিধুমুখী । ( স্বগত ) বুঝেছি উনি আমার  
সঙ্গে রঙ্গ কচ্ছিলেন,—যাহোক্ এ লোকটা বড়



কষ্ট পেয়েছে—এর জন্য কিছু জলখাবার আনতে বলে দি । ভোলা !

ভোলা । ঠারগ !

বিধুমুখী । জলখাবার নিয়ে এস ।

ভোলা । ( না শুনিতে পাইয়া ) কি বল্লেন ?

বিধুমুখী । জলখাবার নিয়ে এস !

ভোলা । এই যাই, ( স্বগত ) একি হচ্ছে, আমি তো এর কিছুই ব্যাওরা পাই না ।

( ভোলার প্রশ্নান । )

পূর্ণ । পেরুরাম ! তুমি যে সব কষ্ট আজ সহ্য করেছ,—তার পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে সরকারের পদেই বাহাল রাখ্লেম্ । আরও যদি তোমার কোন উপকার করতে পারি তাও বল ;—

পেরু । ( স্বগত ) আর কি বলি ? রোস,

সেই চিঠিটার কিছু সন্ধান বলে দিতে পারেন কি না দেখি ; ( প্রকাশ্যে ) গোলামের উপর যদি এতই কৃপাদৃষ্টি হয়েছে,—তা আমাকে যদি একটা সন্ধান বলে দিতে পারেন, তা হলে আমার বড় উপকার হয় । আর আমার কোন প্রার্থনা নেই ।

বিধুমুখী ! আচ্ছা বল না, কি শুনি ?

পেরু । যদি বেয়াদবি ম্যাপ্ করেন তো বলি । ঠাক্রণ ! আমার মতন হৃতভাগা লোক আর ছুনিয়ায় নেই । কামিনী বলে একজন পরমা সুন্দরী মেয়েমানুষকে আমি ভাল বাস্‌তেম ; আমি ভাব্‌তেম, সেও বুঝি আমাকে ভাল বাসে, কিন্তু হঠাৎ এক দিন দেখি, আর একজন আমার জায়গায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে । সেই লোকটা কে জান্‌বার জন্য আমি ভারি অস্থির হয়েছি । আর কোন চিহ্ন নেই, যা

দেখে আমি তার সন্ধান পেতে পারি,—কেবল এই পত্রখানা আছে ;—এর উপরে একটা ‘প’ লেখা আছে ;—এই চিহ্ন দেখে যদি কিছু আপনারা সন্ধান বলে দিতে পারেন।

বিধুমুখী। ( স্বগত ) এ লোকটা নিতান্ত বোকা দেখছি,—এর সন্ধান আবার আমাদের জিজ্ঞাসা কর্তে এসেছে ! ওঁর ভালবাসার কে আর একজন ভালবাসা আছে, তার সন্ধান কি না ওঁকে আমাদের বলে দিতে হবে ! যা হোক কি বলে শুনাই যাক্না কেন।

পূৰ্ণ। ( আপনার হস্তের লিপি চিনিতে পারিয়া স্বগত ) কামিনীর সঙ্গে আবার এ ব্যাটারও ভাব আছে নাকি ? কামিনীকে যে পত্র লিখেছিলেম্—এ ব্যাটা কোথা থেকে বুড়িয়ে পেলো ? এখন ভালোয় ভালোয় কাঁড়াটা উত্রে গেলে বাঁচি ! এ ব্যাটা চিঠিখানা বিধু-

মুখীর হাতে না দিলে বাঁচি ! রোস্ ! আগু  
থাক্তে ওর কাছ থেকে পত্রখানা চেয়ে নি ।

পূর্ণ । ( পেরুর প্রতি )—পত্র খানা দেখি ।

পেরু । এই নিন্ ( পত্র প্রদান )

( পূর্ণ যেমন এই পত্র গ্রহণ করিবে এমন সময়  
বিধুমুখী তাঁর হস্ত হইতে কাড়িয়া লইলেন )

বিধুমুখী । ( উঠিয়া ) এ ‘প’ চিহ্ন আমি  
বেশ জানি ; ( পূর্ণর প্রতি ) এ যে তোমার  
মোহর দেখছি !

পূর্ণ । ( স্বগত পেরুর প্রতি ) দূর বোকা !  
তুই ব্যাটা আমাকে মজালি !

পেরু । ( স্বগত ) অঁ্যা ? কি ? আমি তো  
কিছুই বুঝতে পারিচিনি ; অতবড় মস্ত লোক পূর্ণ-  
ধাবু যে কান্সালের ধন চুরি করবে, এ তো  
দেখলেও বিশ্বাস হয় না !

বিধু । ( পূর্ণর প্রতি ) হাতের লেখাও

দেখ্‌চি তোমার ( পাঠ ) “প্রেমসী কাল তোমার  
সঙ্গে দেখা হবে ”—প ;—সংক্ষেপ বটে ; কিন্তু  
অর্থ—পূর্ণ !

পূর্ণ । মাই ডিয়ান্ন, এই চিঠি—

বিধু । অনেক দিনের চিঠি এই বল্‌চ ?  
কিন্তু চিঠির তারিখটা দেখ দিকি একবার ! চার  
দিনের কথা ।

পেরু । ( স্বগত ) আমি তো কিছুই বুঝতে  
পাচ্চিনে ।

জলখার লইয়া ভোলায় প্রবেশ ।

পূর্ণ । মাই ডিয়ার !—

ভোলা । জলখাবার আনেছি ঠারুণ !

বিধু । ( পত্র ক্রোধে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া )

ভোলা ! জলখাবার নিয়ে যাও আর শীত্র পান্নি  
আনতে বল ।

ভোলা । কি বল্‌চেন ঠারুণ ?

বিধু। তুমি কি কাল না কি ? জলখাবার  
এখান থেকে নিয়ে যাও আর শীঘ্র পাক্কি  
আনতে বল।

ভোলা। আগে ! (স্বগত) সবাই খ্যাপেছে  
না কি ?

( ভোলার প্রস্থান । )

বিধু। আর আমার এ বাড়িতে থাকা হয়  
না। আমি এক্ষণি ভারতান্ত্রমে যাব।

পূর্ণ। ( আর কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাও-  
য়ায় ) ছি মাইডিয়ার ! আবার আমার সঙ্গে  
রঙ্গ কচ্চ ?

বিধু। আমি রঙ্গ কচ্ছি বৈ কি !

পেরু। ( স্বগত ) ও ! এতক্ষণে বুঝেছি !  
গিন্নি পূর্ণবাবুর সঙ্গে আবার তামাসা কচ্ছে !  
কিন্তু কৈ—এবার যে পূর্ণবাবু আর পাল্টা  
মারতে পাচ্ছেন না ! গিন্নি প্রথমে একবার

পূর্ণ বাবুর সঙ্গে তামাসা করেছিলেন, পূর্ণ বাবুও তার পর গিনির উপর এক আড়ে হাত নিয়েছিল! এবার ফের গিনি পূর্ণবাবুর সঙ্গে তামাসা কচ্ছে—কিন্তু কৈ পূর্ণবাবু তো দেখছি এবার আর কোন ফন্সি বেরকভে পাচ্ছে না। রোস্ আমি পূর্ণ বাবুর হোয়ে একটা পাল্টা জবাব দিচ্ছি! (প্রকাশ্যে) আমাকে দুট কথার বলতে দেবেন? তা হলেই সব গোল মিটে যাবে।

পূর্ণ (স্বগত) আবার এ ব্যাটা বলে কি দেখ! আজ আমাকে মজালে! (প্রকাশ্যে পেরুর প্রতি) সব বোঝা গ্যাছে, আর কিছু বলতে হবে না!

বিধুমুখী। (তাড়াতাড়ি) আচ্ছা বলনা বলনা কি? শুনি!

পেরু! আচ্ছা আমি বড়ানুটা বলি শুনুন! পূর্ণবাবুকে নিয়ে আপনি একবার রঙ্গ করেছি-

লেন—তাই পূর্ণবাবুও আপনার সঙ্গে একটা তামাসা করবেন, মনে করেছিলেন। তাই, আপনি যখন এই ঘর থেকে একবার বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি এই পত্র খানা লিখে আমাকে বল্লেন, যে যদি কোন রকম করে এই পত্র খানা তুমি গিন্নির হাতে ফেলতে পার, তা হলে তোমাকে পুরস্কার দেব।

পূর্ণ। (স্বগত পেরুর প্রতি) বেশ বলে-  
চিস্ বাবা! বেশ জুগিয়ে বলেচিস্! মাইনে  
দ্বিগুণ কোরে দেব! কে বলে তোকে বোকা?  
বুদ্ধিতে তুই বৃহস্পতির বাবা! (প্রকাশ্যে)  
কেমন ডিয়ার্, শুনলে তো? সকলেরই পালা  
আছে!

বিধু। আমাকে তাই বোলে মিছে মিছি কি  
এই রকম কোরে কষ্ট দিতে হয়? সারাদিন  
রঙ্গ ভাল লাগে না।



ভোলার প্রবেশ ।

ভোলা । ঠারগ ! পান্ধি তৈরি !

বিধুমুখী । আর দরকার নেই যেতে বলে দেও । ( পূর্ণবাবুর প্রতি ) এক যদি তোমার শ্যামবাজারে যাবার দরকার থাকে !

পূর্ণ । ছি ডিয়ার আর ও কথা বোলো না !

বিধুমুখী । ভোলা ।

ভোল । ঠারগ !

বিধুমুখী । জল খাবার নিয়ে এস ।

ভোলা । ( আশ্চর্য্য হইয়া ) ঠারগ ।

বিধুমুখী । জল খাবার নিয়ে এস !

ভোলা । ( স্বগত ) সবাই খ্যাপে গেল না কি !

( ভোলার প্রস্থান । )

পেরুরাম । ঠাকুরগ তবে এখন আমি বিদায় হই ? ভোর হয়ে গ্যাছে !

বিধুমুখী। কি? জলযোগ না করেই  
যাবে?

পূর্ণ। আমাকেও কিছু জলযোগ করতে  
হবে,—সমস্ত রাতটাই হুটপাটি করা গ্যাছে।

বারকোষে জলখাবার লইয়া

ভোলার প্রবেশ।

ভোলা। জলখাবার আনেছি ঠারগ!

বিধুমুখী। বেশ করেছ—ঠিক সময়ে এনেছ,  
আমারও খিদে পেয়েছে! (একটা থাল উঠাইয়া  
লইয়া)

পেরু। (ঐ থাল লইবার জন্য ব্যস্ত)  
ওটা, ঠাকুরগ পেরুরামের জন্য।

পূর্ণ। (ঐ থালা লইয়া) মনিবের জন্য  
আগে!

পেরু। তবে দেখছি আমার অদৃষ্টে নেই!

বিধুমুখী। (ঐ থালা পূর্ণের নিকট হইতে

কাড়িয়া লইয়া পেরুকে প্রদান) এখন তো  
হল?

পেরু । ( আহ্লাদে ) আ ! এতক্ষণের পর !  
( আহার ) বা ! চমৎকার জিনিস ! ( পূর্ণ আর  
এক থাল উঠাইয়া লইয়া বিধুমুখীর হস্তে  
প্রদান । )

বিধুমুখী থাল হস্তে দর্শকগণের প্রতি ।—

মিটিল ঝগড়া ঝাঁটি আর গোলযোগ !

সুখে করে পেরুরাম এবে জলযোগ !

তারি লাগি এতক্ষণ এই কর্ম-ভোগ !

এখন দর্শকগণ খ্যাটে দেও যোগ !

যেমন কর্ম তেমনি ফল ।

(প্রহসন ।)

~~~~~  
দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ।  
~~~~~

কলিকাতা ।

ক্রিয়াক্ষেপ প্রকাশক বঙ্গ কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে  
ষ্ট্যানবোপ্‌ মধ্যে মুদ্রিত ।

—  
সন ১২৭৯ সাল ।



# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

স্বধীর ।

উপবিষ্ট । )

মুন্সোব ।

দ কথায়

ভোলানাথ ( মুন্সোবের সেরেব ) নানুস,

স্ত্রী ।

সুমতি ( স্বধীরের স্ত্রী । )

মতের মা ( দাসী । )



# যেমন কর্ম তেমন ফল ।

( প্রথমাক্ষ । )

প্রথম সংযোগস্থল—শয়নগৃহ ।



( পালকোপরি সুমতি ও সুধীর উপবিষ্ট । )

সুমতি । তা আমি মরি আর বাঁচি নে কথার তোমার কাছ কি ভাই? তুমি-বিদেশী মানুষ, অনুগ্রহ করো এসেছ এই যথেষ্ট ।

সুধীর । ( সুমতির কর গ্রহণ পূর্বক ) সে কি প্রিয়ে ! আজ আমি বুঝি তবে পর হলেম ?

সুমতি । ঐ শোন, “ ধান ভাস্ত্রে শিবের গীত,” এ কথার মধ্যে আবার আশনার পর এলো কেন ?

সুধীর । কেন আসবেনা ভাই, যে বার আত্মীয় হয় সে তার নিকটে সুখ দুঃখের কথা সকলই বলে থাকে, তা যখন বল্‌চো না তখন পর হলেম বৈ আর কি ?



সুমতি । হা আমার অদৃষ্ট ! আমি আবার মানুষ, আমার আবার সুখ দুঃখ, “পেরাদার আবার শ্বশুর বাড়ী” ।

সুধীর । বলি এতো ঠাট্টাই হচ্ছে কেন ? কার স্বামী কি কখন বিদেশে যায় না ?

সুমতি । তা যাবেনা কেন ? কত শত । এই যে তুমিই আমার গিছিলে ।

সুধীর । তা গিছিলেম বলেই কি এত ভিন্ন-ভাব হয়ে পড়েছে যে আমার কাছে দুটো সুখ দুঃখের কথাও বলতে নাই ।

সুমতি । দুঃখ আমার কি ভাই ! তুমি আমাকে যে পরম সুখে রেখে গিছিলে । আমি পরম সুখেই ছিলাম ।

সুধীর । হাঁ ভাই বুঝেছি, তা বলতে পার । আমার টাকা কড়ি পাঠাতে বিলম্ব হয়েছিল বটে ; কিন্তু তাতে আমি যে কি পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ছিলাম তা আর তোমাকে কি বলবো ? বলি প্রিয়ান না জানি কতই ক্লেশ হচ্ছে !

সুমতি । তাতেই কি আর অধিক ক্লেশ ? সমুদ্রে শব্দ পাড়লে কি শিশিরে ক্লেশ বোধ হয় ? যখন তোমার বিচ্ছেদের ক্লেশ সহ্য

করতে পেরেছি, তার কাছে কি, ও সামান্য টাকা কড়ির ক্রেশ বড় হলো ?

সুধীর । তা ভাই, সত্য করো বল দেখি তোমার এতই কি ক্রেশ হয়েছিল ?

সুমতি । তুমি ওকথা বলবেই তো হে—কিন্তু মনে করে দেখ দেখি নাথ, সে দিনটী আমার কি ভয়ানক দিন ! তুমি হাসতে হাসতে এসে বললে, “আমার কর্ম হয়েছে আমি কলিকাতায় চল্লেম,” শুনে আমার মাথায় যেন অমনি বজ্রাঘাত হোলো, ভাব্লেম বলি আমার বুঝি এই পর্য্যন্তই মনুষ্যজন্মের সাধ ফুরালো ।

সুধীর । ভাল ভাই, আমি একটা কথা বলি, যদি তোমার নিতান্তই মত ছিল না তবে আমাকে যেতে বারণ করলে না কেন ?

সুমতি । ( মুখ বিবৃতি ) ঐ, ‘ওকে বলে মন্ ভুলান কথা’ । ঐ গুলো আমি মৈতে পারিনে । বারণ করলেই যেন উনি থাকতেন । উনি যেন আমার হাতধরা ।

সুধীর । ভাই, যে পায়ধরা সে যে হাতধরা হবে একি বড় কথা ?

সুমতি । ( হাস্যমুখে ) হাঁ, কথায় বলে

“ কাষের তেলা কাজি, কায্ ফুরালে পাজি ”  
সকল সময়ে সকলের কি একভাব থাকে হে ?

সুধীর । আমার অর্মন্ দণ্ডেদণ্ডে ভাব ফেরেনা;  
আমি তোমার প্রতি সমভাবেই আছি ।

সুমতি । তা আমি আর এত জানিনে যে  
তুমি আমার বারণেতেই থাকবে, আর আমি  
বল্লেই যাবে । আমি ভাব্লেম, বলি ঐকে কর্ম-  
স্থত্রে টেনেছে, যাবেনই ; তবে কেন আর বারণ  
করো আপনার মান ফোয়াই ।

সুধীর । যে প্রেমডোরে বদ্ধ তার কর্মস্থত্রে  
কি করতে পারে-?

সুমতি । ( সহাস্য বদনে ) ঐ ! উত্তরটি যেন  
অমনি মুখে জুগিয়ে রয়েছে, কথায় তো আর্ট-  
বার যো নাই । ভাই, মুখখানি ছিল তাই পার  
পেলে ; মুখ খানি ত নয় যেন শিউলির কাটারি  
খানি ।

সুধীর । ( ঈষৎহাস্য ) না ভাই, সত্য বলছি,  
তুমি বারণ করলে আমি কখনই যেতে পার্‌তেম  
না । গিয়েও ভাল করি নি ; তোমাকেও  
ক্লেশ দিয়েছি—আপনিও যথোচিত ক্লেশ  
পেয়েছি ।

সুমতি । তোমার আবার ক্লেশ কি হে ?

সুধীর । তা বটে । আমার আবার ক্লেশ কি ?

সুমতি । তা মন্দই বল্লেম কি ? তুমি কর্তব্য, কাষ, টাকা রোজগার, এই সব আমোদেই ছিলে ; নিত্য নতুন দেখেছ, নিত্য নতুন শুনেছ—তোমার আবার ক্লেশটা কি ?

সুধীর । হুঁ, তাই বটে !—আর যখন ও চাঁদ-বদন মনে হতো ?

সুমতি । যখন মনে হতো ;—আর আমাদের যে দিবানিশিই অন্তরে জাগৃতো ।

সুধীর । এ কথাটি ভাই তুমি যিথ্যে বল্লে । সৰ্ব্বদাই কি তোমার মনে হতো ?

সুমতি । তান্না তো কি ? খেতে শুতে বসতে, সৰ্ব্বদাই তো মনে হতো ।

সুধীর । আর যখন নিদ্রা যেতে ?

সুমতি । তখনও স্বপ্ন হতো ।

সুধীর । ( হাস্য করিয়া ) সে তোমার যেমন আমারও তেমনি । তা প্রিয়ে, তুমি বিশ্বাস করো আর নাই বা কর, আমি যথার্থ বল্চি তোমার বিরূপে আমার যে ক্লেশ হয়েছিল তা

বলতে পারিনি । তোমার ভাই সকলি ভাল,  
কেবল বিচ্ছেদটা বড় অসহ্য ।

সুমতি । যা হোক, আমাকে যে তোমার  
মনে হতো এ শুনেও আমার কতক ক্লেশ দূর  
হলো । তা নাথ, আমাদের যত তোমাদের  
কি তত হয় ? ( সহাস্রবদনে ) কুমুদিনীর এক  
চন্দ্র ছাড়া আর কেউ নাই, কিন্তু চন্দ্রের তো  
অনেক কুমুদিনী মেলে । তোমরা পুরুষজাতি,  
তোমাদের অপ্রতুল কি ভাই ?

সুধীর । প্রিয়ে, বিবেচনা করো দেখ, কি  
স্ত্রী, কি পুরুষ, অপ্রতুল কারোই নাই, কেবল  
আমাদের মধ্যে সে রূপ চরিত্রেরই অপ্রতুল ।

সুমতি । হাঁ, সে কথাও সত্যি বটে । তা  
আমি তোমার চরিত্র ভাল জানি তাই তোমাকে  
বিদেশে যেতে দিয়েছিলাম, নৈলে কি যেতে  
পারতে ?

সুধীর । আমিও তোমার চরিত্র ভাল জানি  
তাই তোমাকে এখানে রেখে গিয়ে ছিলাম ।

সুমতি । উত্তরটি দিলে ভাল ।

সুধীর । কেন ভাই, উত্তর কেন ? যথার্থ  
কথাই তো ।

সুমতি । তুমি কি আমার চরিত্র ভাল বলে জানো ?

সুধীর । হাঁ, প্রিয়ে, তুমি যে পতিত্ব তা আমি বিশেষ পরীক্ষা করে দেখিছি ।

সুমতি । তবে আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস আছে ?

সুধীর । হাঁ, সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস আছে । একথা আর বল্চো কেন ?

সুমতি । একটা কথা তবে জিজ্ঞাসা করতে হলো । ভাল, যদি কোন স্ত্রীলোক অতি সুচরিত্র থাকে, কোন দুষ্ক পুরুষেওতো তাকে নষ্ট করতে পারে ?

সুধীর । হাঁ—কার সাধ্য ।

সুমতি । কেন ? যদি রক্ষা করে এমন লোক না থাকে ?

সুধীর । নাই বা থাক্‌লো । স্ত্রীলোককে লোহশৃঙ্খলে বদ্ধ করে রাখ্‌লেও রক্ষা করা যায় না ; আর যে স্ত্রী আপনার সুচরিত্র-শৃঙ্খলে বদ্ধ সেই সুরক্ষিতা । তার ধর্ম কে নষ্ট করে ?

সুমতি । হাঁ, সে কথা সত্য বটে ।

সুধীর । তা আমি তোমার চরিত্রের কথা

নাকি বিশেষ জানি, তাই অনায়াসে তোমাকে রেখে গিছি ; তার নিমিত্তে আমার কোন উদ্বেগই হয় নাই ; উদ্বেগের মধ্যে কেবল এই হতো, প্রথমতঃ তোমার অদর্শন ; আর দ্বিতীয়তঃ মনে ভাব্তেম্ বলি হয়তো সংসারের কোন অপ্রতুলই হয়েছে, প্রিয়ার না জানি কত ক্রেশই হচ্ছে। তা কিছু কি অপ্রতুল হয়েছিল ?

সুমতি । ( পরম সন্তোষে ) নাথ, তোমার যদি আমাপ্রতি এমন মন হয়, তবে আমি ধন্য ; আমি যে এতকাল শিবপূজা করেছিলাম তা আজ সার্থক মান্লেম । এখন ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা যে, জন্ম জন্মান্তরে তুমিই আমার স্বামী হও । ( কিঞ্চিৎ নীরব । )

সুধীর । আমি যা জিজ্ঞাসা কর্লেম কৈ তার যে কিছু বল্চো না ? কিছু অপ্রতুল হয়েছিল যেন বোধ হচ্ছে ।

সুমতি । হাঁ, কিছু হয়েছিল তা যো সো করে সেরেছি ।

সুধীর । কেন, যো সো কেন ? কাক কাছে ধার কতো হয়েছে না কি ?

সুমতি । ( ঈষৎ হাস্যবদনে ) এদেশে ধারে বড় চলে না । সে যা হোক, একটি কথা ভাই তোমাকে বলতে ইচ্ছা করি—বল্‌বো কি ?

সুধীর । কি, বলো না ?

সুমতি । এ অধিনীকে একাকিনী রেখে কি তোমার দূর দেশে যাওয়া উচিত ? প্রাণের ভয় অপেক্ষা জাতির ভয় অধিক, তা তুমি বিবেচনা কর না ? নাথ, আমার ধনে কাষ্‌ নাই, অলঙ্কারে কাষ্‌ নাই, কেবল তুমি কাছে থাকো এই চাই, তাতে যদি ভিক্ষা করো দিনপাত করতে হয় সেও ভাল । ( সজলনয়নে অধো-বদন । )

সুধীর । সসম্মুখে ) ওকি ? ( বস্ত্রদ্বারা মুখ-মার্জ্জন ) কেন, কেন, রোদন কেন, অঁ্যা ?—ইস্ ! তবে তো আমি ভারি কুর্কম্বই করেছি । আর আমি তোমাকে ফেলে কোথাও যাব না । তা বল দেখি রুস্তান্তটাই কি ? ( করাস্কুলি দ্বারা চিবুক উত্তোলন করিয়া ) কি হয়েছিল বল দেখি ?

সুমতি । ( নয়ন মার্জ্জন ও দীর্ঘ নিশ্বাস ) বলি, কিন্তু আগে তুমি বলো আমাকে আর



এখানে রেখে কোথাও যাবে না । ( উভয় করে কর ধারণ । )

সুধীর । না, না, আমি তো স্বীকারই করেছি ভাই । যে কিঞ্চিৎ পৈতৃক সম্পত্তি আছে তাতে অনায়াসে একরূপ দিনপাত হতে পারে ; তবে তোমার নিমিত্তই ধন, তোমার নিমিত্তই উপার্জন, তা তুমি যখন নিষেধ কর্চো তখন আমার দূরদেশে যাওয়ায় প্রয়োজন কি ? আর যদিই যেতে হয়, এবার আর তোমাকে সঙ্গে না করোঁ যাবো না । তা বল দেখি কি হয়েছিল আগে শুনি ? -

সুমতি । নাথ, তুমি জান, এই পোড়া বয়স-দোষে এখন পথের তৃণগাচটাও শত্রু ।

সুধীর । হাঁ, তৃণগাচটাও শত্রু বটে, কিন্তু তেমনি আবার সুচরিত্রা সধ্বী স্ত্রীরা পতি ভিন্ন বিশ্বসংসারকে তৃণগাচটা বোধ করে । তাদের সঙ্গে শত্রুতা করোঁ কে কি করতে পারে ? তা কথাটাই কি বল্চো না কেন ? কোন দুর্ভাগ্য ব্যক্তি দুশ্চরিত্রতা প্রকাশ করেছে নাকি ? ( সুমতিকে অধোমুখ দেখিয়া ) তোমার কথার ভাবে তাই যেন বোধ হচ্ছে । তা বল না কে

কি করেছিলো, আমি এখুনিই তার সমুচিত করবো ।

সুমতি । ( দীর্ঘনিশ্বাস ) হাঁ, এখন যেন তুমি সমুচিত করবে, কিন্তু সে সময়টি কি ভয়ানক হয়েছিল বল দেখি ? কেউ কোথাও নাই—এই শূন্যপুরী—আমি একলা মেয়ে মানুষ—থাকি কেমন করে ভেবে দেখ দেখি ?

সুধীর । হাঁ, একথা বলতে পারো, তা আমি ভোলাদাদাকে তো ভাল করে বল্যে কয়ে দিয়ে গিয়েছিলেম ?

সুমতি । ( স্বগত ) মুখে অঁগুন্ তোমার ভোলাদাদার । সে মহাপাতকীর আবার নাম করচো ? ( অধোবদন । )

সুধীর । কেন কেন ? ব্যাপারটা কি ? তিনি কি তোমার তত্ত্বাবধারণ করেন নাই ? কি আশ্চর্য্য ! আমি ভেবেছিলাম ভোলাদাদা মুঙ্গ-বের কাছারীতে কর্ম করেন, দেশেই থাকবেন ; আর আমারো পরমাত্মীয় ; এই ভেবে আমি তাঁর প্রতি তোমার রক্ষণাবেক্ষণের সকল ভারই দিয়ে গিছিলাম ।

সুমতি । ( অধোবদনে ) ভাই, “ডাইনের

কোলে পো“সমর্পণ । ” যে রক্ষক সেই ভক্ষক ।

সুধীর । ( সবিস্ময়ে ) সে কি কথা ! অঁ্যা, তবে কি ভোলাদাদাই দুশ্চরিত্রতা প্রকাশ করেছেন ? অঁ্যা ! ( স্বগত ) ভোলাদাদা তো লোক ভাল, অতি জ্ঞানী, অতি ধার্মিক, এ কেমন হলো বুঝতে পাচ্ছি না । ( চিন্তা করিয়া ) না,—এমনটা কি হতে পারে ? বলাও যায় না ; লোকে আজকের কালে চেনা ভার ! ( প্রকাশে ) তা স্পষ্ট করেই বল না শুনি কি হয়েছিল ?

সুমতি । নাথ ! কি করো বলবো, বলতে লজ্জা হচ্ছে—

সুধীর । লজ্জা কি ? এমন কথা কি আছে যে স্বামীর নিকটে বলা যায় না ?

সুমতি । তুমি কি আর বুঝতে পারলে না ?

সুধীর । হাঁ, কতক পেরেছি । তা—( ঈষৎ হাস্য করিয়া ) ভোলাদাদা যে তোমার ভাসুর হয় ।

সুমতি । ( ঈষৎ হাসিয়া ) তা আর হন কৈ ? বলেন অমুক আমাচ্যেয়ে বয়সে অনেক বড় ।

সুধীর । আ মলো ! ফেপেছে না কি ? আমি

জ্যোন্তম ভোলাদাদা বড় জ্ঞানী, বড় ধার্মিক, তা এই যে, সকল বিদ্যাই প্রকাশ হচ্ছে । মনুষ্যের চরিত্র বোঝা দুষ্কর । 'তাই, তুমি সঙ্কোচ করো না, তার চরিত্রের কথা সব খুলে বল তো, আমাকে শুন্তে হলো ।

স্মৃতি । তবে বলি, যা যা হয়েছিল সব শোন । তুমি কলিকাতায় গেলে তিনি প্রথম যেন কতো আত্মীয়, আজ মাচ পাঠান্, আজ মিঠাই পাঠান্, আসেন, যান, জিজ্ঞাসাবাদ করেন । মাস খানেকের পর, এক দিন মতের মাকে ডেকে বলেছেন, “ হে স্নেহ্ মতের মা, আমি যে এতটা কচ্ছি, তা বোঁ আমার প্রতি তুষ্ট হয়েছেন তো ? ” । তা মতের মা বললে, “ তুষ্ট হবেন না, এমন কথা ? বোঁমা আমার কাছে আপনার কত সুখ্যেত করেন ; বলেন, এমন ভান্সুর হতে নাই । তা বাবু বাড়ী থেকে গেছেন, আপনি না করলে কে করবে । বাবু সকল ভারই আপনাকে দিয়ে গেছেন । ” মতের মার মুখে এই কথা শুনে মিসেস অমনি বলে বসলো কি, বলে “ হাঁ, বাবু সকল ভারই আমাকে দিয়ে গেছেন ; তা তোমাদের বোঁকে এই কথাটি

বুঝে চলতে বলো ।” মতের মা এসে আমাকে এই সব কথা গুলি বললে, তা ভাই সে কথায় আমি কি বুঝবো ?

সুধীর । তার পর ?

সুমতি । তার পর দুদিন দশদিন যায়, একদিন আমার খরচের অপ্রতুল হয়েছে, তা কি করি, মতের মাকে পাঠিয়ে দিলেম, বলি যা দেখি ও বাড়ীর বড় ভাস্করের কাছে, যদি কিছু ধার দেন, বলিস্ কল্‌কাতা থেকে খরচ পত্র এলে শোধ দোবো । মতের মা গিয়ে চাইলে, তা মিস্টার আক্কেলের কথা শুনেছ, বলে “বোঁ যদি আমার প্রত্নি ‘প্রসন্ন’ থাকেন্ ধার কেন যত টাকা চান অগ্নি দিতে পারি ।” এই কথা বল্যে, আরো বুঝি কিছু পক্ষাপক্ষি বলেও থাকবে ; মতের মা শুনে অমনি ঘেমায় লজ্জায় ছি ছি করে পালিয়ে এলো, এসে আমার কাছে মাগী কেঁদে মরে ; বলে “বোঁ মা, একসক্কো খাবো সেও ভাল, আর তুমি ও মিস্টার কাছে আমাকে পাঠিয়ে না, মিসে যে সব বল্লে গো, শুনে হাত পা পেটের ভিতর শেঁদিয়ে যায় ।” আমি তখন বলি, বটে ! এই বনে এই বাঘ,

তঁার এতো গুণ, ঐ নিমিত্তেই মঞ্চ দেওয়া, মিঠাই দেওয়া, হয়েছিল, তখন আমি এত বুঝতে পারি নি । তা মতের মা, আর কাঁদলে কি হবে ? তুই আর তার কাছে যাস নে ; আমাদের যা অদেখে আছে তাই হবে । যদি বিধাতা কখন দিন দেন তবে এর কথা !

সুধীর । উঃ ! এতদূর পর্য্যন্ত হয়েছিল ?

সুমতি । শোনো না বলি, বিপদের কথা ।  
মিসেস মতের মার কাছে তার কোন উত্তর না পেয়ে বোধ হয় বুঝতে পারলে, যে আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হলো না ; বুঝে-স্বাগ ভরে আর জিজ্ঞাসা নাই, বাদ নাই, মরে' গেলেও উকি মেরে দেখা নাই ; নাই নাই, তার একটা দুঃখ কি ? আমি যো সো করে সংসার চালাচ্ছিলেম ; আজ্ দিন চার পাঁচ হলো—  
এই সোমবার দিন, আমি সোমবার করেছি, মতের মা বাজারে গেছে, দণ্ড দুচ্চার বেলা আছে, আমি রকে বাতাসে সবে চুলের দড়ি ভাঙচি, ভাই, মনে করলে এখনো গাটা সিউরে ওঠে ! মিসেস হঠাৎ বাড়ীর ভিতর এসে বললে,  
, তুমি আমার সঙ্গে কথা কও না অথচ

আমি তোমার দেওর হই ; তা শোনো, তাঁর পত্র এসেছে, তিনি আর দুই তিন বছর আসবেন না ; লক্ষ্যেতে তাঁর কি একটা ভারি কর্ম হয়েছে, তিনি সেখানেই গেছেন । তা আর কেন ক্রেশে কাল যাপন কর, মতের মাকে যা বলেছি তাতেই সম্মত হও ; আমি তোমাকে পরম সুখে রাখবো” বলে, দেখি মিশ্রে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগলো । ( সজল নয়নে ) নাথ, এই তোমার গা ছুঁয়ে বল্চি, দেখে আত্মাপুরুষ অমনি শুকিয়ে গেল । বলি হা ভগবান! আমার অদেখে এই ছিল ! চতুর্দিক শূন্য দেখলাম, কোথা যাবো, কি করবো, কে আমাকে রক্ষা করবে ? বলি হে পৃথিবী ! তুমি বৈ আর আমার কেউ নাই ; তুমিই একটু স্থান দাও, আমি তোমাতেই প্রবেশ করি, এই সকল ভাবতে ভাবতে চক্ষের জলে অমনি বুক ভেসে যেতে লাগলো । নাথ, সেই সময় আমি তোমাকে মনে মনে কতো ডেকেছিলেম ; তা ডাকলে কি হবে, তুমি এমনি নিষ্ঠুর, আমাকে শূন্য পুরীতে ফেলে গেছ, ডাকলে কি আসবে ? সুধীর । ( সকাतरে ) প্রিয়ে, আর ওকথা

ধলো না, বলো না, আমার মনে ষ্য হচ্ছে তার  
আর কি বলবো ।—তার পর তুমি কি করলে ?

সুমতি । আর কি করবো ভাই, ভাব্লেম, বলি  
যদি মিসেস কাছে এসে হাতখান ধরে তা হলেই  
তো জাতকুল সব যাবে ; তা কি করি, কথা তো  
কখন কৈনে, কিন্তু না কৈলেও হলো না । ভাব-  
লেম, বলি এখন তো রক্ষা পাই, পরে অদেখ্যে  
যা আছে তাই হবে । ভেবে বল্লেম, “ আমার  
বড় ব্যামো হয়েছে, সাকক, পরে যা বলবে তাই  
করবো । এই কথায় দেখি না মিসেস ধম্মে ধম্মে  
নিরস্ত হলো, মতের মাও সেই সময় এসে  
পড়লো দেখে অমনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে  
গেল ।

সুধীর । কি আশ্চর্য্য ! ঘাঘের বাসায় ঘাঘ  
নাচতে চায় ?

সুমতি । ভাই, তখন আমি নিশ্বেস ফেলে  
বাঁচি ; শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো,  
সর্কান্ধে পিলপিল করে ঘাম বেরতে লাগলো,  
শিবপূজা করা, হবিষ্য করা মথায় উঠলো,  
অমনি গে বিছানা করে শুলেম । ( সজল  
নয়নে ) নাথ, দেখদেখি আমি এমনি অভাগিনী,



তুমি ফেলে গেছ,—ভাল, তা লোকের মা বাপ থাকে, ভাই ভগিনী থাকে, না হয় তাদের কাছে দুদিন যাই, তা আমার ত্রিসংসারে কোথাও কেউ নাই—কোথায় যাই, কে আমাকে রক্ষা করে, কোথায় দাঁড়াই; শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেম, বলি, আজ যেন রক্ষা পেলেম, এর পর কি হবে। হা পরমেশ্বর! তোমার মনে এই ছিলো? আমার ধর্ম নষ্ট হবে, আমি পর পুরুষকে কখন মনে জ্ঞানেও করি নাই, আমার অদেষ্টি এ কি হলো! এই সব ভাবতে ভাবতে অমনি চক্ষের উপর দে রাত পোয়ে গেল। নাথ, তোমাকে স্মৃতি, বলছি, সেই অবধি আমি আহাৰ নিদ্রে পরিত্যাগ করিছি। এই দেখ আমার কি দশা হয়েছে (গাত্র প্রদর্শন)। আজ ভাবলেম বলি কেন আর ভেবে ভেবে মরি, এর চেয়ে এক বারে যাই সে ভাল। তাই দড়ির যো করে রেখেছি। ঐ দেখ গদির নীচে রয়েছে।

সুধীর। (দেখিয়া) একি! দড়ি কেন? অঁ্যা!

সুমতি। আর কেন! কি বল্বো পোড়া কপাল-  
লের কথা! আজ ভেদে স্থির করে ছিলাম, বলি

কবে আবার মিশে এসে জোর কর্য আমার ধর্মটা নষ্ট করবে, তার চেয়ে আমি প্রাণত্যাগ করলিই তো সকল আপদ চুকে যায় । কিন্তু আবার ভাবলেন, বলি তা হলে তো আর তাঁর সঙ্গে জন্মের মত দেখা হলোনা । তা না হলো নাই হলো কি করবো । যদি আমি পতিব্রতা হুই, তাঁর চরণে যদি মন থাকে, তাহলে জন্মান্তরেও কি দেখা দিবেন না ? এই ভেবে ভাই মরণই স্থির করেছিলেন । তা আমার কপাল-গুণে মধ্যে দেখি ধর্মই তোমাকে এনে মিলিয়ে দিলেন । তা এসেছ ভাল হলো, আমার প্রাণ রক্ষা হলো, জাত রক্ষা হলো, মান রক্ষা হলো, এখন এই ভিক্ষা করি, কৃতাজলি হয়ে দাঁতে কুটো করে বিনয় করি, আমাকে এই শূন্যপূরীতে একা রেখে আর তুমি কোথাও যোগো না ; আমি আর—( সরোদনে চরণ ধারণ ) !

সুধীর । ছি ! ছি ! ছি ! ও কি ও ! আমি তো এসেছি আর ভয় কি ? ( সবিস্ময়ে ) একি ! এমন পতিব্রতা স্ত্রীরও এ রূপ অবস্থা করতে উদ্ভত ! অ্যা ! সে দুর্বৃত্ত দুরাচার বিশ্বাস-ঘাতক, তাকে বধ করলেও পাপ নাই । উঃ !

কি বলবো, ইচ্ছা হচ্ছে এই দণ্ডে গে তার মাথাটা কেটে আনি ।

সুমতি । ( দীর্ঘনিশ্বাস ) কিন্তু ভাই, দেখো যেন এ কথা প্রকাশ না হয় ; প্রকাশ হলে আমি লোকের কাছে আর মুখ দেখাতে পারবো না ।

সুধীর । আমি কি তা বুঝি নে ? আমি স্বা করবো তা বিবেচনা করেই করবো । যে রূপে হোক অবিলম্বে সে নরাধমের সমুচিত করতে হবে ।

সুমতি । কেবল সেই কেন ? আরো বলবো । ভাই, তোমাদের যে দেশ, আমি যে কি করে দিনপাত করছি তা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন ।

সুধীর । আবার কে ?

সুমতি । “ কাদিয়ে বলিতে পোড়ো মুখে আসে হাসি, ” এই তোমার দেশের মুনসোব, ভূঁদো মিনের এই বয়সে আবার আমার উপর চোক পড়েছে । মরণ আর কি ? ইচ্ছা হয় ঘেয়ে নাথিতে মিনের মুখ ভেঙে দি ।

সুধীর । কে ? ঐ বুড়ো বেটা ?

সুমতি । হাঁ হে, বলচি কি : তিনি আবার

প্রতিদিন কাছারি থেকে যাবার সময় ঐ খিড়-  
কির পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, আমি  
যদি ঘাটে টাটে যাই দেখতে পান, তবে কত  
রঙ্গ ভঙ্গ করেন, ঠাউা তামাসা করা হয়, সে  
সকল দেখে শুনে ভাই আমার কেবল হাসি  
পায়। আবার মিসের আশ্পদ্বার কথা শুন্বে ?  
সেদিন মতের মাকে ডেকে নাকি বলেছে—“ওরে,  
তোর মা ঠাকুরগের সঙ্গে আমায় দেখা করিয়া  
দিতে পারিস ? তোকে দশ টাকা দোবো। তা  
মতের মাও তেমনি, খুব দশ কথা শুনিয়া দেচে;  
দেবে না কেন, ভয় কি ? তিনি ফুসোব আছেন  
আপনিই আছেন।

সুধীর। হাঁ ! ও বেটার চরিত্র আমি বিশেষ  
জানি, যার স্ত্রী, কি ভগিনী বড় সুন্দর, সে  
নালিশ করলে অমনি ডিক্রী, আর সাক্ষী সারুদ  
চাই না। তা ঐ দুজনকেই ভাল করে নাকাল  
কতো হয়েছে অথচ যেন চোরার মার কান্না  
হয়। কি করা যায় বল দেখি ? ( চিন্তা ) হাঁ  
সেই ভাল। দেখ, আমি বাড়ীতে এসেছি এখন  
প্রকাশ করো কাষ নাই; আমি এই নিকটে  
কোথাও লুকিয়ে থাকি, তুমি কাল মতের মাকে

দিয়ে সন্ধ্যার সময় ওদের দুজনকেই আসতে বলে পাঠাও, পরে সেই সময় যা করবার আমি করবো।

সুমতি। ওমা! ও কি কথা বল? না ভাই, আমি তা পারবো না, দুটো পুরুষ ঘরের ভিতর আসবে, আর তাদের কাছে আমি একলা থাকবো? ও মা! তা তো আমার কন্ম নয়; বাবা, মনে করলে গা শিউরে উঠে!

সুধীর। তায় হানি কি? আমি তো এই কাছেই থাকবো, আর যা যা করতে হবে তা আমি সব ভাল করে বলে দেবো এখন, তোমার কোন ভয় নাই। আমি যা বলছি তাই কর্তব্য, নতুবা তাদের বিশেষ শাসন কিছুতেই হবে না। তা এখন এসো, আহাঙ্গাদি করা যাগ গে; আজ রাত্রি হয়েছে।

সুমতি। চল, কিন্তু ভাই সত্যি কথা বলতে কি, তোমার কথাটার ভাল মন সচ্যে না।

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

( যবনিকা পতন। )

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

## দ্বিতীয় অঙ্ক ।

০০০০

প্রথম সংযোগস্থল—গৃহান্তর ।

সাংসারিক কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট স্মৃতি ।

স্মৃতি । ( স্বগত ) হুঁ, অদেফের ফের দেখ ।  
কোথায় এত দিনের পর বিদেশ থেকে এলেন,  
ভাল ব্যঞ্জনপাতি রাঁধবো, খায়্যাবো, দায়্যাবো,  
ছুটো সুখ দুঃখের কথা বলবো, আফ্লাদ আমোদ  
করবো ; তা না হয়ে কোথায় গিয়ে চোরের মত  
লুকিয়ে রইলেন । ( দীর্ঘ নিশ্বাস ) বুলে মন্দ নয়,  
এই যে পোড়া মেয়ে জাত, এদের পেটে কথা  
থাকা ভার, উনি ঘরে এসেছেন আর তো ভয়  
নাই, আস্তে আস্তেই অগ্নি সে কথাটা না  
বল্লেই কি নয় ! দেখ দেখি, বল্যে এখন আবার  
ভেবে মচ্চি । আহা ! এত দিন বিদেশে ছিলেন,  
কতো ক্লেশ পেয়েছেন, দুদিন সুস্থির ইউন,  
তার পর বল্লিই তো ভাল হতো । তা আর  
এখন ভাবলেই বা কি হবে ? যা হবার হয়ে  
গেছে । এখন আবার আর একটা ভাব্চি ।

মিঙ্গে ছুট্টে আসবে, পাছে হটাৎ হাতটা ধরে ।  
 হাঁ ! তা কি পারবে ? আমি “ধরবো মাচ্, না  
 ছোঁব পানি !” এমনি ভাবে থাকবো এখন । তা  
 কৈ ? সন্ধ্যাওতো হয়ে এলো ; মতের মা এখনো  
 আস্চেনা কেন ? আ ! মাগী যেন “বাসের মাসী”  
 যেথা যায়, আর আসতে চায় না ! ( দেখিয়া )—  
 এই যে নাম কতো কতোই————

( মতের মার প্রবেশ । )

মতে । বোঁ মা !

সুমতি । মতের মা, তুই অনেককাল বাঁচবি  
 লো ; এই মনে মনে তোর নাম কচ্ছিলেম ।  
 তা যা হউক, এখন কি করো এলি বল দেখি ?

মতে । বোঁ মা, মিঙ্গে ছুট্টোর যে আক্লাদ  
 গো, অমনি “ফুটি ফাটা” ।

সুমতি । শুনে কি বল্লে ?

মতে । বল্বে আর কি ? তাদের ওষ্ঠীর  
 মাথা । বলে “গেরস্হের বোঁ ঋড়ু নাড়ে,†  
 কোত্তা বলে আমার জন্যে ভাত বাড়ে ।”

সুমতি । আগে তোর কার্ সকে দেখা  
 হয়েছিল ?

মতে । বড়কত্তার সঙ্গে । মিসেসে দেখি কাছারি থেকে আসচে, তা আমি সে কথা বললে, অমনি জামার ভিতর থেকে বার করো— ( মুদ্রা প্রদর্শন ) এই দেখ—আমার হাতে দে বললে, “এই পাঁচ টাকা বোঁকে দে বলিস্ যা খরচ পত্র করেন করবেন । আর আমার জন্যে কিছু যেন জলখাবার তৈয়ের থাকে ।”

সুমতি । ছার কপাল টাকার । মরণ আর কি ! আবার জলখাবার জো করতে হবে ।

মতে । ( সহাস্য বদনে ) তার আর জো করা কি ? ঐ হালিশুহরে ঝাঁট গাচ্চা ভাল করে ধুয়ে মুচে রাখবো ?

সুমতি । ধুতে আর হবে না, আজ্ আধো-রায়ি তার অদেফে আছে । তা ঠিক সন্ধ্যার সময় আসবে বল্লো তো ?

মতে । হাঁ, বল্লো আমি এখুনি যেতেম্, তা দূরহোক্, কাশ নাই, আজ্ শোন্বারের বার-বেলাটা, সন্ধ্যা হোক যাবো এখন ।

সুমতি । যখনই আসুন বারবেলার ফল আজ্ তাঁর হাতে হাতেই কলবে । আর ঐ ভুঁদো মিসেসে কি বল্লো ?



মতে । ‘আমি তার পর কছারী ঘরের কাছে  
 গেলেম ; দেখি মিসে আর উঠেই না । মিসের  
 বুঝি আজ্ কি কাঁই পড়েছে । আমি তো  
 অশ্বতলায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েই রৈলেম ; তার  
 পরে দেখি উঠে আমাদের বাড়ীর কাছ দে  
 আস্তে লাগলো । আমি খানিক সঙ্গে সঙ্গে  
 এসে, তুমি যা শিকিয়ে দিছিসে তাই বল্লেম ।  
 বল্যে, এই দেখ বোঁ মা, মিসে বল্লে কি, বলে  
 “সেই সব হলো, তবে তুই মাগি সে দিন আ-  
 মাকে অমন কথা বল্লি কেন ? তাইতেই তো  
 তোর বোনপোর মোকদ্দমাটা গেল । তা যা  
 হবার হয়েছে ; আমি আগে যাই ; তোকে  
 এখন খুব খুসি করে দেব ।” বল্যে মিসে অমনি  
 ছুটো ছুটি বাসায় গেল । তার পর আমি  
 চৌধুরী মশার বাড়ীতে গিয়ে এই গুণ্টো  
 চেয়ে নে এলেম ।

সুমতি । সময়টা ঠিক করে বলেছিস্ তো ?  
 দুজনে যেন আবার একত্রে এসে না পড়ে ।

মতে । হাঁ ! তাকি আমি ভুলি ? তুমি  
 যেমনটি বলে দিয়েছিলে আমি তাই বলেছি ।

( নেপথ্যে ) । বাড়িতে কে আছে গো !

সুমতি । ( সচকিতভাবে ) ঐ বুঝি কে আস্চে ! কে, জিজ্ঞাসা কর না ?

মতে । ( উচ্চৈঃস্বরে ) কেঁ গা ?

( পুনর্নৈপথ্যে ) ওগো, এই বাইরে একবার এসো তো ।

মতে । আসি, দাঁড়াও । ( বহির্গমন । )

সুমতি । ( স্বগত ) যত সন্ধ্যা হয়ে আস্চে ততই কেমন অন্তঃকরণে যেন ভয় হচ্ছে ; কিন্তু এ তো ভয়ের কর্ম নয়, ভাল করো আজ বুক বাঁধতে হবে । যখন এতে নেবেছি তখন ভাল করেই শিক্ষে দিতে হবে, নৈলে তিন্মিই বা আমাকে বলবেন কি ? এতো শিখিয়ে বুঝিয়ে রেখেছেন । তা—ততক্ষণ এই বিছানাটা এখানে পেতে রাখি, ভোলা ভাসুর আগে আস্ছেন তাঁকে এতেই বসতে দিতে হবে । ( ঈষৎ হাস্য ) ।

( সন্দেশ ও বস্ত্র হস্তে মতের মার প্রবেশ । )

মতে । ( সহাস্যমুখে ) বোঁ মা, এই তোমার নতুন কুটুমের বাড়ির তত্ত্ব এলো ।

সুমতি । মর মাগি ? নতুন কুটুম আবার কে লো ?

মতে । (অনুচ্চস্বরে) এই আমাদের মুন্সোব  
মোশাই তত্ত্ব পাঠিয়েছেন । (উচ্চহাস্য ।)

সুমতি । মরণ নাই ? যমের অকচি না কি ?  
তাই তো, যেন সাত পুরুষের কুটুম এলেন ।

মতে । তা কি করবো বলো ? ফিরিয়ে  
দেবো ?

সুমতি । হাঁ, ফিরিয়ে থাকে এখন ! ঐ এক  
পাশে রেখে দে ।

মতে । সেই ভাল, বাবু এসে এখন দেখবেন ।

(তথায় রক্ষণ) তুমি ও কি কচ্চো ?

সুমতি । আমি এই পান কচা জো কচ্চি,  
তুই ততক্ষণ একটু ভাল করো তেলকালি তৈর  
কর দেখি ।

মতে । তেলকালি কেন বোঁ মা ?

সুমতি । কর না, দরকারে নাগুবে এখন ।

মতে । হাঁ হাঁ বটে, আচ্ছা, তবে করি ।

(উত্তর কর্মে উত্তরে নিযুক্ত ।)

(ভোলাদাদার প্রবেশ ।)

ভোলা । (স্বগত) অ্যা, যেটা যেন পুলিশ,  
কোথা যাচ্চ্য, কি কচ্চ্য, সকল কথাই ওকে

বলে আসতে হবে,—আর একটি কাঁথ যেদিন পড়ে সেদিন আর রাস্তায় লোক ছাড়া নাই । দুর্ভাগ্যক্রমে আজ্ আবার জোৎস্না রাত্রিতে হয়ে পড়েছে ! ( প্রকাশে ) কৈ কে কোথা গো—বলি মানুষটো এলো একবার চেয়ে দেখ ।

সুমতি । ওলো মতের মা, দেখ্‌চিস্ কি ? একটু আদর অপেক্ষা কর্ লো ; বস্‌তে বল । আমার আজ্ অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ।

ভোলা । ( সহাস্য মুখে শয্যোপরি বসিয়া ) বোঁ, তোমার কপাল সুপ্রসন্ন অনেক দিন অবস্থিই আছে । আমি তো চেক্টার কুসুর করি নাই ; তা ভাই এত দিন মত করলে কৈ ? আজ্ কত দিনের পর তোমার দয়া হলো, এতে বরং আমারি অদৃষ্ট আজ্ সুপ্রসন্ন বলতে হবে ।

মতে । বিবেচনা করতে গেলে আমারই আজ্ জোর কপাল । আহা ! আমি কেমন রং ফল্‌ইচি ! ( দন্তে জিহ্বাকর্ত্বন । )

ভোলা । ও মতের মা, তুই একটু তমাক সাজতে পারিষ্ ?

মতে । হাঁ, এই যে সাজি । তা দেখ, বাবু

বাড়িতে নাই; হুঁকোটা তোলা রয়েছে ।  
কল্কের করো সেজে দোব খাবে ?

ভোলা । মর মাগি, কল্কের কি তমাক খেয়ে  
থাকে ?

মতে । কেন খাবে না ? ঐ যে আমাদের  
প্রজারা এলে আমি কল্কের তমাক সেজে দি ।

সুমতি । ( হাস্যবদনে ) তা উনি কি আর  
প্রজা ।

ভোলা । ( হাস্যবদনে ) হাঁ, আজ অবধি এক  
প্রকার তোমার প্রজাই হলেম বৈ কি । তা এই  
দেখ বোঁ, তুমি আজ অবধি এই তোমার নতুন  
প্রজার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো । দেখ ভাই,  
আজ আমার কি আঙ্লাদের দিন ! আমার  
হৃদয়ের চির-রোপিত আশালতা আজ ফলিত  
হবে, বহুকালের যে মনোবাঞ্ছা তা পূর্ণ হবে,  
একি সামান্য আঙ্লাদের কথা !

মতে । ( অনুরোক্ষে ) মনোবাঞ্ছা আজ  
অনেকেরই পূর্ণ হয় এই ।

ভোলা । মতের মা, কিছু জল খাবার আনা  
হয়েছিল রে ?

মতে । কৈ হয়েছে ? 'তাজাতাড়ি' এলেম,

সন্ধ্যা হয়ে পড়লো । তা ঘরে বেশ গরম গরম মুড়ি ভাজা আছে, চারটি খাবে ?

সুমতি । ( জনান্তিকে ) দূর মাগি, উনি শুধু মুড়ি খাবেন কেন, ওঁর অদেখে যে আজ্ নারিকেল মুড়ি আছে । ( মতের মার ঝেং হাঙ্গ ) ।

ভোলা । বোঁ, তুমি মতের মার সাক্ষাতে যা বল্চো তা আমি বুঝতে পেরেছি । তুমি কিছু টাকা চেয়েছিলে আমি সে দিন দিতে পারিনি, তা ভাই কিছু মনে করো না ; কিছু হাতে ছিল না, আর থাক্বে কি ? মুসোব বেটা বড় ছফু, অন্য কাকেও তো বেটা ছপয়সা নিতে দেয় না ; বেটার আপনারই পেট সর্ব্বস্ব । তা যা করো পারি তুমি এখন যা চাবে আমি তাই দেবো । পূর্ব্ব অপরাধটা আমার মার্জ্জনা কর । এস, একবার কাছে এসে বসো ; ওখানে থাকলে আমোদ হয় না ।

সুমতি । এই যে, পান কটা তৈএর করা হোক ।

ভোলা । দেখ, তুমি মতের মাকে একবার বার্টে দেখতে বল । আমার কিছু আশঙ্কা হয়েছে ।

সুমতি । (স্বগত) ইহকাল পরকাল কিছুরি  
ভয় তোমার নাই । (প্রকাশে) আশঙ্কা  
আবার কিসের ?

ভোলা । না, এমন কিছু না । যখন এই  
বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করি, মুন্সোব মোশার  
চাকর আমাকে পোচু ডাকলে ; আমি বেটাকে  
খুব ধমকে এসেছি । বড় রাগটা হলো, খুব  
গলাগালিও দিয়ে এসেছি ; তা বেটা যদি পাঁচ  
খানি করে তাকে লাগায় তাই ভাবছি ।

( নেপথ্যে পদশব্দ । )

( সভয়ে ) বলোনা গো—ও মতের মা, তুই  
দেখনা একবার রে ।

মতে । দেখি । ( দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াই প্রতি-  
নিবৃত্তা ) ওগো বোঁমা, মুন্সোব মোশাই  
আস্চে !

সুমতি । ( স্ববিস্ময়প্রায় ) সে কি !

ভোলা । ( অত্যন্তভয়ে ) কি সর্বনাশ !  
মুন্সোব মোশাই আস্চেন ? ( ইতস্ততো দৃষ্টি-  
ক্ষেপ ) অঁ্যা ! আমি যা ভেবেছি তাই হয়েছে !  
আমি এখানে এ গৃহস্থের বাড়িতে রাত্রিকালে

এসেছি তিনি দেখলে তো রক্ষা নাই । কোথা লুকুই । ( উঠিয়া ) বোঁ, কি হবে গা ?

সুমতি । ( কল্পিতভয়ে ) তাই তো গা, আর তো ঘর দ্বার নাই, কোথায় লুকুতে বল্‌বো ?

ভোলা । ( কাতরভাবে ) বোঁ, তুমি বা হয় কর, বু—বুঝ্‌লে, আঁ—আঁ—আঁ—আমি আর কি বল্‌বো ? আঁ—কি—কি হবে গা !

সুমতি । তা এক কর্ম আছে, তুমি ঐ বিছানার ধারে উপুড় হয়ে থাকো, আমি তোমার উপর ঐ গদিটে চাপা দিয়ে রাখি ।

ভোলা । আঁ !—গদির নিচে ?

সুমতি । তা হলে একটা ঘেন ঘড়্যকের মত একধারে থাক্‌বে এখন ।

ভোলা । ( সকাতরে ) এই দেখ, আমার হাঁপানির কাসি আছে ; বড় কাহিল শরীর ।

সুমতি । তা কি কর্‌বো বলো, আর তো উপায় নাই ।

ভোলা । তবে কাষেই তাই হলো । ( গৃহের একধারে উপুড় হয়ে, অবস্থিতি ) ভাব্‌চি যদি কেন্দ্রে উঠি । ( স্বগত ) এ বোঁ ছুঁড়ির চরিত্র কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি নে ।



সুমতি । উনি বোধ করি এখনি চলে যাবেন ;  
তা একটু মর্যো ফুটে থাক, আর কি করবে ?  
( গদি তদুপরি চাপা দিল । )

( মুন্সোবের প্রবেশ । )

মুন্সো । ( সহাস্যবদনে ) কৈ হে, ঘরের গিন্নি  
কোথা ? এই এক জন তোমার সকের চাকর  
এলো, এক বার চেয়ে দেখ । হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ।

মতে । সকের চাকর ! ওমা ! শুনেছি  
সহরে নাকি সকের জলপান বিক্রী হয়, তাতে  
সাড়ে আঠার খান মশলা থাকে, তা সকের  
চাকরে আবার কখান মশলা থাকে না জানি ।

মুন্সো । হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ বলেছে ভাল মাগি !  
দূর মাগি ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ । কি জানিশ্  
মতের মা, এ শলা মশলার কর্ম নয়, এ রেক্তার  
গাঁথনি ।—কেমন, কেমন, কেমন, এখন উত্তর  
পেলি তো ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ । মতের মা  
কি আমার সঙ্গে পারে । একি সাতগৈয়ের  
কাছে মাম্দো বাজী—তাই বলি, আমি এই  
বয়েসে কত কাপ্তান ভাসালেম । এই দু-শ  
টাকা করে মাইনে পাই, কেবল এই কর্মেতেই

আমার সব যায় । কি তা জান্লে “ প্রাণ্টা  
সকের বটে ”—হি-হি-হি ।

সুমতি । মতের মা, একি ভাগ্য যে আমার  
বাড়ি আজ্ মুসোব মোশার পাদধুলো  
পড়লো ।

মুসো । ( সপরিতোষে ) আহা ! কি মিষ্ট-  
বাক্য, যেন নতুন গুড়ের মণ্ডা, শুনে আমার  
লোলা—ময়, কাণটা জুড়ুলো । হেদেখ সুন্দরি,  
এই যেমন দময়ন্তীর রূপ দেখে রাবণরাজা উন্মত  
হয়ে—

সুমতি । রাবণরাজা না নলরাজা ।

মুসো । তবেই হলো ; অভেদঃ শিবরামেনঃ ।  
( করপ্রণাম ) ঐ একে তিন তিনে এক । ও সব  
নাকি দেবতাদের কথা তাই বল্চি । তা একটু  
বসি আগে, তার পর কত রসিকতার কথা  
বল্বেও শুনো এখন । এখনি হয়েছেকি ? হাঃ হাঃ  
হাঃ !

সুমতি । মতের মা, মুসোব মোশাই মান্য  
মানুষ, দাঁড়িয়ে থাকা কি ভাল দেখায় ; বসতে  
যায়গা দে না ।

মতে । ওকে কোথায় বসাবে তাই ভাবচি ;

উনি কোঁচ'কেদারায় বসে থাকেন, আমাদের ঘরে ত আর তা নাই ।

স্মৃতি । তা আমরা কোথা পাবো ? তবে কিনা মান্য নোককে একটু উচু আসন দিতে হয় বটে, তা ঐ যে ঘড়াকের উপর ঐ গদিটে আছে উতিই বসতে বল ।

মুন্সো । (সন্তোষে) হাঁ, এই যে আমি বস্টি (তরুপরি উপবেশন এবং “ওঁক্” এইরূপ শব্দ শ্রবণ করিয়া সন্তোষে) ও কি !

স্মৃতি । না, ও কিছু নয়, ঘড়াকেরটা না কি পুরণো—

মতে । (ঈর্ষংহাস্য মুখে) আর শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আপনার শরীরটাও তো কিছু—

মুন্সো । তবে ভাল হয়ে বস্টি ছুটো রসের কথা বলি—তা সুন্দরি, তুমিও এসো না কেন ? দুজনে একত্রে বসা যাক্, নৈলে আমোদ জমে না ।

স্মৃতি । না, আপনি ততক্ষণ বসুন, শ্রম করে এসেছেন, আর আপনার সঙ্গে কি আমি একত্রে বসবার যোগ্য ? আমি এই আপনার চরণের কাছে বস্টি ।

মুন্সো। (বসিয়া স্বগত) আহা! মেয়ে মানুষটো কি সায়েস্তা দেখছো। (প্রকাশে) হাঁ, আজকের পরিশ্রমের কথাটা বলছিলে?— আরে ও কথা আর জিজ্ঞাসা কেন কর, আজকের পরিশ্রমের কথা আর বলো না। এই তি-ন-টে মোকদ্দমা করতে হলো; দুটো ডিক্রি একটা ডিসমিশ। আঃ! সুন্দরি, যদি একবার কাছারী ঘরটা দেখতে—অমনি প্রতাপে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে! কত উকিল; কত মোক্তার; আর ধর্ম ছাড়া কথা নাই। কিন্তু তাও বলি, তোমাকে যে দিন মনে হয়, সে দিন মকদ্দমা ফকদ্দমা কিছুই ভালো লাগে না। কাছারীতে গিয়ে মেজের উপর পা দুটো তুলে দিয়ে কেদেরায় শুয়ে পড়ে চোক বুজিয়ে তোমার এই মোহিনী-মূর্তি ধ্যান করতে করতে এমন নিদ্রাটুকু খানি আসে তা আর কি বলবো। আমলারা নথি পড়ে, আমি পড়ে পড়ে তোমার নতই ভাবি। হাঃ হাঃ হাঃ! বুঝলে তো কথাটার ভাব? কেমন হলো। তা সুন্দরি, তুমি আমাকে, প্রেম-পাশে বদ্ধ কর। (কৃতাজলি)।

সুমতি ( স্বগত ) যাতে বদ্ধ করতে হয় তা করি এই, এখন তিনি এলে হয় । ( প্রকাশে )  
এত কষ্টেন কেন ? আপনাকে আর অধিক বলতে হবে না । যখন আপনার পায়ের ধুলো পড়েছে, তখন—

মুন্সো । এখন এ গোলামের পাঙ্খুলো রোজ রোজ পড়বে তার ভাবনা কি ? দেখ তোমার প্রতি আমার যে কি পয্যস্ত অনুরাগ তা আর কি বলবো । সেই বিষয়ে আমি একটি গান পয্যস্ত তৈএর করেছি । বরং একবার গাই শোন ।

সুমতি । ক্ষতি কি, হোক না । ( স্বগত )  
যাতে করোঁ হোক সময় তো কাটাতে হবে ।

মুন্সো । মতের মা, এক জোড়া তবলা আস্তে পারিস্ ।

মতে । আপনি বলেন কি ? একি খান্কা নটীর বাড়ী যে তবলায় ঘা দেবেন ?

মুন্সো । ( অপ্রস্তুত ভাবে ) না না, কায় নাই, তবে আমি অমনিই গাই শোনো ।

সুমতি । হাঁ শুন্চি, আপনি গাউন না ।

মুন্সো । ভাল তবে গাই । একবার অনু-  
প্রয়াসটা বিবেচনা করো দেখো ।

সুমতি । অনুপ্রয়াস আবার কি ?

মুন্সো । এই একজাতি কতগুলি শব্দ একত্রে  
থাকলে তাকেই বলে অনুপ্রয়াস ; যেমন “ কোথা  
কাঁথা মাতা ব্যথা ”—বুঝলে তো ? আর এতেই  
কবিদের গুণপনা, তা এই গান শুন্লেই বুঝতে  
পারবে এখন । কিন্তু সুন্দরি, একটু মনোযোগ  
করে শুন্তে হবে ।—( গদির উপর দুই হস্ত দ্বারা  
হাল রাধিয়া সংগীত আরম্ভ ) ।

সংগীত ।

রাগ যথাইচ্ছা ।

তাল “ তথৈবচ । ”

সুন্দরি মরি তোরি তরে ভাবি নাতি ফুলেছে ।

[ অর্থাৎ পেট । ]

মতে । ( সহাস্র বদনে ) তা তো দেখতেই  
কি ।

বসাসিদ্ধু দিলে বিন্দু প্রাণ্টা বাঁচে ॥

[ বৈদ্যকের কথা । ]

ঘাড় নয়নে চাউনি তোরি,  
করে তারি ডিক্রী জারি,

[ আইনঘটিত কথা ] ।

নাচারি আমি বেচারী,  
আছি তোমার পায়ের কাছে ।

আমি ঐ ত্রিচরণের ছুঁচো (প্রণিপাত) ।  
এখন কেমন গান গাইলেম বলে ।

সুমতি । ( সহস্রাবদনে ) বেশ গেয়েছেন,  
বেশ বেশ ! আর হনু-প্রকাশের কথা বা বল-  
ছিলেন তা যুথার্থই বটে ।

মুন্সো । হা ! হা ! হা ! হনু প্রকাশ না, ওকে  
অনুপ্রয়াস বলে ।

সুমতি । ঐ তাই হলো । ( মতের মার  
প্রতি প্রকাশে ) মুন্সোব মোশার দিব্যি গলাটি,  
বাঁশি বল্লিই হয় ।

মুন্সো । ( পরমাক্সাদে ) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ  
সুন্দরি, ঐ কথা সকলেই বলে । তবু দেখ,  
আজ্জ কিছু গলাটা ধরেগেছে ।

সুমতি । তা মতের মা, সকলে গান শুন্লে

চলে না, তুই এক একবার বার্টে দৌখিস্, কেউ  
যেন না এসে পড়ে ।

মতে । হাঁ, তাও বটে । (বহির্গমন) ।

মুন্সো । হাঁ, উচিত বটে ; আর ওই বা  
এখানে থেকে কি করবে ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !  
সুন্দরি, তোমার কি বুদ্ধি ! তা হবেই তো,  
শাস্ত্রে বলে “স্ত্রী বুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী” — স্ত্রীর  
বুদ্ধিও একটা প্রলয় কাণ্ড ! — সুন্দরি, তবে আর  
কেন, একবার উঠে এসে আমার কাছে বসো,  
একটা রামপ্রসাদী পদ তোমাকে শোনাই ।

সুমতি । আপনি গান করুন না, আমি  
শুনি ।

মুন্সো । ভাল, (সুর ভাঁজিয়া) তানা নানা  
দেরে তানা না !

“এবার বাজি তোর হলো” ! —

(মতের মার প্রবেশ ।)

মতে । (কল্পিত ভয়ে) ওগো বোঁ মা, শাদা  
কাপোড় চোপড় পরা, ছাতি হাতে, কে যেন  
আস্চে । ঠিক যেন আমাদের বাবুর মতন ।



সুমতি । ( কল্পিত ভয়ে ) সে কি ? জাঁ !  
বলিস্ কি ? কি সৰ্ব্বনাশ !

মতে । আর একবার ভাল করো দেখি রসো ।  
( দ্বার হইতে দর্শন ) ।

মুন্সো । ( সভয়ে ) এটা কেমন হলো ? সুখীর  
বারু কি বাড়িতে এসেছেন ?

সুমতি । কৈ, না ।

মুন্সো । তবে আজ্ হঠাৎ এসে পড়লেন  
না কি ?

সুমতি । হাঁ, তাই তো দেখ্চি । কৈ, কোন  
খপর তো ছিল না ।

মুন্সো । তবে, এখন উপায় ? এমন জান্লে  
কোন্ শালা এখানে আসতো । যা হউক, এখন  
কোথাদে পালাই বলা দেখি ?

সুমতি । তাইতো ভাব্চি, এ কি বিষম  
সমিস্রা, কি করবো, একটি বৈ দ্বোর নয়, আর  
এমন অন্য ঘরও নাই যে নুকিয়ে থাকবে । কি  
করবো, ভারি বিপদে পড়লাম যে ।

মতে । ( ত্রস্তভাবে ) ও বোঁ মা, সত্যি  
বারুই এলেন বটে ।

মুন্সো । ( অত্যন্ত ভয়ে উঠিয়া ইতস্ততঃ পথ

অন্বেষণ করত কাতর ভাবে) বোঁ মা, কি হবে এখন? কোথায় যাব? আমি তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে রক্ষা করো! আমি কি কুগ্রহে পা বাড়িয়েছি? কি হবে গা? জাত, প্রাণ, মান সম্ভ্রম একেবারে সব গেল!

সুমতি । (সসজ্জমে) মতের মা, মতের মা, তুই এক কর্ম কর। উনি ঐ গুণটোর ভিতরে ঢুকুন আর তুই ওর মুখটো শীত্রে বেঁধে ফেল। যদি জিজ্ঞাসা করেন, তো বলবো এখন ওটা চেলের বস্তা।

মুন্সো । (সকাতরে) ও বারু! গুণের ভিতর কেমন করো যাবো?

সুমতি । তা আর ভাবলে কি হবে? আর তো উপায় নাই। হুঁ! শিত্রি শিত্রি, আর বিলম্ব করবেন না।

মুন্সো । তবে তাই যাই। (গুণের মধ্যে উপবেশন, মতের মা তার মুখ বাঁধিল।) উহুহুহু! ও মতের মা, গলাটায় বড় লাগে যে।

মতে । মর্মিন্বে, চূপ করনা; একটু লাগ-লোইবা, এর পর না হয় খানিক চূণ হোলুদ

গরম করে'দিবি ; এখন ত বাঁচ। ও বো মা,  
শুণের ভিতর সকল টা ধরলো না যে ?

মুন্সো। তাইতো, এ কি হলো গা ?

সুমতি। ( দেখিয়া ) ঐ যে বেশ হয়েছে।  
মতের মা, ঐ মাছের চুপ্‌ড়িতে মুখটোয় চাপা  
দে। ( মতের মা তাহাই করিল )।

মুন্সো। উঃ বড় গন্ধ।

সুমতি। তা কি করবেন, একটু থাকুন ;  
আরতো উপায় নাই। তিনি এসে শুলেই খপ্প  
করে বার করে দিব এখন।

( সুধীরের প্রবেশ। )

সুধীর। মতের মা, বাড়ির সব ভাল তো ?  
মতে। আজ্ঞে হাঁ, আপনি ত ছিলেন ভাল ?  
( আসন প্রদান ও সুধীরের উপবেশন )।

সুমতি। ( নিকটে গিয়া সহাস্র বদনে ) এই  
যে অনেক দিনের পর বাড়ী মনে পড়েছে।

সুধীর। ( সহাস্র বদনে ) হাঁ এই এলেম ;  
ভেবেছিলেম এত শীঘ্র আস্তে পারবো না,  
তা অনেক কষ্টে এক রকম করো তো ছুটি  
পেয়েছি।—আমার কি ভাই বাড়ী আস্তে

অসাধ ? তবে কি না পরের চাকরী করি বুঝ-  
তেই তো পার ।

সুমতি । মতের মা, খাওয়া দাওয়ার এখন  
কি হবে ?

মতে । কেন ? মাগুর মাছ জায়ানো আছে,  
তারি ঝোল করগে আর কি ?

সুধীর । হাঁ সে হবে এখন, একটু আমি ঠাণ্ডা  
হই । (সুমতি তালবৃন্ত আনিয়া বাজনান্দ্র  
করাতে) আঃ ! শরীরটে জুড়ুল । কেমন, ছিলে  
ভাল তো ? (গদির ভিতর হইতে কাসির শব্দ  
শুনিয়া সশক্তিত প্রায় ) কিও ?

সুমতি । না, ও কিছু নয় বেরালুটা বুঝি ।

সুধীর । বেরালে অমন শব্দ করলে ? (পুন-  
র্বার কাসির শব্দ ) না ওকি ? বেরাল কেন  
হবে ?

মতে । কে জানে, তবে বুঝি চোর টোর  
এসে থাকবে ।

সুমতি । হাঁ, তাও হতে পারে, মেয়ে মানুষের  
পুরী ।

সুধীর । (যক্ষিগ্রহণ পূর্বক উঠিয়া ) বাহোক  
দেখতে হলো । (ইতস্ততঃ দর্শন ) এ কি ?

খাটের নীচে ঢাকাই শাড়ী, এক হাঁড়ি সন্দেশ,  
এ কে আনল্যে? (পরস্পর মুখাবলোকন) ।  
কিছু বল্‌চো না যে? বস্তাস্ত টা কি? ।

সুমতি । (সহাস্রবদনে) তবে বুঝি চোর  
টোরে এনে থাকবে ।

সুধীর । চোরে কাপড় আনে, সন্দেশ আনে,  
সে আবার কেমন চোর? তোমার পোষা চোর  
আছে না কি? (পুনর্বার কাসির ধ্বনি শুনিয়া  
সত্বর উঠিয়া) এই গদির ভিতর আছে ।  
(পশ্চাৎভাগে সবলে যষ্টি চালন এবং তন্মধ্য  
হইতে “উছ হু, হু” শব্দ) এই এরি ভিতরে  
আছে । যত্নের মা, গদিটে তোল তো! (যত্নের  
মা গদি তুলিলে তন্মধ্য হইতে উঠিয়া ভোলা-  
দাদার পলায়ন চেষ্টা এবং যুগ্মোবের বস্তা  
বাঁধিয়া পতন) ।

সুধীর । চোর, চোর, ধর, ধর, (সত্বর গিয়া ধারণ  
ও ভোলাদাদার পলায়ন চেষ্টা) । (সক্ৰোধে)  
পালাবি কোথায়? আজ যমের হাতে পড়েছিস্ ।  
যত্নের মা, প্রদীপটে আছে আন্ তো । (প্রদীপ  
আনয়ন) একি, ভোলাদাদা না কি? কি হে, এত  
ব্যস্তই কেন? আরে ছি! ও কি হে, যাবে

কোথা ? যেয়ো এখন ; এসেছ তামাক খাও ।  
মতের মা, তমাক দেরে । আঃ, ছি দাদা, স্থিরই  
হও না ।

মতে । আমি তামাক দিতে চেয়েছিলেম,  
তা উনি কল্কের খাবেন না—

সুধীর । কেন কল্কটা পুড়িয়ে দিতে পারি-  
শ্নি ? আঃ, যেয়ো এখন হে , এসেছ, একটু  
জল টল খাও, বসো ।

সুমতি । মতের মা তাও বলেছিলো, বলে  
“ চারটি গরম মুড়ি খাবে ”; তা উনি শুধু মুড়ি  
খান না ।

সুধীর । শুধু মুড়ি কেন, নার্কেল, মুড়ি ঘরে  
ছিল না, তাই মুড়োমুড়ি দিতে পার নাই ?  
ভোলা দাদা, তবে এত রাত্রে এখানে কি মনে  
করে বল ত ভাই ? তুমি রেতের বেলা এসেছিলে  
কেন ? গদির ভিতরেই বা লুকিয়ে ছিলে কি  
নিমিত্তে ?

ভোলা । না—না—আমি—তা আমারদের  
হয়েছে, তুমি আমাকে ছেড়ে দেও ভাই ।

সুধীর । এই যে দিচ্ছি । যাবেই এখন ;  
আগে বল না শুন, কাণ্ডটা কি ?

ভোলা । " আমি—তাইতো—কেন যে এলেম  
আমি ভুলে গিছি ।

সুধীর । এই দেখ সুমতি, ভোলাদাদা পথ  
ভুলে এখানে এসে পড়েছেন । ( ভোলার  
প্রতি ) তা ভাই যে কর্মে পদার্পণ করেছ, সবই  
ভুল হবে এখন ।

সুমতি । এ ঠুঁর ভুল নয়, এ যমেরই ভুল ।

সুধীর । তাইতো । হাঁ হে দাদা, তোমার  
ভাঙ্গবোঁ যা বল্চে তাই সত্যি না কি । ছি দাদা,  
তুমি এমন ধার্মিক, এমন জ্ঞানী ; আমি জ্ঞান্বেম  
তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি ।

সুমতি । তুমি বৃহস্পতি বৈ আর কি ? বৃহ-  
স্পতির মতো কর্মও তো করেছেন ।

সুধীর । বৃহস্পতির মতো কি কর্ম করলেন ?

সুমতি । কেন, সেই কুলসর্বস্ব নাটকে মাধ-  
বীর কথাটা ভুলে গেছ না কি ?

‘ সর্বদেব পুরোহিত, হিতাহিত সুবিদিত,  
বৃহস্পতি সদা ধর্ম্যে রত ।

ভয়ের রমণী পেয়ে, ধর্ম্যে জলাঞ্জলি দিয়ে,  
তার ধর্ম্য নাশিতে উদ্যত । ”

সুধীর । হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, তাই বটে । ঠিক কথা বলেছ । ( ভোলাদাদার অধোবদন ) ।

সুমতি । যে পথে উনি প্রবৃত্ত হয়েছেন “ বাঘের গো বধ ” ওঁর আর কি জ্ঞান আছে ?

সুধীর । সে কথা সত্য, তা ভোলাদাদা, বিবেচনা করে দেখে দেখি, তুমি কি কুকর্মই করুলে ভাই । একে পতিত্বতা, তার ভ্রাতৃবধূ, তাতে আবার আমি বিশ্বাস করে ওঁর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমার প্রতিই দিয়ে গিছি ; তা এপথে পদার্পণ করো সতী-দুষণ, ভ্রাতৃবধূ-হরণ, আর বিশ্বাস-ঘাতন, এই তিনটি মহাপাপে ভাই তুমি লিপ্ত হলে । আমাকে তো একথা সকলের কাছে কাল বলতে হবে । কারণ, এমন ভণ্ড বিটলকে সকলের জেনে থাকা উচিত । ভাল ভাই, আমার হাত থেকে যেন পালাচ্ছিলে, কিন্তু ধর্মের হাত থেকে কি করো রক্ষা পাবে ? আর পালাতেই বা পারবে কেন ?

মতে । হাঁ, ওঁর নিতান্ত এই বলতে হবে, নৈলে এমন কুকর্মে মতি হবে কেন ? তার সাক্ষী আরো দেখছি, যদি বা বেচারী পালাচ্ছিল তাও আবার বস্তা বেঁধে—( উচ্চহাস্য ) ।



যেমন কর্ম তেমনি কল ।

সুধীর । ‘( বস্তার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ) হাঁ, এটা আবার কি ? ( পদাঘাতের দ্বারা পরীক্ষা ) ।

মতে । ও একটা ‘চেলের বস্তা ।

সুধীর । চেলের বস্তা ? চেলের বস্তার কি মাথা থাকে ? এই যে ফেল্ ফেল্ করো চাচো । প্রদীপটে এ দিগে নিয়ায় তো । ( প্রদীপদ্বারা দেখিয়া সবিস্ময় প্রায় ) একি ! মুন্সোব মোশায় নাকি ? আঁ, আপনি আবার কোথা থেকে ?

মতে । তবে বুঝি কাছারীর ফের্তা । ঐ যে কাছারীর পোশাক পরা আছে ।

সুধীর । তাইতো, এই যে জামাজোড়া আঁটা একেবারে । ( মাছের চুপড়িতে হস্তে করিয়া ) মুন্সোব মোশাই, এটা কি কুটির পাগুড়ি না কি ? ছি মুন্সোব মোশাই, আপনি হাকিম, আপনার কি একর্ম উচিত ? আপনি দেশহিতৈষী, মান্য, এমন বিদ্বান্, এমন গুণবান—

সুমতি । ( সহাস্রবদনে ) ঠিক বলেছো । তা মুন্সোব মোশাই যেমন গুণবান আমিও তেমনি গুণে ওঁকে বদ্ধ করে রেখেছি ।

সুধীর । ( সহাস্রবদনে ) তাইতো, আহা হা ! হাত পা বাঁধা, যেন কুপো গড়াচ্ছে । ‘ মুন্সোব

মোশাই মান্য মানুষ ; আর কেন গোহত্যা কর ? আহাহাহা ! দেও দেও, খুলে দেও, শীত্রে শীত্রে খুলে দেও ; 'গ্রীষ্মে' খুন হলেন ; ভারী মানুষ কি না, বড় ক্রেশ হয়েছে ! খুলে দে রে মতের মা, খুলে দে । ( মতের মা গুণ হইতে খুলিলে সুধীর অন্য হস্তে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া ) মুসোব মহাশয়, আমুন, আপনাদের দুজনকেই একবার ঐ বাড়ীতে নিয়ে যাই ( আকর্ষণ ) । আঃ ! আমুন না, তার লজ্জা কি ? এমন কি আর হয় না ? হাকিম হলেনই বা । কি বল, দাদা কি বল ? •

মুসো । ( কৃতাজ্জলিপুটে ) সুধীর বাবু ! হেদেখ, আমি অত্যন্ত ঝক্‌মারি করেছি ! এখন ছেড়ে দেও, তোমার পায়ে পড়ি ; আর এমন কর্ম করবো না ।

সুধীর । ছি ! ছি ! সে কি ? ছেড়ে দেবো না কেন ? তা একটু থাকুন না, বিশ্বেশ্বর বাবু বাড়ীতে এসেছেন, উনি আপনার উপরকার হাকিম, সদরআলা বুঝি ? তা না যান একবার তাঁকে এখানে ডেকে আনি, সাক্ষাৎ করে অমনি যাবেন এখন ; তার আর ভাবনা কি ?

মুন্সো । ' ( পতিত হইয়া হস্তে সুধীরের চরণ ধারণোদ্যোগ ) সুধীরবাবু, ক্ষমা কর, অমন কর্ম করো না । যে কুকর্ম করেছি, তাতে মরণই আমার শ্রেয়ঃ । আমাকে প্রাণে মেরে ফেল, তায় বরং আমি সম্মত আছি ।

সুধীর । হাঁ, তা কি হয় ? তোমাকে পাঠিয়ে নরকে উপদ্রব করায় লাভ কি ? ভাল, তবে অন্য কিছু রক্ষা করা যাক । ( চিন্তা করিয়া ) সুমতি, তুমি কি বলো, এঁদের কিরূপ পুরস্কার দেওয়া উচিত ?

সুমতি । মতের মা, দেখ্ দেখি একি কথা ? বট্টাকুর জ্ঞানী পণ্ডিত, মুন্সোব মোশাই আইন আদালতের কর্তা ; যেখানে এই সব লোক বিদ্যমান আছেন সেখানে আমাকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করা কেন ?

সুধীর । হাঁ, তাও বটে, একথা বলেছো ভাল । এঁদেরই জিজ্ঞাসা করা উচিত । তা তোলাদাদা লাজুক মানুষ, বড় লজ্জাটা হয়েছে, উনি বলতে পারবেন না, বিশেষ মুন্সোব মোশাই সাক্ষাতে রয়েছেন । তা মুন্সোব মোশাই কি বলেন ?

আইন অনুসারে আপনাদের কি দণ্ড দেওয়া উচিত ?

মুন্সো । সুধীর বাবু, আর কেন লজ্জা দেন ? আমাদের যথেষ্ট হয়েছে ।

সুধীর । কেন, আপনি হাকিম, ব্যবস্থা দেবেন এতে লজ্জা কি ?

মুন্সো । আর কি ব্যবস্থা, এতে প্রাণদণ্ডই বিহিত, আর কি বলবো আমার মাতা আর যুগু ?

সুধীর । না, তা নয়, তবে আমি এক কথা বলি, আপনি আইনবাগীশ, অবশ্য জানেন যে পূর্বের মুসলমানদের আমলে কোন ভদ্রলোকের বিশেষ দণ্ড দিতে হলে তাকে চূর্ণ কালি মুখে দে উল্টো গাধায় চড়িয়ে দেশান্তর করো দিতো । তা যতের মা, একটু চূর্ণ কালি নিয়ে আয়তো রে ।

যতে । এই যে আমি এখানে সব আগে থাকতে উয্যুগ করে রেখেছি । ( আনয়ন ) ।

সুধীর । দে, দুজনেরই মুখে বেশ করো মাখিয়ে দে । ( তৎপ্রদান ) ।

সুমতি । মুন্সোব দোশাই কালো মানুষ, তেল কালি দিলে রঙে মিশিয়ে যাবে, কালি আর

দিয়ে কারি নাই, বরং খালি চুণ দে, তা হলেই হবে এখন ।

সুধীর । ( স্মৃতির প্রতি ) এই দেখ, তোমার ভাসুরের কেমন শ্রী হয়েছে ।

স্মৃতি । মতের মা, একবার প্রদীপটে ধর-  
তো । ( তদালোকে দর্শন করত ) এই যে  
বাঃ ! যেন কচু বনের কানাই দাড়ায়েছেন ।  
( উচ্চহাস্য ) ।

সুধীর । ওতো হলো, এখন এ রাত্রে গাধা  
পাই কোথায় ? ( চিন্তা করিয়া ) মুন্সোব  
মোশাই মান্য মানুষ, ওঁকেত আর কিছু বলা  
ষেতে পারে না, তা ভোলাদাদা, তুমি একটি  
কর্ম কর ; তোমাচ্ছেয়ে গাধা তো ভাই ত্রিসং-  
সারে কেউ নাই ; তা ভাই তুমিই গাধার মতন  
একবার উবুড় হও, মুন্সোব মোশাই তোমার  
পিঠে চড়ে বসুন ।

ভোলা । আবার !

সুধীর । বসে ঐ দ্বোরধার পর্য্যন্ত হামাগুড়ি  
দে যাও, তা হলেই তোমাদের ছেড়ে দিব ।  
( ভোলাদাদার অধোবদন ) তা না হলে ও-  
বাড়ীতে নে যাব ।

স্মৃতি । তা আর “ নাচতে বসেছ, তার  
আর ঘোমটায় কাষ কি ” উবুড় হয়ে বসে  
একবার, ভাবলে কি হবে বল ?

ভোলা । ( দীর্ঘ নিশ্বাস ) এইটে অদৃষ্টে  
ছিল ! হা পরমেশ্বর ! ( স্বগত ) এ হয়েও বেঁচে  
গেলে ভাল । ( গর্দভের ন্যায় উপবেশন, পরে  
মুন্সোব তৎপৃষ্ঠে চড়িলে দ্বারাভিমুখে গমন ) ।

সুধীর । ভোলাদাদা, একবার ভাই গাধার  
ডাক্টা ডাক্তে হবে । ( ভোলার তদ্রূপ করণ )  
আর দেখ মুন্সোব মোশায়ের নুতন চাকরি  
হলো, নুতন পাগুড়িটে মাথায় দিলে ভাল হয় ।  
( তৎপ্রদান ) মতের মা, কুলখানা একবার কসে  
বাজা না ( কুলবাছ, ভোলাদাদার পশ্চাত্তাগে  
চরণাঘাত এবং উভয়ের পতন ) । এই

যেমন কর্ম তেমন ফল ।

যবনিকা পতন ।

সমাপ্ত ।



# চক্ষুদান ।



প্রহসন ।

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ।

কলিকাতা ।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে  
ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত ।

সন ১২৭৯ সাল ।





# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।



বসুমতী ।

নাপ্তে-বো ।

নিকুঞ্জবিহারী ।



# চকুদান।



## প্রহসন।



### প্রথমাক্ষ।



শরনগৃহ।

( বসুমতী ও নাপ্তে-বোঁ উপবিষ্টা । )

বসু। মা কি বলেছেন বল্‌ শুনি।

নাপ্তে। তিনিই তো আমাকে পাঠিয়েছেন—  
আমাকে বল্লেন নাপ্তে-বোঁ, তোর সঙ্গে আমার  
বসুমতীর এত ভাব প্রণয়, তোর কাছে সে মনের  
কথা খুলে বলতে পারে, সে আমার কেন অমন হলো;  
দুঃখ পায়—কি ব্যামস্যাম হয়েছে তাও তো জানতে  
পাচ্চিনে, যে আসে সেই বলে বসু বড় কাহিল  
হয়েছে, তা তুই একবার না দেখি, দেখে গেঁ আয়,

তুই গেলে এখন সব জেনে আস্তে পারবি, এই বলে তিনিই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন । আমি এসেও তো তাই দেখছি ; সে শরীর নাই, সেরূপ নাই, সে হাসি হাসি মুখখানি নাই, বলতে কি দিদিঠাক্কণ, তুমি যেন এখন সে দিদিঠাক্কণ নও । আহা ! দেখলে বুক ফেটে যায়, মুখখানি এখন হিমকালের পদ্মফুলের মত লাল হয়ে এসেছে, অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছে কারণ কি বল দেখি ? ( ইন্দ্রিতপূর্ব্বক ) তা তো নয় ?

বসু । দূর ।

নাথু । তা লজ্জা কি, আমার কাছে বলতে হানি কি ?

বসু । ( বিরক্তভাবে ) আর মিছে জ্বালাতন করিস্ নে, যা, পথ হেঁটে এসেছিস, রাত্রি হয়েছে শুগে যা । আমার কি সেরূপ কপাল—হুঁঃ “ গেড়ের চেঙে আবার স্বর্গ দেখবে ” ।

নাথু । তবে শরীরে কি কোন ব্যামশ্রাম হয়েছে, তাই কেন খুলে বল না ?

বসু । শরীরে ব্যাম আবার কি হবে ?

নাথু । তবে কেন এমন হলে ? সংসারে কোন দুঃখ তাওতো ভাই দেখতে পাই নে ; তোমার যে

সংসার দেখ্‌চি এ রাজার সংসার, অভাব কি, গহনা পত্র সামগ্রী দিব্যি, কিছুই অপ্রতুল নাই ।

বসু । হুঁ ! খাওয়া পরবার দুঃখ কি দুঃখ ?

নাগে । তবে ভাই তোমার কিসের দুঃখ তাই বল না শুনি, শাশুড়ী ননদ নাই যে জ্বালা যন্ত্রণা দেবে, দুর্ভিক্ষ বন্বে, আপনিইতো সংসারে সর্ব্ব সর্ব্বা দেখ্‌চি ।

বসু । নাগে-বোঁ, তুই কিছু সেকলে ধেতের মানুষ, অতশত বুঝিস্নে বটে ? শাশুড়ী ননদে কি করে উঠতে পারে ? মর্ষ-বেদনা দেওয়া কি তাদের সাধ্য ? তারা যে সব বাতনা দেয় সে বাহ্য দুঃখ বৈত নয়, মনের সুখ থাক্লে কি তা গ্রাহি করি ? তা সে কথা থাক্, নাগে-বোঁ, তোর কথাটা বল্ দেখি শুনি ।

নাগে । হাঁ তা বটে, ঐ যে কথায় বলে “অপিনার ঢাকা থাক্, পরের বিকিয়ে যাক্,” তাই ।

বসু । না ভাই, তামাসা নয়, সত্যি বল্‌না ।

নাগে । কি বল্‌বো ?

বসু । তুইতো দেশেই থাকিস্, ও পাড়া থেকে এ পাড়ায় খণ্ডর বাড়ি, তা এখানে কত দিন এসেছিস্ ।

নাগে । এই অত্রাণ, মাসে এসেছি ।

বসু । এসে কেমন আছি বল্ দেখি শুনি ।

নাগ্বে । দিদিঠাক্কণ, আমরা দুঃখি প্রাণী লোক আমাদের আর থাকা কি ? দেশের ভিতরেই বিয়ে হয়েছে সত্যি কিন্তু সুখের মুখ কখনতো দেখ্লেম না, এই শরীরে রাগরক্তি রূপরক্তিও কখনো ঘট্লে না, তা চুলোয় থাক্ এখনকার কালে কত রকম কাপড় উঠ্চে জন্মে তাও একখানি অঙ্গে উঠ্লে না । তবে কি জান, যে দিন মজুরি করে চারিগুণা পয়সা আনে সেদিন দুসক্কা দুমুটো হয়, তা না হলেই কষ্ট ।

বসু । আমি তা জিজ্ঞাসা কচ্যানে, বলি সে তোকে ভাল বাসে তো ?

নাগ্বে । ঐ সুখেই তো বেঁচে আছি ; আমি যেটা বলি তার নড়চড় নাই ।

বসু । অন্য মন্ টোন্ কিছু কখন দেখেছিষ্ ?

নাগ্বে । সে কি দিদি ঠাক্কণ ? না না, ও কথা বলো না, তারা চাষা ভূষো লোক, তারা অতসত জানে না । কারণে বামণের পাড়ায় থাকে, ভাল মানুষ বলে সকলেই ভালবাসে ; একে মা ঠাক্কণ, ওকে মাসি ঠাক্কণ, তাকে খুড়ি ঠাক্কণ, এই বৈ বাক্যি নাই, ঘাড়তুলে কাকপানে কখন চাইতে দেখিনি, শুনিওনি !

বসু । তবে ভাই, তোর চেয়ে সুখী পৃথিবীতে কে আছে ? এ দানা সোণার কাজ কি, এ ঘর বাড়ি-তেই বা কি দরকার ? ভাল খেতে পত্তে চাইনে, দিনান্তে বা দুদিন অন্তর যদি শাকার পাই, গাছ তলায় শুই, সেও ভাল, কিন্তু যদি স্বামীর সোহাগে থাকতে পাই । স্বামী অন্যের প্রতি চোক না দেয় স্ত্রীলোকের এর চেয়ে আর কি আছে ? তা নাপ্তে-বোঁ, তোর ভাই সার্থক জীবন, তুই আমাকে এটু পার ধুলো দে দেখি ।

নাপ্তে । ও কি কথা বলো, অকল্যাণ হবে যে ? ছি । ও কথা ছেড়ে দেও, এখন মা ঠাকুরণ যে আমাকে এত করে বলে কয়ে পাঠালেন তাঁকে গে কি বলবো ভাই বল ।—চুপ্ করে রৈলে যে, ১,

বসু । ( সজল নয়নে ) বলবি আর কি ? বলিস্ তার আর তোমার তত্ত্ব করে কাষ নাই, তোমার সে নাই—তোমার বসু মরেছে । ( রোদন । )

নাপ্তে । ওকি ভাই, তুমি অমনতর কথা কবে জান্লে আমি এখানে আস্তেম না, আমি এত করে এলেম, বলি আমাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন, আমি যাই, তা মনের কথাতো আমার কাছে কিছু বল্লে না, ওকি অলক্ষণে কথা বলতে লাগ্লে ?



বসু । নাপ্তে-বৌ, কি বলবো পোড়া কপাল একেবারে পুড়ে গেছে, আমি যে যাতনা পাচি সে অসহ যন্ত্রণার কথা মাকে শোনাতে চাইনে, তিনি একে আমাকে পাঠিয়ে দে অবধি শুনেছি একেবারে বসু বসু করে সারা হ্চেন, আবার তাঁর সাধের বসুর ননোদুঃখের কথা শুন্লে তিনি অমনি মারীর ভিতর বাবেন ।

নাপ্তে । ভাল, তাঁকে বলতে বারণ কর বরং বলবো না, আমাকে বল, আমার কাছে লুকোন কেন ভাই ?

বসু । নাপ্তে-বৌ, তুই আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিস্, আমার দুঃখের কথা তুই শুন্লে তোর কেবল দুঃখ হবে বৈ তুমি ।

নাপ্তে । সে কি দিদিঠাক্কণ, সুখ দুঃখের কথা বলে যদি ভাগ না দেবে তবে একটা ভাল বাসা কি?—তুমি বোল্চোনা কিন্তু আমি তোমার মনের কথা কথক বুঝতে পেরেছি, ঐ যে কথায় বলে—“এক ঠোকরে মাচ বেঁধে না সেই বা কেমন বড়শী, এক ডাকেতে শাড়া দেয় না সেই বা কেমন পড়শী ; মিনি তুফানে লা ডুবায় সেই বা কেমন নেয়ে, আর কথা পড়লে বুঝতে পারে না সেই বা কেমন মেয়ে ।”

বসু । (সহাস্ত্র বদনে) বেশ! আঃ শ্লোক সিদ্ধান্তও তোর এত এসে? আচ্ছা, তুই কি বুঝিছিস আমার দুঃখ কি বল্ দেখি?

নাপ্তে । কর্তাটী ভাল বাসেন না, তাঁর বারটান টাও যেন কিছু আছে এমনি বোধ হচ্ছে ।

বসু । (অধোবদনে) কিছু কেন ভাই, যতদূর হতে হয় ।

নাপ্তে । বলো কি? ও রোগ ধরেছে? সত্যি?

বসু । তা নৈলে বল্চি কি আমার মাথামুণ্ড । আমার অদৃষ্ট পুড়ে গেছে একেবারে । (সরোদনে) না আমার নাম রেখেছেন বসুমতী, বসুমতী সব সহ করেন অকারণ পদাঘাত সহ কর্তে পারেন না, কিন্তু আমি এমনি বসুমতী যে পদাঘাত তো পদাঘাত, আমার অদৃষ্টে কত মর্দ্যঘাত সহ কতে হচ্ছে । এই আটপার রাৎ একা পড়ে থাকি, এই দিন, এই কাল, অম্নি ফেলে চলে যায় । নাপ্তে-বোঁ, তোর কাছে বেশী কথা বল্‌বো কি? তুইতো মেয়ে মানুষ, সকলি জানিস, ইচ্ছা হয় গলায় দড়ী দি কি বিষ খেয়ে মরি, আর ভাই যাতনা সহিতে পারিনে, কত লোক মরে আমার অদৃষ্টে মৃত্যুও নাই ।

নাগ্ধে । সে কি ? এমন নিষ্ঠুর তিনি ? রেতের মধ্যে আর ঘরে এসেন না ?

বসু । পূর্বে আদতেই আসা হতো না, এখন দেখতে পাই অনুগ্রহ করে রাত্রি দুটো আড়াইটের পর আসা হয়, তা সে আসায় কাম কি ভাই, এসে চক্ষু বুজতে না বুজতে ভোর হয়ে পড়ে । দূর হোক্গে আমি আর আলাপ করিনে, পোড়া কপাল পুড়ে গেছে আর কি বলবো ?

নাগ্ধে । তুমি কিছু বলতে পার না ? তুমি বলতে পারনা বলেই ত,—হুঁ হুঁ তোমার এত হয় ।

বসু । তার কি আর কসুর করেছি ? প্রথম প্রথম সে বিষয়ে নিবারণ করবার নিমিত্ত কত করে মন-যোগাতেম, ক্ষত খোসামদ করতেম, কতই বা উপদেশ দিতেম, তাতেও তো কিছু হলোনা “ চোরা না মানে ধর্মের কাহিনী, ” তা আর কি করবো সে সব এখন ছেড়ে দিছি, এখন কেবল অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে পড়ে-ছেন, স্বামী পরম গুরু মনে মনে জানি, ভক্তিও আছে, কিন্তু যাতনাতে এখন মুখে যা এসে তাই বলি, গালি মন্দ দি, এতেও তো কিছু করতে পার্লেম না ; কেমন পেত্নী পেয়ে বসেছে সে ছাড়াবার আর কোন উপায় নাই ?

নাগ্লে । কেন ? উপায় নাই কেন ? কোন রকম  
সকম কল্যে হয় না ?

বসু । কি ? গুণ জ্ঞান—না ভাই, তা আমি করতে  
পারবো না—আবার মজুমদারেরদের বাড়ির যো  
হয়ে উঠবে ?

নাগ্লে । কি হয়েছিল সেখানে ?

বসু । সে ভাই অনেক কথার কথা ।

নাগ্লে । বলনা শুনি কি হয়েছিল ।

বসু । মজুমদারেরদের বৌএরও কপাল আমার  
মত, তার স্বামী ঘরে থাকতো না ঐ বৌএর মা সেকথা  
শুনে কোথা হোতে ঔষধ আনিয়ে পাঠিয়ে দেছিল,  
বলেছিল এই ঔষধ দুধের সঙ্গে খাওয়াতে, তা মজুম-  
দারেরদের বৌ সন্ধ্যাবেলা যখন তার স্বামী ভোজন  
করে সেই সময় দুধে গুলে বাটীতে করে নিয়ে গিয়ে  
পাতের কাছে দিলে, দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলো,  
তার স্বামী অন্য সামগ্রী খাওয়ার পর যেমন দুধের  
বাটীতে হাত দেয় অমনি সে সত্বর গে হাত ধরে  
বল্লে তোমার এ দুধ খাওয়া হবে না ।

নাগ্লে । সে কি আপুনি দিলে আবার আপুনিই  
বারণ করলে ?

বসু । মনটা বুঝি কেমন করে উঠলো তাই

খেতে দিলে না। তার স্বামী জিজ্ঞাসা করলে কেন খাবো না ? তখন সে সব কথা বলে ফেললে ।

নাগে । কি বলে বললে ?

বসু । বললে, তুমি ঘরে থাক না বলে তোমাকে বশ্ করবার জন্যে নিরুদ্ভি হেতু এই দুখে এক রকম ঔষধ আমি দিছি, কিন্তু দিয়ে অবধি আমার মন কেমন কচো, কি জানি যদি হিতে বিপরীত ঘটে, তা আর আমার বশ্ করায় কায নাই, তোমার শরীরে কোন অমঙ্গল না হোক আমার অদৃষ্টে বা হচে তাই হোক ।

নাগে । অ্যাঃ এমন করে বললে ? তাতে তার স্বামী কি বললে ?

বসু । তার স্বামী বললে আবার ঔষধ পর্য্যন্ত ও করা হচে ? কি ঔষধ দেছ, ভাল দেখবো—কাল, আজ পাথোর ঢাকা দে রাখো বলে উঠে আঁচিয়ে যেমন বেরিয়ে থাকে অম্নি বেরিয়ে গেল । তার পর দিন সকালে এসে দেখে বাটার ভিতর এই এত-বড় একটা কচ্ছপ ।

নাগে । ইঃ, তবে খেলেতো সেই কচ্ছপ পেটের ভিতর হতো আর, অম্নি মারা পড়তো,

ভাগিয়াস্ খাওয়ার নি, হাতে খাড়ু গাছটা আছে  
তবু ভাল, এমন বশ করার কায নেই বাপু ।

বস্তু । যা হোক, খাওয়ালে না, কিন্তু শেষ ঔষধের  
ফল হয়েছে ।

নাগ্লে । কি রূপ ?

বস্তু । তার স্বামী বুদ্ধিমান কি না, ঐ কাণ্ড স্বচক্ষে  
দেখে বললে আমি তোমাকে এত যাতনা দিচ্য তবু  
তোমার মন আনার প্রতি এমন, আমা প্রতি তোমার  
স্নেহের কিছুই ন্যূনতা হয় নাই, অঁয়া, আমি এমনি  
নরাধম, এমন পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে  
কুক্ৰিয়াসক্ত হয়ে আছি । তা যা হবার হয়েছে, আমি  
এই দিব্যি কর্লেম আর আমি সন্ধ্যার পর কোথাও  
যাবো না, বলে সেই অবধি তার স্মরণ কোন দোষ  
নাই ভাই । কোন উপায়ে সেরূপ যদি আমার কপালে  
ঘটে, তা এমন অদৃষ্ট কি । ( কিকিৎ চিন্তা করিয়া )  
দেখ নাপ্তে-বোঁ, আমাকে একটা কায কর্তে হবে,  
তুমি ভাই কাল্ এখানে থেকো ।

নাগ্লে । দিদিঠাক্কণ, তোমার যদি কোন উপ-  
কার হয় এক দিন কি পাঁচ দিন থাকতে পারি—  
( শব্দ শুনিয়া ) বাইরে কপাটে শব্দ হলো না ?

বস্তু । তা হবে, আস্‌বার সময় হয়েছে, আমি

শুয়ে থাকি যেন ঘুমুয়িছি, তুই ভাই বাইরে গে ঐ  
জানালার কাছে দাঁড়া, এসে কি করে দেখিস্ এখন ।

নাগ্রে । আচ্ছা, সেই ভাল । ( বাহিরে গমন  
ও বসুমতীর শয়ন । )

( নিকুঞ্জবিহারীর প্রবেশ । )

নিকুঞ্জ । ( স্বগত ) এই যে ঘুমুয়ে পড়েছে, বাঁচা  
গেল, তিরস্কারের হাত এড়ালেম্ । আন্তে আন্তে  
গিয়া শুয়ে ঘুমুই, রাত্রি অনেক হয়েছে ( বস্ত্র ও  
উপানয়ন পরিত্যাগ এবং তাহার শব্দ । )

বসু । ( পূর্ব্বদিকে উঠিয়া ) কি, এখন বুঝি আসা  
হলো, অঁ্যা ? কোথো ছিলে এতক্ষণ বল দেখি ?

নিকুঞ্জ । না, আমি অনেকক্ষণ এসেছি ।

বসু । ( সক্রোধে ) অনেকক্ষণ এসেছো বটে ?  
ভেবেছ আমি বুঝি ঘুমুয়িছি ?

নিকুঞ্জ । না, না, ঘুমুবে কেন ? রাত্রি তো এখনো  
অধিক হয় নাই ।

বসু । রাত্রি অধিক হয় নাই, ঐ ঘড়ি দেখ  
দেখি, দুটো বেজেছে কি না ?

নিকুঞ্জ । ও ঘড়ি রং ।

বসু । ঘড়ি রং না তোমাতেই রং বাড়চে ।

নিকুঞ্জ । কেন কেন ? আমি তো কোথাও যাই নাই, তোমার দিবিয়, আমার আর সে সব দোষ নাই ।

বসু । সে সব দোষ নাই তবে আবার কোন্ দোষ ধরেছে ।

নিকুঞ্জ । না, দোষ কি, বড় গরমী তাই বাইরে ছিলেম একটু ।

বসু । এই পৌষ মাসের শীতে তোমার এমন গরমী হয়ে উঠেছে ।

নিকুঞ্জ । না না, তা নয়, আমি বথার্থ কথা বলি, আজ রক্ষাকালী পূজা ওপাড়ায়, তাই যাত্রা শুন্ছিলেম ।

বসু । রক্ষাকালী পূজা কি সুধবার হয় ? তুমি কাকে ভুলাবে, দিবিয় কচো, নানা প্রভারণার কথা বল্চো, আমি ওতে ভুলিনে, তুমি যেমন আমাকে ক্লেশ দিচ্ছ আমিও তোমাকে একবার ভাল করে শিক্ষা দিচ্ছি থাকো ।

নিকুঞ্জ । তুমি কি করবে ? তুমি তা যা হয় করো, এখন আমি শুই, বড় ঘুম পেয়েছে, এখন আর কিছু বলোনা—( শয্যাতে উঠিতে উদ্বৃত । )

বসু । ( সিহরিয়া ) ও কিও, তুমি আমার এ বিছানায় উঠ না, যেখানে ছিলে সেখানেই যাও, না



হয় বাইরের ঘরে গে শুয়ে থাক-কি করো ? ও কাপড় না কেচে ও কাপড়ে তুমি আমার বিছানায় উঠতে পারবে না—তবু কথা শোন না, তবে আমি এখান-থেকে উঠে যাই । ( সত্বর উঠিয়া গমন করত ) না না, তুমি আমাকে ছুঁয়ো না ।

[প্রস্থান ।

নিকুঞ্জ । আঃ স্থির হও, যেওনা যেওনা—

[ তদনুসরণে প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

( নাপ্তে-বৌ উপবিষ্টা, বসুমতী নাপ্তে-বৌকে পুরুষবেশ করাইতেছে । )

নাপ্তে । ( হাস্য করিয়া ) এ সকল যেন হলো কিন্তু এ গোঁপটা কোথা পেলো ?

বসু । আমাদের বাড়ির পাশে ঐ যে ঘোষে-দের বাড়ি আছে, ঐ বাড়িতে সখের যাত্রার দল হয়েছিল, তাতে ছোঁড়ার সাজতো কি না—

নাপ্তে । তা তুমি পোলে কেমন করে ?

বস্তু । ওদের বাড়ির একটী মেয়ে আমাদের বাড়িতে খেলা করতে আসতো, সেই একদিন ঐ গোঁপটা হাতে করে এনেছিল, আমার মনে ছিল ; আজ তাই সেই মেয়েটিকে ডেকে চাইলে সে আমাকে লুকিয়ে এনে দিলে ।

নাপ্তে । উঃ দিদিঠাক্কণ, তোমার এতো সন্ধানও আসে । যা হোক, আমার ভারি লজ্জা কচ্যে ; কোঁচা করে কাপড় পরা, জামাজোড়া, গোঁপ, আবার পাগড়ি । ছি ! ছি ! আমাকে কি কল্যে বল দেখি ।

বস্তু । ( হাস্য করিয়া ) বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে । লজ্জা আবার কি ? কেবালেদখতে আস্চে, যা হোক পাগড়িটে বড় সরস হয়েছে, ঠিক যেন পাঁচালির ছোকরার মত দেখতে ।

নাপ্তে । সত্যি কি ? আমাকে ছোকরার মত দেখাচে ? কৈ দেখি, একবার আরশী খানা দেও না ।

বস্তু । ( দর্পণ প্রদান ) সত্যি কি না দেখ ।

নাপ্তে । ( দর্পণে আপনাকে দেখিয়া ) ও মা ! এ মিসে কে গো ! হা ! হা ! হা ! হা ! আবার কথা কৈতে গোঁপ নড়ে । ও মা ! আমি কোথা যাব । হা ! হা ! হা ! দিদিঠাক্কণ, ঠিক বলেচো,

পাঁচালির ছোকরার মতনই বটে। বালি থেকে মিসেরা আমাদের গাঁয়ে পাঁচালি গাইতে গেছলো, তাদের মধ্যে যে ছোঁড়া ছড়া কাটায়, সেটা ঠিক এই রকম, পোড়া পোড়া উননমুখ, কোঠর চোক, গোঁপ আছে, আবার ঠিক এমনি পাগড়ী বাঁধা।

বসু। সে কি লো? তোর কি পোড়া মুখ? আহা, দিক্সি মুখ, যেন ঢল ঢল কচ্যে।

নাগে। তা ভাই, তোমার মনে ধল্লৈই হলো। (গোঁপে হস্ত দিয়া হাস্য) আমার নাম গোবর্দ্ধন দাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়; হা! হা! হা! হা! আমি পাঁচালির ছড়া কাটাই।

বসু। (হাস্য করিয়া) দূর হ! দাস চট্টোপাধ্যায় কি? আমণে কি দাস হয়? যা হোক তাঁর আসবার সময় হলো এসে; খুব সাবধান, যেন চলা টলায় কি কথা বাজায় মেয়ে মানুষ বলে ধরা না পড়িস্।

নাগে। তাইতো, আমার বড় ভয় হচ্যে, আর হাসিও পাচ্যে, আমি কি পুকষের মত চলতে পারবো? না কথা কৈতে পারবো?

বসু। পারবি বৈ কি? আগে হতে না হয় অভ্যাস কর।

নাগ্বে । আচ্ছা তবে দেখি দেকি, একবার চলি ।  
( পুরুষের ন্যায় পাদক্ষেপ ) ছি ভাই আমার লজ্জা  
কচ্যে । ( উপবেশন ) ।

বসু । ও কিলো, লজ্জা করলে হবে কেন ? চলনা,  
চলনা ।

নাগ্বে । ( পুনর্বার উঠিয়া পাদক্ষেপ ) কেমন,  
এমনি করে তো । হা ! হা ! হা !

বসু । তা বৈকি, অম্মনি হলেই বেশ হবে । ভাল,  
আমার সঙ্গে কি রকম করে কথা কৈবি বল্ দেখি,  
আগে কি বল্বি ?

নাগ্বে । দুটো কথা কওয়া বৈত নয় ; যা হয়  
বল্লেই হবে ।

বসু । তবু কি বল্বি, শুনি ।

নাগ্বে । আগে জিজ্ঞাসা কর্বো, তোমার  
পেটের ব্যামটা কেমন আছে ? আজ কিদে ভাত  
খেয়েছো ? মাচ কি টক দে, না ঝাল দে, হয়েছিল ?  
এখন গরুটো কতো দুধ দেয় ? এমনি পাঁচটা কথা  
সাজিয়ে বল্বো ।

বসু । দূর হ ! পাগল ! যে পুরুষ পরস্ত্রীকে  
বশ কতোয় চায়, সে কি এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করো  
আলাপ করে ।

নাপ্তে । কেন গো, এ সকল কথার দোষ কি ?  
আর এ না বলে বলবোই বা কি ?

বসু । ওলো পাগলি, এ সকল কাজে প্রেম-  
আলাপ কতো হয় ।

নাপ্তে । প্রেম আলাপ আবার কেমন তরো  
তাতো ভাই জানিনে, কৈ একটা বল দেখি  
শুনি ?

বসু । তবে বলি শোন, আমার হাতে ধরে বলবি,  
“ প্রিয়ে, যে অবধি তোমার রূপের মাধুরী আমি  
নয়নে দেখেছি, সেই অবধি দেহ, মন, প্রাণ তোমাতে  
সঁপেছি । ” বল দেখি ?

নাপ্তে । “ প্রিয়ে, যে অবধি তোমার রূপের  
মাধুরী নয়নে দেখেছি, সেই অবধি দেও মোর প্রাণ  
তোমাকে ———

বসু । ( হাস্য করিয়া ) দূর হতভাগি ! ও কেন ?  
এক এক করে বল । “ প্রিয়ে, যে অবধি তোমার রূপ-  
মাধুরী ” ———

নাপ্তে । “ প্রিয়ে, যে অবধি তোমার রূপের  
মাধুরী ” ———

বসু । মুখে আগুন ! এইটি আর বলতে পারিলিনে ?  
আচ্ছা, ও কথা থাক । বল দেখি, “ প্রিয়ে, তোমার

বিরহে আমার অন্তর দগ্ধ হচে, এখন তোমার বচনা-  
মৃতদানে শীতল কর।”

নাপ্তে। “প্রিয়ে, তোমার বেরালে আমার  
অনন্তর দগ্ধ হচে”——তার পর কি? ভুলে গেলুম।

বসু। (উচ্চ হাস্য।) মরণ আর কি।

নাপ্তে। দিদি ঠাকুরণ, আমি অতো কথা  
বলতে পারবো না।

বসু। আচ্ছা, তবে আমি তোকে সাধবো, তুই  
মান করে বসে থাকবি, তা হলে আর তোকে অধিক  
কথা কৈতে হবে না, কেবল হুঁ হুঁ দিলেই হবে।

নাপ্তে। সেই কথাই ভাল। কিন্তু ভাই আমার  
বড় হাসি পাচে। এ এক পালা, যাত্রা, মন্দ নয়।  
হা! হা! হা! হা!

বসু। আরে করিস্ কি? গেলি যে! অতো  
হাসলে সব নষ্ট হবে। (পদশব্দ শুনিয়া) চুপ্ চুপ্,  
ঐ বুঝি আস্চেন। আমি বসে পান সাজি, তুই  
ফিরে বসে মান করে থাক। খুব সাবধান, যেন  
হাসিস্নে।

(নিকুঞ্জবিহারীর প্রবেশ।)

নিকুঞ্জ। (স্বগত) আজ্ আবার ঢের রাত্রি হয়ে  
পড়েছে, কিন্তু আজ্ ঘুমিয়েছে বোধ হয়, এখনও কি

জেগে আছে ? ( দেখিয়া স্বগত ) ঘরে আলো জ্বল্চে যে —কিসের গন্ধ বেরিয়েছে—এ যে আতর, গোলাপফুলের মালা বিছানায় সাজান, ইস্ ! আজ যে বড় ঘট্টা দেখি, ঘর সাজান হয়েছে, বসুমতী বেশ ভূষা করে বড় যে পান সাজ্চে, কাণ্ডটা কি দেখতে হলো । ( গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান । )

বসু । ( স্বগত ) সেই ভাল এই কথাই বলি । ( প্রকাশে ) ও কিও, যদি অনুগ্রহ করে এলে, তবে ওখানে কেন ? এই বিছানায় এসে বসো । আমি যত্ন করে সব সাজিয়েছি আমার তা সার্থক হোক—কেন ? অধোবদন হলে যে, রাগ করেছ ?

নিকুঞ্জ । ( স্বগত ) কাকে বল্চে ? আমাকে কি দেখতে পেয়েছে ? না, তবে কার সন্দেহ কথা হচ্ছে ? ভাল দেখা যাচ্ছে না, কে ঘরে এসেছে ? সন্দেহ হলো যে, বৃত্তান্ত কি ?

বসু । ছি ভাই, তুমি স্নান বদনে থাকলে, তোমার স্নানবদন দেখলে আমার প্রাণটা কেমন করে ।

নাগ্বে । যাও আর তোমার কথায় কাষ নাই ।

বসু । তোমার পায়ে পড়ি ক্ষমা কর, আর রাগ্ করো না ।

নাগ্বে । হাঁ, বড় ভালবাস তা জানি আমি ।

বসু । তোমাকে ভাল বাসিনে অমন কথা বোলো না, তোমাকে আমি দেহ, মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন, সব সমর্পণ করেছি, তুমি আজ্ আস্বে বলে আমি কত আয়োজন করি, এই নেও দেখি এই পান্‌টী খাও, কত মস্‌লা টস্‌লা দে এই পান্‌টী যো করেছি, তা ভাই আমি তোমার মুখে তুলে দিই । ( গিয়া তাম্বুল দান এবং হস্ত ধরিয়া আনয়নপূর্ব্বক শয্যাতে বসাইয়া স্বয়ং উপবেশন ) কেমন, এখন রাগটা পড়লো তো ! আমার আজ্ সকল মনোরথ পূর্ণ হবে, যত্ন করে তোমার তরে এই দেখ ফুলের মালা গেঁথেছি, তোমার গলায় দিয়ে জীবন সফল করি । ( মাল্য-দানাদি শুশ্রূষা । )

নিকুঞ্জ । ( দেখিয়া সক্রোধে স্বগত ) কি এত বড় যোগ্যতা ! পাপীয়সী কচ্যে কি ? কি কুপ্রবৃত্তি ! অঁ্যা, একটা পরপুরুষ ঘরে এনেছে । ওকে এখনই সংহার করবো—তার পর একেও, কিন্তু থাক এখন, ওতো যমের হাতেই পড়েছে, দরজা দিয়ে এসেছি, পালাবার যো নাই, হবেই এখন,—এটাকে আগে দেখতে হলো, চিন্তে পাচ্যানে মানুষটো কে ? ( নিরীক্ষণ । )

নাগে । ভাল, আমি ভাই এটি কথা বলি,



তুমি যে আমাকে এত আদর কচো। এর মধ্যে যদি তোমার স্বামী এসে উপস্থিত হয়।

বসু। তা হলেনই বা, তায় ভয় কি? তিনি জানেন।

নিকুঞ্জ। (স্বগত) কি? পাপীয়সী, দুরাচারিণী বলে কি? ও কুকর্ম করে আমি জানি?

নাথু। না, এ কথাটা তুমি মিথ্যা বল্চো, তিনি জানেন তোমাকে কিছু বলেন না?

বসু। বলবেন আর কি? তিনি আপনি কি কচেন?

নাথু। আপনি কচেন বলে কি তুমিও করবে?

বসু। তা না তো কি? আমার এইদিন এইকাল, একাকিনী ঘরে ফেলে চিরদিন যখন আপনি বেরোন তখন জান্তে আর কি বাকি আছে, অবশ্যই জানেন, তিনি তো নির্কোষ নন—তা ওকথা রেখে দেও, এস এটু আমোদ প্রমোদ করি, আমি ভাই তোমার কোলে এটু শুই। (ক্রোড়ে শয়ন।)

নিকুঞ্জ। (সক্রোধে স্বগত) আর আমি সহ্য করতে পারিনে। (গৃহমধ্যে গমন করত প্রকাশে) কি হচে? বড় রঙ্গ রসে যেতেছিঁস্ যে? (উভয়ে

ব্রহ্মপ্রায়, নাপতে-বোঁ পলায়নোচ্ছতা হইয়া গৃহ-  
কোণে লুকায়িত হইল । )

নিকুঞ্জ । বলি কাণ্ডটা কি ? আমি জীয়াস্ত থাকতে  
এত দূর ?

বসু । কৈ ! কৈ ! কি হয়েছে ? কি বল না ?

নিকুঞ্জ । বলি ঘরে কাকে আনা হয়েছে ?

বসু । কৈ ? না, কৈ ? ঘরে তো কেউ আসে নাই,  
তোমার ভ্রম হয়েছে ।

নিকুঞ্জ । বটে ? আমার ভ্রম হয়েছে বটে ?  
কোথায় লুকিয়ে রাখি ? কোথা পালাবে ? এখনি  
তাকে সংহার করবো—তাকেও কেটে ফেলবো ;—  
এত বড় যোগ্যতা, তুই না পতিভ্রতা ? তুই না পর-  
পুরুষের মুখাবলোকন করিসনে ? কুলাকারি, পাণী-  
য়সি, ব্যভিচারিণি—জানিসনে ?

বসু । বড় যে যা মুখে আসে তাই বলতে  
লাগলে ?

নিকুঞ্জ । বলবো না ? তুই পরপুরুষ ঘরে  
আন্বি ?

বসু । কৈ না ? আমি তো পরপুরুষ ঘরে আনি  
নাই, আর যদি এনেই থাকি তুমি কি করবে ? তুমি  
নিজে কি কচ্যো, আপনার ধরণে বুঝতে পার না ?

নিকুঞ্জ । এই বলে তুই কুকার্য্য করবি ?

বসু । কেন ? আমি কি মানুষ নই ? আমার রক্ত মাংসের শরীর নয় ? আমার মন নাই ? ইন্দ্রিয় নাই, সুখ দুঃখ নাই ? কিছুই নাই ? তুমি কর কেন ? তুমি কি সংকার্য্য করে থাক ?

নিকুঞ্জ । আমি তোকে এখনি কেটে ফেলবো ।

বসু । তা ফেল না, তা হলেই তো সকল যাতনা একেবারে দূর হয় ।

নিকুঞ্জ । তা হয় এই—আগে তোর সমক্ষেতেই সেই তোর প্রাণধনকে সংহার করি, তার পর তোকে নানা যাতনা দে মেরে ফেলবো ; অমনি মারবো ? কোথা গেল ? সে কোথা গেল ? এই দিগে গেছে—এই দিগে গেছে—(ইতস্ততঃ অব্বেষণ ) ।

বসু । ( ত্রস্তপ্রায় ) না না ওকে মাতো পাবে না, আমাকেই মারো আমাকেই মারো । ( হস্তধারণ এবং তাহা ছাড়াইয়া নাপ্তে-বোঁকে ধারণ, তাহাতে তাহার পুংবেশ পরিহার । )

নিকুঞ্জ । ( সবিস্ময়ে ) একি ? ব্যাপারটা কি ? স্ত্রীলোক যে ? সেই মাধবপুর থেকে এসেছিল সেই নাপ্তে-বোঁ না ? একি রে ?

নাপ্তে । আজ্ঞে আমিই বটে, দিদিঠাক্কণ

আমোদ করে আমাকে এই রূপ সাজিয়ে ছিলেন ।  
দোহাই দাদাঠাকুর । আমার কোন দোষ নাই ।  
আমাকে আপনি ক্ষমা করুন ।

নিকুঞ্জ । (তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অধো-  
বদন ) ।

বসু । ওকি ? মাথা হেঁট করে থাকলে কেন ?

নিকুঞ্জ । বসুমতি, বৃত্তান্ত কি বলদেখি ? আমি তো  
তোমার অভিপ্রায় কিছু বুঝতে পাচ্চিনে ।

বসু । নাথ, তুমি কি ভাব আমি ব্যভিচারিনী,  
আমি কুলটা, আমার কুলকলঙ্কের ভয় নাই, আমি  
কুকার্য্যই করে থাকি ?

নিকুঞ্জ । তাতো নয়, আমি জানি, তা এমন  
কাণ্ডটা আজ করলে কেন, যথার্থ বল দেখি ?

বসু । তুমি আগে যথার্থ বলো এ ব্যাপার দেখে  
তোমার মন কেমন হয়েছে ?

নিকুঞ্জ । আমার মন যে কিরূপ হয়েছে তা  
বলতে পারিনে, তুমি পরপুরুষ ঘরে এনেছ দেখে  
আমার যে ক্রোধোদয় হয়েছিল আশ্বশিরশ্ছেদন  
তার অকিঞ্চিৎকর, জগৎ সংসারকে একেবারে  
সংহার করলেও তার নিবৃত্তি হয় না, এমনি জুগুপ্সার  
উদ্রেক হয়েছিল যে সংসার ধর্মকেই একেবারে  
গ

বিসর্জন দি, কোন বস্তু চাইনে, কিছুতে প্রয়াস নাই, অধিক বল্বো কি বসুমতি, আমার মন যে কি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তা আমি কথাদ্বারা প্রকাশ কতে পারিনে ।

বসু । সেইটী দেখাবার জন্যই আমি একাঙ করেছি । নাথ, বিবেচনা করে দেখ আমাদের তো এমনি হয়, তুমি বুদ্ধিমান বট, বিদ্বান বট, বিবেচনা-শক্তি শরীরে আছে, তুমি যে এই অধীনীকে এই বয়সে এই শূন্যগৃহে একাকিনী চিরদিন ফেলে রেখে আত্মস্থখে রত থাক, আমি মনে কত দুঃখ পাই, শরীরে কত যাতনা হয়, অন্তরাত্মা কতদূর ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তুমি তা বিবেচনা করো না ? এই নিমিত্তে কি করি ভেবে চিন্তে তোমাকে আজ্ এই চক্ষুদান দিলাম ।

নিকুঞ্জ । বসুমতি, তুমি আজ্ কেবল আমাকেই চক্ষুদান দিলে এমন নয় ; সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই চক্ষুদান হলো । ( সভাপ্রতি কৃতাজ্জলিপূর্বক ) সভ্য মহাশয়েরা কি বলেন ? এ আপনাদেরও কাক কাক চক্ষুদান ।

( যবনিকা পতন । )

# একাদশীর পারণ

প্র হ স ন ।



শ্রীবিপিন বিহারী দে

অণ্ড ।

কলিকাতা

চিৎপুর রোড বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষদ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১২৭৭ সাল ।

মূল্য ১০ চারি আনা মাত্র ।







# প্রহসনোক্ত ব্যক্তি বৃন্দ ।

( নায়কগণ )

আম্বারাম বাবু ... .. জমিদার ব্যক্তি ।  
আশুতোষ .. .. আম্বারাম বাবুর পুত্র ।  
সুধাচাঁদ দত্ত } ... .. আশুতোষের ইয়ারদ্বয় ।  
অভয়চাঁদ }  
ঘণ্টেশ্বর ... .. পুরোহিত ।  
অন্নদা প্রসাদ ... .. আশু তোষের শ্যালক ।  
ডাক্তার সাহেব — — —  
মেদো ... .. আশুতোষের ভৃত্য ।  
কেবল ... .. আম্বারাম বাবুর ভৃত্য ।

( নায়িকাগণ )

সুরমা ... .. আম্বারাম বাবুর স্ত্রী ।  
বিদ্যালতা ... .. সুরমার ছুহিতা ।  
প্রেমোন্মাদিনী .. .. আশুতোষের স্ত্রী ।  
নবমল্লিকা ... .. অন্নদার স্ত্রী ।  
কামিনী ... .. সুধাচাঁদের স্ত্রী ।  
রাধামণি ... .. প্রতিবাসী-গিন্নি ।  
হেমাস্কিনী ... .. আশুতোষের প্রণয়িনী ।

# একাদশীর পারণ

প্রহসন ।



প্রথম অঙ্ক ।



শ্রীতোষ বাবুর টেবটকখানা ।

তাঁষ ও সুখাচাঁদ আসীন ।

বা! খাস্ত দাও, আর লোক চলিও না ।

—সভার প্রতিজ্ঞা পত্রে সাক্ষর কল্পে এখন  
এর লজ্জা হয় না?—সত্য হও ।

তোর মতন ইষ্টুপিট ক্রুট্ ত আর নেই ।

জ আজ কাল নাকি আমার খুব ভাব হয়েছে,  
নেতুই ত্যাগ কন্তে বল্চিস্, মদছুতে মানা  
যদি এসব লিভ কন্তে বলিস্ তবে কেন আমার  
গান্ না ।

সুধা। বাবা! আর মদের কথা মুখে এনো না, যা খেয়েচ তাই এখন কিছু দিনের জন্য জাওর কাট। আর বিস্তর বাড়ি বাড়ি কোর না, উদিকে লিবার দেব উদয় হয়েচেন।—Don't go to the extremes.

আশু। সুধো! তুই কি আমার মরণ টাক্চিস?

সুধা। বাবা! যদি কিছু দিন টেঁজে ইচ্ছা কর, তবে আমার ইনস্ট্রাক্সন্ গ্রহণ কর।

আশু। তুই যা বলবি তাই শুন্বো; সভ্য হতে বলিস সভ্য হবো, অসভ্য হতে বলিস তাও হবো। কিন্তু বাবা! এ কটা কর্ম ছাড়তে পারবো না, এতে আমার মাগ বেহিয়ে যায় যাবে, নেভার মাইণ্ড ফর দ্যাট। (মদ্যপানও কিঞ্চিৎ লইয়া) সুধোচাঁদ! বাবা, একটু সুধাপান করুন, এতে আপনার অনারের কিছু ইন্সল্ট হবে না।

সুধা। না ভাই, তুমি আমাকে আরজ কোরনা, আমি সুরানিবারিণী-সভার সভ্য হয়ে; সুরা একে বারে ত্যাগ করেচি।

আশু। বাবা! তুমি কখনও সভ্য হওনি, এখনও তোমার অসভ্য ক্যারেঙ্কার আছে, ফ্রেণ্ডের অফার গ্রহণ করোনা, তুমি কি সভ্য হয়েচ?—বল্চি একটু লুকিয়ে খা, কেউ টের পাবে না।

সুধা—“No slumber seals thee ye of Providence Present to every action wec ommence,—”

আশু ! আমাদের মদ মদ করে ফুকুরানো, অন্তায়—  
 মদ has no relation at all with Bengal. সুরদেবী  
 ইউরোপে জন্মগ্রহণ করেন, ইংরেজ ভাষাদের জন্য  
 গ্রামবরণ বোতলাঙ্গিনী, বিবিধ বর্ণে ইংলণ্ডে অবতীর্ণা  
 হয়েছেন। অতএব, ধান খেকো, কোঁচা ঝোলানো বাজা-  
 লিদের, সুরাদেবীকে স্পর্শকরা অতি গর্হিত কার্য।—  
 যদিবলো, ঋষিবরেরা সূত্র তুলে গ্যাচেন,—আচ্ছা বেশ,  
 আমিও তা স্বীকার কল্লেম। কিন্তু বাবা ! মহরীরা ত  
 সেরি, শ্যাম্পিন, ওলটম ব্রাণ্ডি, এক্সা, হেনিশিস, ইউজ  
 করেননি, আর মা কালীও রম পান করেননি, তাঁরা যে  
 সব সুরাপান কতেন, তাই কর, কোন অবজেক্স্যান  
 নেই। কেন বাবা ! লিবারের জন্ম দাতাকে উদর-গৃহে  
 স্থান দিয়ে, তাঁর ঔরষে পুত্র লিবারকে জন্মাতে দাও ?

আশু। মহাশয় ! আপনি একপ সতিত্ব ধর্ম কদিন  
 অবলম্বন করেচেন ?—যৌবন গ্যাল উপপতি করো বুড়  
 হলেন সতী।

সুধা। আমিত আর তোর মত গোমুখ নই,  
 আমার পেটে বিদ্যা আছে।—তখন উপ্রোধে পড়ে  
 যা করেচি তা করেচি, এখন ঠেকে সিখেচি। মদ খেয়ে  
 বেলেজা বদ মাইসদের সঙ্গে থেকে কি নাকালটা না  
 হলেম্ বল্ দেখি। সে সব ছেড়ে দিয়ে অমাবস্ত্যের পরে  
 অশ্বখ গাছের ভেতর দিয়ে পূর্ণচন্দ্র উদয় হচ্চি।

আশু। গিল্টার রং কদিন থাকবে ?

সুখা। যদিইন না উঠবে। আশু! এখন আমার কথা শোন্। দিন কতক চেপে যা, আর বাইরে ইয়ারকি টায়ারকি দিস্নে, হিমির বাড়িতে বাস্নি। আপ্নার ওয়াইফকে নিয়ে মজা কর।—দিন কতক!

আশু। (ভূমে মুঠাঘাত করত) আমার লাইফ থাকতে পারবো না।

সুখা। কেন ব্রাদার! আমরা মদ ছাড়লেম কেমন করো? আজ কাল আমি এমনি হয়েচি, যে এক্সেপ্ট ওয়াইফ আর কারো দিকে উচু নজরে চাই না।

আশু। বাবা! উড়তে না পেরে পোষ মেনেচ।

সুখা। কিসে?

আশু। তা বইকি, দিন কতক আমাদের বাড়ীতে তোমায় অ্যালাউ করেনি বলে, বল্চ মদ ছেড়েচি, সভা হয়েচি, ওসব কথার কথা। আপনার পয়সাতে কি কিনে থাকবে? বাবা! বুঝতে পারি।

সুখা। তোর মতন ত আমার কথা বেচিক নয়। আমাদের এক কথা—মরোদ কি বাত,  
হাতি কি দাঁত,

স্বরানিবারিণী সভার প্রতিজ্ঞা পত্রে সাক্ষর করে এলেম যে আর মদ খাব না, এখন যদি খাই, লোকে বলবে কি?

আশু । ( মদ্য গেলাসে ঢালিয়া ) বাবা ! আজকের  
মত একটু খাও আর তোকে কোন শালা বলবে ।

সুধা । তোর পায়ে পড়ি ভাই, আমাকে মাপ কর ।

আশু । যা ঢেলেচি, তা তোমাকে খেতেই হবে ।

সুধা । ভাই, আমার স্পর্শ কত্তে বড় ঘৃণা হয় ।

আশু । আচ্ছা বাবা ! তোমাকে স্পর্শ করে কাজ  
নেই, গালে ঢেলে দিচ্ছি, ঢুক্ করে গিলে ফ্যাল্ ।

সুধা । একান্ত ছাড় বিনি । তবে দে গেলাস দে ।

আশু । এস, আমার বাপ এস । ( প্রদান )

সুধা । (গ্রহণ করত ) গুড হেল্থ । ( মদ্য পান )

আশু । ( হাস্যবদনে ) This is call'd civilisation  
এখন বাপের ঠাকুর বলি ।

সুধা । উপরোধে পড়ে খেয়ে কাজটা বড় ভাল  
করিনি ।

আশু । উপরোদে পড়ে, এষ্টোনের ন্যায় ঢেকি  
গেলে, আর তুমি কি না, তরল পদার্থ হেল্থ পান ক-  
রোচ এর আর আশ্চর্য্যটা কি ?—সে যাহোক, বল্চি কি  
কাল রবিবার হেমাজ্জিনী বিবিকে নিয়ে বাগানে যেতে  
হবে, সেখান ভিন্ন আমোদ হবেনা, বাড়িতে আন্লে  
গোল হয়ে পড়বে । বাবা, আর সকলে জানে যে  
হিমিকে ত্যাগ করোচি, এখন তারা টের পেলে বড়  
অন্যায় হবে ।

সুধা । তোমার কোন্ কাজটাই বা অন্যায় হচ্ছে ?

আশু। (মুখত্যাগাইয়া) আবার লেকচার দিতে আরম্ভ করি। যাবলি শোন না। কাল যেতে হবে।

সুধা। না ভাই, আমি তোমাদের ও সবতে নেই।

আশু। দ্যাখ্ সুধো! তুই যদি অমন করবি তাহলে তোর সাম্নে আত্মঘাতী হবো।

সুধা। আমি দিক্সি করেচি—আর ঘৃণ। বোধ হয়।

আশু। আচ্ছা বাবা! কালকের দিনটা চল, তার পর আমিও দিক্সি করবো।

সুধা। তোর মত পাজি আর নেই, এখনও বল্চিস্ দিক্সি করবো?—ছি, ছি।

আশু। আচ্ছা, আমি পাজি, ছুঁচো, ছি ছি, মেগের ভেড়ো। কিন্তু বাবা! তোমায় কাল যেতে হবে?

সুধা। কেন বাবা! তোমার কি ঘরে মাগ নেই, যে বাগানে হিমিকে নিয়ে মজা কত্তে যাবে?

আশু। আমি মাগ চাইনে।

সুধা। মাগ চাওনা কেন? বাপকে একটিন্ দিয়ে নিশ্চিন্ত আচ না কি?

আশু। সে যাহক, তোকে কাল যেতেই হবে।

সুধা।—Thieves are deaf to religious Precepts.

একান্তে অভয়চাঁদের প্রবেশ।

অভ। (উপবেশন ও মন্য গান করিয়া) সুধাচাঁদ বাবু! তোমরা মতীও হবে, উপপত্তিও করবে? আমি

শালা কি নিছক্ সাধ সত্য হবো?—আজ ধরা পড়েচ ।

বাবা ! ডুবে ডুবে জল খেলে গলায় বাধে ।

সুধা । ( ক্রোধে ) তুই ব্যাটাত কম পাজি নস্ । তুই না সত্য হয়েচিস্? তোর সত্যতা কোথায় রৈল, এসেই সুরাপান কল্লি ।

অভ । আচ্ছা বাবা । তোমরা কি এতক্ষণ শুঁকু ছিলে? (গেলাসে মদ্য ঢালিয়া) দত্তজা ! আর রাগ করোনা বাবা ! লুকিয়ে থাক্ছিলে দেখে ফেলিচি, তা আর লজ্জা কল্লে কি হবে? একটুখানি খাও ।

সুধা । মুখের কাছে নিয়ে এলে ফেলে দেব ।

আশু । একটু খাওনা হ্যা ।

অভ । ও ব্যাটা না খাগ্গে । (আশুর প্রতি) তুমি একটু খাওত, লক্ষ্মী দাদা আমার ।

আশু । আচ্ছা দে (গ্রহণ ও সুধার প্রতি) তুমি না খেলে আমি খাবনা ।

সুধা । আবার আমাকে কেন বাবা ?

আশু ।—Friend ought not to disobey friend's offer.

সুধা । আচ্ছা আমি একটু খানি খাব । (মদ্যপান)

আশু । (গ্রহণ ও মদ্যপান, আর কিছু ঢালিয়া অভ-য়ের প্রতি) এইবার তুমি একটু খাও ভাই ।

অভ । ইয়েস্ আই মার্ট ড্রিন্ক্ (মদ্যপান)

আশু । এমন না হলে কি ফেণ্ড ।



সুধা। তোব্যাটাঁরা একেবারে অধঃপাথে গেচিস্।  
 অভ। মহাশয়! আপনি কি উর্দ্ধপাথে আছেন?  
 ক্রেমে ক্রেমে যে অধঃপাথে আস্চেন।

আশু। বড় মজা হচ্ছে, এসময় জানি থাকলে  
 আরো আমোদ হতো! জানি বিনে জান যায় রে সুধো!

সুধা। ধর চেপে।—আজ হেমাঙ্গিনী বিবি আস্চে  
 না কেন, বাছার যে গলা শুথিয়ে উঠল।

আশু। অভয় বাবু! তোমায় একুটি কথা বলি।

অভ। কি কথা? বলোনা লজ্জা কি যাহু?

আশু। (গলায় চাদর ও করদ্বয় যোড় করিয়া) কাল  
 আপ্নাকে আমার বাগানে হেমাঙ্গিনী বিবির সঙ্গে  
 কেলি করবার নিমন্ত্রণ, মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক পদ-  
 ধূলি দিবেন।

অভ। আমি অবশ্য যাব।

সুধা। আশু! ভাই, এখন আমি চলেম পাঁচটার  
 সময় সভায় যেতে হবে।

আশু। একটু বসোনা হ্যা, আমিও যাব এখন।

সুধা। সেখানেত আর মদ নাই।

অভ। আর সতিত্ব ফলিয়ে কাজনেই বাবা, থাম।

আশু। সুধোচাঁদ! এখন চল, আমাদের নূতন  
 বাগনটা বেড়িয়ে আসি গে।

সুধা। আচ্ছা চল। কিন্তু শীঘ্র আস্তে হবে।

[ সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম অঙ্ক।

## দ্বিতীয় অঙ্ক ।



আত্মারাম বাবুর বৈটকখানা ।

আত্মারাম ও ঘণ্টেশ্বরের প্রবেশ ।

আত্মা । ( উপবেশন করত ) বাচস্পতি মহাশয় ! আমার আশুতোষ যে এমন সুশীল হবে তা স্বপ্নেও জানতেন না ।

ঘণ্টে । ( উপবেশন করত ) আপনি কি রূপ আক্ষেপ করেন, রাহু যদিও চন্দ্রকে গ্রাসকরে, পুনর্বার উদ্ধার না কত্ত, তাহলে কি আকাশ মণ্ডলের, পূর্ববৎ মৌন্দর্য থাকতো ?

আত্মা । আশু সুরা নিবারিণী সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করেছে, আর কুসংসর্গে নেই, সেই হাবাতে ছুঁড়িকে ত্যাগ করেছে । আমি ওর এই সব সচ্চরিত্র দেখে, বড় আত্মাদিত হয়েছি ।

ঘণ্টে । উনি যে স্বভাব প্রাপ্ত হবেন তা কারো মনে ছিলোনা । দেব দেব মহাদেব সুপ্রসন্ন হয়ে, সে বাসনা পূর্ণ করেছেন ।

আত্মা। আমার আশুতোষের কিছু দোষ দিতে পারিনে, ওকে পাঁচজনে খারাপ করে তুলে ছিল।

ঘণ্টে। আজ্ঞে ওঁরত কিছু দোষ দেখতে পাইনে। যত সব পাজি লোকেতে নষ্ট করেছে।—আমরা বালক কাল অবধি দেখে আস্চি, কখনও কাকেও চড়া কথা বলেননি, কারো সঙ্গে বিবাদ করেননি, ওঁর মতন শান্ত সুশীল আজকাল মেলা ভার।

আত্মা। ( ঠিটচঃস্বরে )—কেব্লা—কেব্লা—কেব্লা।

নেপথ্যে। আজ্ঞে।

আত্মা। তামাক দিয়ে যা।

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

আত্মা। আরও দেখুন, বাচস্পতি মহাশয়! আশু আজ কাল আমাকে খুব সম্মান করো। ডাকুলে আজ্ঞে বলে কথা কয়।

ঘণ্টে। উত্তম পুষ্প শুদ্ধ হলেও, সৌগন্ধের অন্যথা হয় না। সেই রূপ আশুবাবুর কুচরিত্র হয়ে ছিল বলে যে সত্যতার বৈলক্ষণ হবে, এমন নয়।

কেবলের প্রবেশ।

কেব। [ দুই কল্লেক দুই ছকায় দিয়া ] এই নিন তামাক ইচ্ছে করুন।

[ কেবলের প্রস্থান।

আত্মা ( তামাক টানিতে২ ) আমার যে এতটা টাকা

উড়িয়ে দিয়েচে, তাতে আমি কিছু দুঃখ করিনে, ও যে স্বভাব প্রাপ্ত হল, এই আমার পরম লাভ।

ঘণ্টে। ( তামাকটানিতে ) আপনার লক্ষ্মী অচলা হউন ! আশু বাবু, যদিও বিশ বৎসর ক্রমাগত ঐ রূপ অর্থ ব্যয় করেন, তা হলেও কিঞ্চিৎ ত্রাসের সম্ভাবনা নাই।

আত্মা। তা সত্য বটে, তবু এক একবার ভাবতে হয়। বলেন কি, সাত মাসের মধ্যে ঐ লাক্ টাকা ব্যয় করেছে, একি বলবার কথা।

ঘণ্টে। উনি কি স্বইচ্ছায় ব্যয় করেচেন, পাঁচ ভূতে কুবুদ্ধি দিয়ে নষ্ট করেছে।

আত্মা। সে যাহোক, বাচস্পতি মহাশয় ! আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ভাল, এই যে সুরানিবারিণী সভার যারা সভ্য হয়েচেন, তাঁরা কি পূর্বে সুরাপান কত ?

ঘণ্টে। চোর না হলেই বা জেলে আসবে কেন। পূর্বে সুরাপান কত এখন সভ্য হয়ে ত্যাগ করেছে।

আত্মা। সুরানিবারিণী সভাটি স্থাপিত হওয়াতে দেশের বড় হিত সাধন হচ্ছে। পূর্বে ঐ সভার আমি চাঁদা দিতেম না, এখন আমার আশু ভর্ত্তি হয়ে পর্য্যন্ত কিছু কিছু দিতে হয়।

ঘণ্টে। মহাশয় ! সভাটি স্থাপন হয়েছে বলে যে, সকলেই সুরাপান ত্যাগ করে সভ্য হবে, এ আপনি

বিশ্বাস করবেন না।—এই যে ইংরেজদিগের কত শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে, তবু কি চোরের প্রাদুর্ভাব কম্চে।

আত্মা। একবার চুরি করে জ্ঞান পেলে আর করে না। সে যাহা হউক, আশুর জোক্‌হবার লক্ষণ দেখে আমার বড় ভয় হয়েছে।

ঘণ্টে। সে কিছু নয়, কি ব্যাথা ট্যাথা হয়েছে।

আত্মা। না মহাশয়! বাস্তবিক হয়েছে।

ঘণ্টে। তবে একটু সাবধানে থাকতে বলবেন, যেন ওসব জিনিস না স্পর্শ করে।

আত্মা। হ্যাঁ, সাবধানে রাখতে হবে।

ঘণ্টে। রাম বাবুর কন্টার পুষ্পাংসবের কি আপনার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হয়েছে?

আত্মা। হ্যাঁ, এক খানা বকনো দিয়েচে বটে।—  
এখন আসুন, ঐ বারাণ্ডারদিকে বেড়াইগে।

ঘণ্টে। আজ্ঞা হ্যাঁ চলুন, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

[ উভয়ের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

## তৃতীয় অঙ্ক

আশুতোষ বাবুর বাগানের টেবটকখানা।

সুখাচাঁদ, আশুতোষ হেমাজিনী, ও অভয়চাঁদ  
আসীন।

আশু। (হেমাজিনীর হস্ত ধরিয়া) জানি! আমি  
তোমার বিরহে মরে আছি। তুমি কি আমাকে ত্যাগ  
কল্লো জানি?

হেমা। আমি আর ত্যাগ কল্লুম কেমন করো,  
তোদের বাড়ীতেই ত ত্যাগ করালে। তা বেশ হয়েছে,  
খন মাগ নিয়ে স্থখে থাক্।

সুখা। ওটা অন্তরস্ত, না মুখস্ত?—

হেমা। (ক্রোধভরে) তুই আর জ্বালাস্নি বাবু,  
তোর ট্যাস ট্যাসানি কথা শুনে, আর এখানে আস্তে  
ইচ্ছা করো না।

সুখা। (করযোড়ে) মাসি! আমার সঙ্গে এত  
ঝকড়া কর কেন, আমাকে কি সত্যাত ভাব?

আশু। জানি! আমি মাগ চাইনি, তুমি আমার  
মাগ, তুমি আমার জানি, আমি আর কারেও জানিনি

হেমা। আবার বুঝি, সেই রোগে ধরেচে? দিন কতক ত বেশ চেপে গেছিলি, আমার বাড়ীতে যেতিস্নি, বাইরে রাত কাটাতিস্নি। আবার অমন হলি কেন।

স্বধা। ঐ রোগেইত ঘোড়া মরে।—কেবল ছেলে কঁাদাতে আস্বে—

হেমা। (ক্রোড়ে) না ভাই, আশু বাবু! আমি চল্লুম। অমন করে তাড়ালে কি মানুষ টেক্তে পারে? ওর সঙ্গে চির কালটা বকুড়া হয়।

স্বধা। উচিত কথা বলি, তাইতেইত বনে না।

অভ। ওহে দত্তজা! স্থির হও, বোলতার চাকে খোঁচা মেরো না।

আশু। (উজ্জ্বলস্বরে) ওরে মেদো—

নেপথ্যে। আজে।

আশু। বান্ধুর ভেতর থেকে দুটো নিয়ে আয়ত্ত  
নেপথ্যে। আজে নে জাচ্চি।

হেমা। অভয় বাবু! তোমাকে এত কাহিল দেখা  
কেন ভাই, ব্যায়রান হয়েছিল নাকি?

অভ। কিছু দিন দুদ ভাত খাইয়ে ছিল।—লিবার  
হয়ে ছিল, ধর্ম্মের রক্ষা পেরেচি।

হেমা। তবে তুমি ওসব জিনিস খেওনা।

স্বধা। পানিয়ে দেবেন, পান করবেন না।

আশু। একেবারে ত্যাগ কলে কি মানুষ বাঁচে,  
ক্রমেই ছাড়তে হয়।

সুখা । যেমন আপ্নি।—

দুই বোতল হস্তে মেদোর প্রবেশ ।

মেদো । ( কক্ ইক্ষুরূপ দিয়া উভয় বোতলের কক্ খুলিয়া ) বাবু এই নিন ।

আশু । বামুন ঠাকুরের কাচ থেকে কিছু নিয়ে আয় দেখি।—

মেদো । যে আজ্ঞে ।

[ মেদোর প্রস্থান ।

আশু । ( কিক্কিং মদ্য গেলাসে ঢালিয়া হেমাস্বিনীর প্রতি ) জানি ! একটু খাও জানি ।

হেমা । আগে ভদ্র লোকদের দাও, পরে আমি খাচ্ছি ।

অভ । আপ্নি প্রসাদি করে দিন না ।

হেমা । সেটা ভাল হয় না ।

আশু । নাওনা ভাই, জুড়িয়ে গ্যাল যে ।

হেমা । দে । ( গ্রহণ ও কিক্কিং পান )

খাল লইয়া মেদোর পুনঃ প্রবেশ ।

মেদো । ( খাল রাখিয়া ) আর কিছু আনতে হবে মাশাই ?

আশু । এখন থাক ।

[ মেদোর প্রস্থান ।



সুধা। আশু! তোর পেটে মাংস, আবার তুই মাংস খাবি?

হেমা। কেন হে, পিলে হয়েছে নাকি?

সুধা। না পিলে নয়, পিলের জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠকুৎ।

হেমা। বল কি হে?—না মিচে কথা।

আশু। যদি একেবারে ত্যাগ করি, তা হলে প্রাণ ত্যাগ কন্তে হয়।

অভ। (কিঞ্চিং মদ্যপান, ও কিঞ্চিং গেলাসে ঢালিয়া) আশু বাবু! এটুকু তাত্ত্বিকেশ্বরের চম্ভা-মন্ত্র বলে খেয়ে ফ্যাল। তাতে কিছু হবে না।

আশু। বড় সম্বন্ধী সুধাচাঁদের মান্য না রেখে আমার খায়া উচিত নয়। (অভয়ের হস্ত হইতে গেলাস লইয়া সুধার প্রতি) দাদা! আপনি পান করে কিঞ্চিং না রাখলে, তোমার বোনাই প্রসাদ পায় না। অতএব নাসিকার নিম্নে ঢালিয়া আমাদের বাধিত করুন।

সুধা।—Oh god! the contagious evil of avicious company affects me হে সারদিনিপুত্র ষড়ানন! আমার কিছু মাত্র দোষ নাই।—দে ব্যাটা দে গেলাস দে (গ্রহণ ও মদ্য পান)

আশু। ব্যাটা হলপ পড়ে বুঝি সতী হলি?

অভ। হেমাজিনিবাকি! এসময় তোমার কোকিল স্বরে গান গাওনা ভাই। তুমি বড় চমৎকার গাইতে পার।

হেমা। ওহে, প্রেম সাগরের মাজি, আশু বাবুকে  
বলনা, বেশ গাইতে পারে।

আশু। জানি! আমি কি জানি? আমি কি গান  
জানি?

হেমা।—

গীত ।

রাগিণী পিলু—তাল যৎ ।

আজি কি সুখের নিশি, দেখ যেন না পোহায় ।

সরোজিনী সখা যেন, আরও না প্রকাশ হয় ॥

বলে দিও প্রতি ফুলে, নলিনী রবে কুশলে,

মধু করে দিও বলে, অন্য ফুলে মধু খায় ॥

শশীর সুধাপ্রসবে, সর্বত্র শীতল রবে,

দিবাচরী সবে তবে, হবে নিশাচরী প্রায় ॥

সুধা। বেশ! বেশ! জিতারও বাবা।—বাতাস  
দেরে ঘাম বেরুচ্ছে !

আশু। ( ব্যাজন করিতে ) জানি! তোমার বড়  
কষ্ট হয়েছে।

হেমা। আশু! এখন ভাই আমি বাড়ী যাই,  
আজ শীঘ্র শীঘ্র যেতে হবে।

আশু। এত রাত্তিরে কোথা যাবে জানি?

সুধা। মাসি! ঘরে মেসকে যুম্ পাড়িয়ে এসচ  
নাকি?

হেমা । আর জ্বালাস্নি, বাঃ ।

অভ । বাবা ! যে বাতাস্ দিচ্ছে আপনিই জ্বলে উঠছে, আর কি জ্বালাতে হয় ।

সুধা । মালিনি মাসি ! ধরা পড়েচ তোমার ঘরেই সুন্দর আছে, আর কেন ?

হেমা । আমার ঘরে কেউ আসে নাকি ?

সুধা । আপনার ঘরে নয়, গৃহে আসেন, আর গাড়িতে আপনার ডান্দিকে বসে আসেন ।—সেকি তোমার দাদা হয় !

আশু । (রোদনস্বরে) জানি ! সুধাচাঁদ, কি বলে জানি, তুমি আমাকে ত্যাগ কল্লে জানি ? আমি এখনি মরব, আমি গলায় ছুরি দেব । (ভূমে শয়ন )

অভ । ——— গীত ।

কাণ্ডালী ।

We are passionate প্রাণ, তোমারি কারণ ।

আমাদের leave করে, অন্তে কেন মন ॥

Love করিবার কালে, we have done many play,

Why then ভুলে গেলে, ও বিধুবদন ॥

আশু ! বাঘের ঘরে ঘোঁগে বাসা করেছে ।

হেমা । তোরা এতও জানিস বাবু, মানুষকে কেবল রাগাবে । (আশুর প্রতি) ছি যাছ ! অমন কি কভে আছে, উঠ ।

সুধা । বাবা ! গাছেরও খাবে, তলারও কুড়বে ?

আশু। জানি! আমার প্রেমলাঙ্গিনীর ঘরে যদি কেউ আস্ত তাহলেও আমার হুঃখ হতনা। তুমি যে অপর লোককে ঘরে আস্তে দাও,—আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়।

সুধা।—“And love is still an emptier sound  
The modern fair ones jest:  
On earth unseen, or only found  
To warm the turtle’s nest.”—

হেমা। ও পাগলদের কথা শুনে কি অমন কত্তে আছে?

সুধা। আমার শুনা কথা নয় বাবা! দেখা কথা।

হেমা। আশু বাবু! আমায় গাড়ি করে দাও আমি বাড়ী যাই।

[ কিঞ্চিৎ বেগে হেমাল্লিনীর প্রস্থান।

অভ। কোথায় গ্যাল দেখিগে।

[ অভয়ের প্রস্থান।

সুধা। মামা! আর অরণ্যে রোদন কল্পে কি হবে বাবা? মামি আপনার পথ দেখতে গ্যাচে।

আশু। (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সুধো! হিমি চলে গ্যাছে?—বেটির ভারি অহঙ্কার হয়েছে।—বাগ্-গে। ভাত ছড়ালে কাগের অভাব কি।

সুধা। অমনটি আর মিলবে না।

আশু। ওর মতন ঢের মিলবে।

সুধা। বাবা! সপ্তমের উপর চড়িয়ে ছিলে, অত টান সহাবে কেন, কাজাই ছিড়ে যাবে।—আমিত পূর্বেই বলে ছিলুম যে, বাড়িও না।

আশু। আমি আর ওর বাড়ী যাবনা, এত টাক দিয়ে বেটীকে বশে আনতে পার্লুম না।

সুধা। মাইরি আশু, আমি দেখে আশ্চর্য্য হলুম—বেটীরে কি বিশ্বাসঘাতকী। (স্বগত) বাবা!

এখন পথে এস। (প্রকাশ্যে) বাড়ী যাবিত চল।

আশু। একটু খাবি? অনেকটা আছে।

সুধা। না আর নয়, এখন চল।

আশু। এত রাত্তিরে কোথায় যাবি?—দেখ সুধো! আমার পেটের বাঁ দিকটে বড় জালা কচ্ছে, আমি বুঝি মলুমরে!

সুধা। আয় গাড়ী করে যাব এখন।

আশু। তবে চল। কিন্তু—

[সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

## চতুর্থ অঙ্ক ।



( রাম বাবুর বাড়ীর এক গৃহ । )

প্রেমলাক্ষ্মিনীর প্রবেশ ।

প্রেম । ( স্বগত ) এ ঘরটি খুব নির্জন, কন্মের বাড়ীতেও, লোক নেই । তা এই খানে বসে আপনার মনের দুঃখ ব্যক্ত করি না ।—ঠাকুরঝি কোথায় গ্যাল ? ( কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে ) ও ঠাকুরঝি ! ঠাকুরঝি ! একবার এ ঘরে আয় না ভাই ! ( উপবেশন )

নেপথ্যে । তুই আবারও ঘরে গেচিস ? আচ্ছা আমি যাচ্ছি ।

বিদ্যুল্লতার প্রবেশ ।

বিদ্যু । এখানে কেন লো ? চনা পাঁচালী শুনিগে ।

প্রেম । ঠাকুরঝি ! আমার পাঁচজন যেওর কাছে বস্তে লজ্জা করে ।—আমি যে যেও হয়েও হলুম না ।

বিদ্যু । অমন অমঙ্গলে কথা কি বলতে আছে । একে দাদার যে ব্যাম হয়েছে রক্ষা পাওয়া ভার ।

প্রেম । আমার যে দুঃখ তা আমিই জানি । অন্তে কি জান্বে ?—কাছে বসে গায়ে হাত বুলুতে গ্যালে,

নাথি মেরে তাড়িয়ে দ্যায়। যদি বলি “কেমন আছ”  
তা হলে উত্তর দ্যায় “তোমার তার মতন নয়”।—একি  
সামান্য দুঃখ! একি বলবার কথা! (চক্ষে অঞ্চল  
দেওন)

বিদ্যা। তাই সে দুঃখ আর কল্পে কি হবে। তবু  
দাদা পূর্বের চেয়ে এখন ঢের সুদ্রেচে, হেমাঙ্গিনীকে  
ত্যাগ করেছে, আর মদ খায়না। খালি তোকেই যা  
একটু ভাল বাসে না, এই। তাও হবে।—সবুরে ম্যাওয়া  
কলে।

প্রেম। অসবুরে একটা আমড়াওত ফলবে।—তা  
ঝাহোগ্গে চাপ, পড়লে সবাই বাপকে ডাকে।—  
রক্তের তেজ কমে এয়েচে, তাই জন্ম।—

বিদ্যা। নেড়া কবার বেল তলায় যায়?

প্রেম। ওর কি সে লজ্জা আছে। সেই যে একবার  
ব্যাম হয়েছিল, তখন বলতো—আর মদ খাবনা, আর  
কিছু করবোনা। তবে আবার কেন কলে?

বিদ্যা। সেবারকার চেয়ে এবার খুব শক্ত ব্যাম  
হয়েচে, এতে যা বলচে তা শক্তি করবে।—হরির ইচ্ছেয়  
যেন শীঘ্র শীঘ্র ভাল হয়ে যায়।

প্রেম। অনেক মদ খেলেই ও ব্যাম হবে।

বিদ্যা। বৌ! এখন পাঁচালী গুনিগে চল্‌না।

প্রেম। না ঠাকুরঝি, আমি যাব না।

বিদ্যা। মা আমাদের মাজিয়ে গুজিরে নিমন্ত্রণ

রাখতে পাঠিয়ে দিয়েচে, আমোদের কি কোনের ভিত্তর থাক। উচিত? সকলে আমোদ কচ্ছে, আমরাও যাই চল্।

প্রেম। মার যে অন্যায়, আমার কি আজ আমোদ করবার সময়? আমোদের যে দিন গ্যাছে, সে দিন কেবল হাপুস নয়নে কেঁদেচি, আর মনুকে কত প্রবোধ দিয়েচি। তার ব্যাম হয়েছে, এতেকি আফ্লাদ হয়। সে আমায় হাজার ছুর ছি করুগ, তবু তার জন্ত আমার মন কাঁদে। ( চক্ষে অঞ্চল দেওন )

বিদ্যা। বোঁ! তুই বলিস্ কি? হাজার হোক আপনার ভাতার ত বটে।—সে যদি এক শনিবার না আসে আমার প্রাণের ভিতর যে হুহু করে। আর তুই ত কাছে থেকেও পাস্নি, একি সামান্য দুঃখ। সুখা-চাঁদের আজ কাল বেশ স্বভাব হয়েছে। কামিনীর কপাল ভাল।

প্রেম। ঠাকুরঝি! সুখোদত্তের মাগ না নেমন্ত্রণে এসেচে? তাকে ডেকে আনুনা ভাই।

বিদ্যা। আচ্ছা আমি ডেকে আনি গে।

[ বিদ্যুল্লতার প্রস্থান ।

প্রেম। (স্বগত) কামিনী, একাদশীর পারণ কচ্ছে, আমার যে একাদশী সেই একাদশী, কোন জন্মে আর দ্বাদশী হলনা, আর যে কখনও হবে তার ও আশা



নেই।—ওরে বিধি এই কি তোর স্মবিধি হচ্ছে? অবলা সরলার প্রতি কি এই বিধি? (মৌনে স্থিতি)

কুলের তোড়া হস্তে কামিনীর সহিত

বিদ্যুল্লতার পুনঃ প্রবেশ ।

কামি। সই! কতক্ষণ এসেচিস? এখানে বসে ক্যান্‌লো পাঁচালী শুন্‌বিনি?

প্রেম। (দীর্ঘনিশ্বাস ভাগ করিয়া) তোর মতন যদি মনের আফ্লাদে থাকতুম, তা হলে আমোদ কতুম। আপ্নার মনের দুঃখে রয়েছি বোন্, তা পাঁচালী শুন্‌বো কি।

কামি।—ওকথা বলো না বলো না সই।

শুধু তোমার নয় আমারো ঐ ॥

প্রেম। কেন ভাই, তোমার দুঃখ কি? তুমিত ভাতারের স্মখে আছ।

বিদ্য। কামিনি! কত ঠাকুরের পৌদ পুড়িয়ে যদি ভাতার হাতে পেলি, আবার ঠাউ কত্তেং সত্তি হবে।

কামি। আমি মনে ঠিক দিয়ে রেখেছি, আর হবে না।

প্রেম। কি সে?

কামি। স্মরানিবারিণী সভার সভ্য হয়েছে বলে নিঃস্বন্দহ।

প্রেম । দাগি চোর কি নেই ?

কামি । থাকবেনা কেন ? তার তেমনি সান্ত্বি ।

প্রেম । সে যা হোক, সই ! তোর ভাতারকে কেমন করে বশ কল্লি বল্ দেখি !

কামি । ভাই ! এখনও রাশ মানে না, একদিনঃ খানায় পড়ে ।

বিদ্যু । প্রেম চাবুক লাগালেই বশ হবে ।

কামি । অনেক লাগালে বেতো হয়ে যাবে যে ?

বিদ্যু । বেস্ত বেতোরা খুব খাটতে পারে । তা-  
হলে তোমার পক্ষে হয় ভাল ।

প্রেম । সই ! কি রকম করে হাত কল্লি বল্ না  
ভাই ?

কামি । আমি একদিন তার স্নমুখে বল্লুম যে,  
আমি মরবো, বলেই কল্লুম কি খানিক হন্তেল, আর  
খানিকটে তেল, তাতে কিছু চুন দিয়ে মিছে মিছি  
খাবার উদ্যোগ কচ্চি, এমন সময় আমার হাত ধরে  
বল্লে, “প্রিয়ে ! আমার হাতে দড়ি দিওনা ; আর আমি  
বাইরে ইয়ারকি দেবনা, আর মদ খাবনা, এই স্মরা-  
নিবারিণী সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে আসিগে”  
—বলেই চলে গ্যাল । সেই অবধি আর কিছু দেখতে  
পাইনে ।

প্রেম । আমার ভাতার সে খেতের মানুষ নয় ।  
সে পঞ্চখেতে, তা থেকে সোনা বার করা বড় শক্ত ।

বিদ্যা। না হয় কামিনীকে ফুরিয়ে দে।

প্রেম। বিশ্বাস হয় না।

বিদ্যা। সে ভয় করিস্নিলো, কামিনীর পেট ভরা আছে।—ভরা পেটে গোবর গন্ধ!

প্রেম। হাজার পেট ভরা থাক্, তবু কি মানুষ পান-টাও খায় না। যদি পান খাওয়া গোচ করে? (সকলের উচ্চহাস্য)

বিদ্যা। সে যাহোক, কামিনি! তোকে এত কাহিল দেখ্চি কেন ভাই?

প্রেম। ঠাকুরঝি! তাও জান না, উপসের পর অধিক খেলিই পেট ছেড়ে দায়।

কামি। তুমিই হও, আর আমিই হই, তারি খিদে পেলে কি আদপেটা খেয়ে উঠতে পারা যায়?

বিদ্যা। কামিনি! বৌ কে না হয় দিন কতকের জন্ম ধার দে, এরপর সুদ সুদ্ব নিস্।

নেপথ্যে। দত্তেদের বাড়ীর বৌ আর চৌধুরীদের বাড়ীর বৌ সকল কোথায়।—ও গো ওঘরে দত্তেদের বাড়ীর আর, চৌধুরীদের বাড়ীর বোয়েরা কেও আছ গা?

কোমরে অঞ্চল বেষ্টিত

রাধামণীর প্রবেশ।

রাধা। এই যে মা সকলেরা এখানে আছে! উপরে

াত হয়েচে যে, শীঘ্র শীঘ্র খেয়ে নেবে চল । এর পর  
পাল্কি পাবে না ।

প্রেম । আমরা এখন খাবো না, আর একটু  
পরে যাচ্ছি ।

রাধা । না মা, এখন পাঁচ জনে বসেচে তাদের  
সঙ্গে বসলে কেমন হয় ।

বিদ্যা । পিসি মা ! পাঁচালী কি ভেঙ্গে গেছে ?

রাধা । হ্যাঁ মা এই ভাঙচে । এখন এস শীঘ্র ।

[ সকলের প্রস্থান ।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

অন্তঃপুরস্থ গৃহ ।

আশুতোষ শয্যায় শয়ান, একপাশে প্রেমোলা-  
ঙ্গিনী, অপর পাশে সুরমা আসীন ।

আশু । (রোদনস্বরে) মা ! আমি যাই যে ! আমার  
কি হলো ?—আমার কি হলো গো-কি হলো !—কত

ডাক্তার, কত বদ্যি, কিছুতেই কিছু হলোনা, এখন মরণটা হলেই বাঁচি !—পাজি লোকেরা—মদ খাইয়ে২ আমাকে এমন কল্লে গো—এখন যে আমার এমন ব্যাম হয়েছে তা কেউ চেয়েও দেখে না।—উঃ !—উঃউহ্ ! ( পার্শ্ব পরিবর্তন করণ ) পেটের আলায়—প্রাণ বেরিয়ে গেল।—আর বাঁচিনে গো !—হে জগদীশ্বর ! আমার কি কল্লেন ? আমি জন্মে২ কত পাপ করেছিলেম তাই এত কষ্ট পাজি—আরও যে কত সহ্য কত্তে হবে তা বলতে পারি না। ( পার্শ্ব পরিবর্তন )—মা ! গেলুম গো একবার চেয়ে দেখ !

স্বর। বাবা আশু ! তুই আর অমন করে কাৎ-রাস্নি, দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। বাবা পই২ করো মানা করেছিলেম যে, ও সব কায় করো না, কেন বাবা কল্লে ?—এখন আমি কি করবো ?

আশু। মা !—

স্বর। কেন বাবা !

আশু। একটু জল দাও—তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে গো !

স্বর। বো মা ! ঐ কুজ থেকে একটু জল এনে দাও ত।

প্রেম। ( স্বগত ) হে হরি ! মুখ রক্ষা কর ! তোমায় শপাঁচ টাকার হরির নোট দেব। ( জল লইয়া স্বরমার প্রতিমূহুরে ) এই নাও, জল দাও।

স্বর । ( গ্রহণ করত ) এই নাও বাবা, খাও ।

আশু । জল কৈ ? একটু খানি জল যে, এ খেয়ে  
আমার কি হবে !

স্বর । বাবা একটু খানিই খাও ।

আশু । তবে যাঃ, আমার জল কাজ নেই !

স্বর । দাও বৌ মা, আর একটু জল দাও ।

প্রেম । ( স্বগত ) কত জল খাবে । ( জল দেওন )

আশু । ( জলপান ) আঃ ! বাঁচ্লেম !—মা ! আজ  
কোন ডাক্তার আসবে ?

স্বর । এক সাহেব ডাক্তার, আসবার কথা আছে ।

আশু । আর ডাক্তার কাজকি, আমি কি বাঁচব ।

স্বর । বাবা ! অমন কথা কি বলতে আছে । সে  
সাহেব মস্ত ডাক্তার, একদিনে ভাল করবেন ।—তিনি যা  
বলবেন তাই করো, আপনার ইচ্ছেয় কাজ করো না ।

প্রেম । ( স্বগত ) ডাক্তার বলে যায় আর মদ খেওনা,  
তাই আগে করবে, তাতে কি ভাল হয়ে থাকে ।

নেপথ্যে । ওগো কে ঘরে আছ, সরে যাও ডাক্তার  
সাহেব যাচ্ছেন ।

স্বর । বৌ মা ! ঐ বুঝি ডাক্তার আস্চে. চল আমরা  
সরে যাই ।—বাছার যে কি ব্যাম হল, কোন ডাক্তারে  
কিছু কত্তে পাল্লেন না । মদখেয়ে শরীরটাকে উচ্ছন্ন  
দিলে ।

[ একান্তে উভয়ের প্রস্থান ।

ডাক্তার সাহেব, অন্নদা, ও আত্মারামের প্রবেশ ।

অন্ন । Here sir ( দর্শায়ন )

ডাক্তা । ( চেয়ারে উপবেশন করিয়া ) What's the matter baboo ?

আশু । আঃ ! বড় ব্যায়ারাম ।

ডাক্তা । Who was treating him ?

আত্মা । ( অন্নদার প্রতি ) সাহেব কি বলচে শুন ত বাপু ।

অন্ন । ডাক্তার হরিমোহন রায় ।

ডাক্তা । বাবু ! তোমার হাতটি দেখি একবার ?  
( হাত দেখিয়া অন্নদার প্রতি ) well, let me see the medicine ?

অন্ন । ( ঔষধের শিশি হস্তে দেওন )

ডাক্তা । ( আত্মান লইয়া ) yes ! take it. ( অন্নদার হস্তে দিয়া উত্তম রূপে বক্ষ ও উদর পরিক্ষণান্তর স্বগত )  
Oh ! case stands very severe ! ( প্রকাশে ) Bring some paper

আত্মা । সাহেব কি বলছেন ?

অন্ন । একটু কাগজ চাইচেন ।

আত্মা । এই নিন । ( কাগজ মসিধার ও লেখনি সাহেবের হস্তে দেওন )

ডাক্তা । ( প্রেক্ষিপ্সন্ লিখিয়া ) মদ অধিক দেবে না ।

আশু । তবে—আমায়—মেরে ফ্যালবার ঔষদ দিয়ে যাও ।—একটু খেলেও কি দোষ ?

আত্মা । সাহেব যা বল্‌চেন শুন না । তবে আরাম হবে কিসে ।

আশু । সাহেবের যে অন্তায় বলা, আমার হচ্ছে মদের নাড়ি, আমি একটু না খেলে কি বাঁচব ।

আত্মা । ছি বাবা ! এই না সব ত্যাগ করে ছিলে, আবার কেন নাম কচ্চ ?

ডাক্তা । (অন্নদার প্রতি) Then you may give him very little at a time.

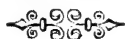
আত্মা । (ডাক্তারের হস্তে টাকা দিয়া) মহাশয় ! কালআপ্নাকে আস্তে হবে ।

ডাক্তা । আচ্ছা আসব । (সেথহ্যাণ্ড করিয়া গমন) ।

[ সকলের প্রস্থান ।



## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক :



প্রেমোলান্ধিনীর শয়ন গৃহ ।

সুরমা ও নবমল্লিকার প্রবেশ ।

সুর । আমার আশুর যে এ ব্যাম ভাল হবে, তা মনে ছিলোনা, হরিপ্রসন্ন হয়ে মুখ রেখেচেন ।

নব । উঃ ! এবার কি কম শক্ত ব্যাম হয়েছিল, এ



রোগে যে রক্ষা পেয়েছে, পুনঃজন্ম বলতে হবে। কার্ত্ত মনে ভরসা ছিলনা। ডাক্তার খুব ভাল করেছে।

স্বর। বাছা যে রকম কাহিল হয়েছে, সোদরাতে ছুঁমাস যাবে। কিছু খেতে পারে না, সকল সামিগ্রীতে অরুচি হয়েছে।

নব। ব্যায়ারমটা গ্যাল কেমন, খেতে পারবে কোথ্যে-কে।—যোমে মানুষে টানাটানি।

স্বর। আশুর আজ কাল উত্তম স্বভাব হয়েছে, পূর্বে বৌকে যেমন ভাল বাসত, আজ কালো, সেই রকম হয়েছে। আ হা! বৌকে যেমন সোনার চক্ষে দেখে চে, হরি করে যেন আর না কুবুদ্ধি হয়, তাহলে ভাল।

নব। ডাইনের মায়া কদিন থাকে?—দিন কতক পরে দেখো যেমন তেমনি হবে।

স্বর। এবার হবার ত কোন লক্ষণ দেখতেপাইনে। তবে বলতে পারিনে মা।

নব। ঈশ্বর করুণ যেন আর না হয়। তবে কি না মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় ন, একবার চোর হয়ে যে পুনর্কীর সাধ হয়, তাকে কি সাধের মত বিবেচনা করা যায়?

স্বর। আমার আশু যে এত মন্দ হয়েছিল, তবু কি আমি বাছাকে হেনস্তা কতে পেরে ছিলাম। মন্দ হোগ সোন্দ হোগ দশ মাস দশ দিন উদরে স্থান দিয়েচি, সন্তান ত বটে।

নব ।—কুপুঞ্জ যদি হয়,

কুমাতা কভু নয়,

এত কথায়ই আছে ।

স্বর । বৌ আমার সতী-লক্ষ্মী—আশু হাজার মুক্  
করুক বুক্ করুক, তবু তার মুখ চেয়ে আছে ।—বাছা  
ভাতারের যে কেমন সুখ তা জানে না । চির কালটা  
কেঁদে কেঁদে কাটিয়েচে, তার মতন গুণের বৌ কি আর  
হবে? অন্য মেয়ে হলে, কুলে কালি দিত ।

নব । হাঁ তা সত্যি বটে, ঠাকুরঝির মতন আজ কাল  
মেলা ভার । এমন যে ভাতার ঘরে থাকৃত না তবু,  
বাপের বাড়ী গিয়ে এক দিনের তরে থাকতে পারত  
না । বলত আর্মি যে দিনান্তে একবার আদ্বার দেখতে  
পাই আমার সেই ভাল ।

স্বর । এই ব্যারারামের সময় আশু কত দূর ছি কন্ত,  
তবু বৌ আমার ছুটে গায় হাত বুলুতে যেত, মুখটি  
পানে চেয়ে থাকৃত ।—সে যাহোগ মা ! এম অনেক  
রাত হয়েছে । পাল্কি এল কিনা দেখিগে ।

নব । হাঁ চল ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

প্রেমোলাঙ্গিনীর প্রবেশ ।

প্রেম । (স্বগত) আহা ! বিধাতা সুপ্রসন্ন হয়ে এত

দিনের পরে বিরহিণীর দুঃখ দূর কল্লেন। এমন সুখের দিন যে হবে তা স্বপ্নেও জানি না।—আর বিধি প্রতিবাদী হতেই বা কতক্ষণ।—হে প্রভু কন্দর্প! আপনি এ হত ভাগিনীকে আর যত্ননা দিচ্ছেন কেন ঠাকুর? আমি অতি বিরহিনী তৃষ্ণায়ুক্ত চাতকিনীর ন্যায় ছিলাম, এখন যদি মিলেয়ে দিয়েছেন, তবে কেন তৃষ্ণা নিবারণ না হয়? আপনি কি আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা কচ্ছেন? আর মুখের গ্রাস কেড়ে নেবেন না। যাহোগ এখনও যে ঘরে স্নতে আস্চে না?—তবে আমি ঘুমুই।—কিন্তু একলাটি ঘুম হবে না।—কি আশ্চর্য্য! মন! তুমিত পূর্বে তার জন্তে সোবার অপেক্ষা কতে না।—একুলাই স্নয়ে কাঁদতে, মনকে কত প্রবোধ দিতে। এক দিন তোমার সঙ্গে ভাল রূপ কথা কয়েচে বলে একেবারে ভুলে গেচ?—ছি-ছি ভুলোনা? পুরুষ অবিশ্বাসী জাত। ডাঁড়ে বসে ছোলা খায় রাধাকৃষ্ণ বলে, আবার অম্নি শিকল কেটে উড়ে যায়।—এই যে আস্চে।—এখন আমি বসি দেখি কি বলে। ( উপবেশন

আশুতোষের প্রবেশ।

আশু। প্রিয়ে! এমন করে বসে রয়েচ কেন?  
আমার উপর কি রাগ করেচ?

প্রেম। আমি মনের দুঃখে বসে আছি।

# মানিনী ।

গীতিকা ।

শ্রীহরিনোহন রায় প্রণীত ও প্রকাশিত ।

“ প্রিয়ে চাক্ষুশীলে ! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং । ”

জয়দেব

কলিকাতা ।

ত্রিযুক্ত দীপকচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে  
ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ।

সন ১২৮১ সাল ।



# উপহার

০০১০১০০

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে,

এত্বকার

“মানিনীকে”

আদরের

সহিত

সমর্পণ করিল ।



# ভূমিকা ।



“ অপারা,” অর্থাৎ বিশুদ্ধ গীতিকা, এ পর্য্যন্ত কেহই প্রণয়ন করেন নাই। বহুদিবস হইল, আমি জানকী-বিলাপ নামে একখানি গীতিকা রচনা করি। স্বর্গীয় বাবু শ্যামচরণ মল্লিক মহাশয় নিজব্যয়ে সমধিক উৎসাহের সহিত উক্ত গীতিকার অভিনয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে জানকী-বিলাপ খানি কথঞ্চিৎ “অপারার” আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল। প্রায় দশ বারো বৎসর অতীত হইল, উক্তরূপ গীতিকার অভিনয়ে আর কেহই যত্নবান হন নাই। ১২৮১ সালের আশ্বিন মাসে, প্রধান জাতীয় নাট্যশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন নিউগী—“সতী কি কলঙ্কিনী” নামে একখানি গীতিকার অভিনয় করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানিও “জানকী-বিলাপের” কথঞ্চিৎ আদর্শস্বরূপ। তথাচ ভুবন বাবুকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি যে তিনি গীতিকার অভিনয়ে সমধিক যত্নবান হইয়াছিলেন। “সতী কি কলঙ্কিনী” যদিও বিশুদ্ধ “অপারা” নহে, তথাচ অভিনয় মনোহর নাই, দর্শকগণের হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল। বাহা হউক “সতী কি কলঙ্কিনীর” রচনার দোষ গুণ বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে।



আমিও যে “মানিনীর” সমুদয় অঙ্ক বিশুদ্ধরূপে সুসজ্জিত করিয়াছি, তাহাও বলিতে পারি না, কারণ বঙ্গদেশে সঙ্গীতশাস্ত্রের বেরূপ শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে ততদূর আশা করা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, “অপার” যে প্রণালীতে রচনা করা আবশ্যক, তাহার কিছু মাত্র ত্রুটি করি নাই। এখন “আমার কপাল আর পাঠক মহাশয়দের হাতযশ।”

অবশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে, সঙ্গীত শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, ও তদীয় শিষ্য শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়েরা, যত্নপূর্ব্বক “মানিনীর” গান গুলিকে, সুর এবং তালে সুসজ্জীভূত করিয়া দিয়াছেন। আমি সেই সাহসে সাহসী হইয়া “মানিনীকে” পাঠক মহাশয়দিগের করকমলে সমর্পণ করিলাম। প্রার্থনা “মানিনীকে,” অমূল্যনয়নে নিরীক্ষণ করিলে সমুদয় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিয়া চরিতার্থ হইব।

শ্রীহরিমোহন রায়

# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

শ্রীকৃষ্ণ

দ্রুপদ ।

রাধিকা ।

চন্দ্রাবলী ।

বৃন্দ ।

অশ্বালিকা ।

ললিতা ।

মাধবিকা ।

বিশাখা ।

লবঙ্গিকা ।





# মানিনী ।

## প্রথম অঙ্ক ।

যমুনাগুলিন ।

কদম্ব বৃক্ষতলে বংশী-হস্তে অীকৃত দণ্ডায়মান ও বংশীবাদন

বৃন্দে ও ললিতার প্রবেশ ।

ইমন কল্যাণ ।—আড়াঠেকা ।

বৃন্দে ।      কেন হে নাগর রায়,  
বাঁশরিটা ধরে, সুমধুর স্বরে,  
ডাকিতেছ শ্রীরাধায়,—  
কুলের কামিনী, রাধা বিনোদিনী,  
মরে গুরু গঞ্জনায়ে ।

---

ইমন কল্যাণ ।

ওহে শ্যাম এ তোমার ব্যভার কেমন ;  
ললি। রাধা বলে কেন ডাক যখন তখন ?

ক

ঝিঝিট।—কাওয়ালি।

কৃষ্ণ। সখি! কি দোষ আমার.

রাধা নামে সাধা বাঁশী বাজে অনিবার।

সখি! সদা মনে করি, বাজাব না নাম ধরি,

এমন নিলাজ বাঁশী কোথা আছে কার?

ঝিঝিট।

এমন নিলাজ বাঁশী সজনি,

না বাজালে তবু বাজে অমনি।

ঝিঝিট।—কাওয়ালি

ললি। কত ছল জান রসরস,

ভূলায়েছ শঠতায় ব্রজ-ধোপিকার

রুন্দে। সখা হে বাঁশরী তব পূর্ণ ছলনায়,

ললি। মজাতে বসেছ তাই ব্রজ-ললনায়।

রুন্দে। ক্ষমা কর রসরাজ ধরি তব পায়,

ঘরে পরে তিরস্কার সহ্য নাহি যায়।

খাওয়াজ।—কাওয়ালি।

কৃষ্ণ। ভাল বাসি প্রেয়সী রাধারে,

তাই কি গো সহচরি! দুষিছ আমারে?

উভয়ে । ভাল হে চিকণ কালা, আমরাও ব্রজবালা,  
ভজনা কি করিনে, তোমারে ;  
এতই কি ভাল বাস শ্রীমতী রাধারে ?

—  
খাষাজ ।—ঠুংরি ।।

কৃষ্ণ । না না সখি ! তাতো বলি নাই,  
আগেতে তোমরা, শেষে প্রাণাধিকা রাই ।  
উভয়ে । জেনেছি হে বনমালি, কেন কর চতুরালি,  
পথ ছাড় জল লয়ে গৃহে চলে যাই ।

—  
পিলু ।—একতানা ।

কৃষ্ণ । সখি ! মিনতি করি, চরণে ধরি,  
ক্ষমা কর অপরাধ রোষ পরিহরি ।  
উভয়ে । যে ধরে হে পায়, তাহার কথায়,  
কে কোথায় রাগ করে হে হরি !

—  
বারোয় ।।

কৃষ্ণ । তবে সখি ! মিনতি আমার,  
হৃদে । বল কি করিতে হবে ওহে গুণাধার ?  
কৃষ্ণ । যে মম তনুর আধা, যার প্রেমে আছি বাঁধা,  
মালি । বল হে চতুররাজ, কি নাম তাহার ?

কৃষ্ণ । বৃন্দাবন বিলাসিনী, প্রেমময়ী কমলিনী ;

বৃন্দে । পরের রমণী সেই রমণীর সার ।

কৃষ্ণ । আমি জানি কমলিনী, মম প্রেমসোহাগিনী,

ললি । মনে মনে লক্ষা ভাগ, দেখি যে তোমার ।

কৃষ্ণ । ( বৃন্দের কর ধারণ করিয়া । )

সে ধনে মিলায়ে মোরে, বেঁধে রাখ প্রেম ডোরে,

দুখের দুখিনী তোমা বিনে কেবা আর ।

বৃন্দে । দুঃখ ধরে হাসি পায়, যেও যেও রসরায় ;

আজ রাই কুঞ্জে করিবেন অভিসার ।

বাহার ।—কাওয়ালি ।

কৃষ্ণ । সুখের সাগরে মন ভাসিল,

সুখের লহরী কত উঠিল ।

উভয়ে । গিয়ে প্রাণ বঁধু, পান করো মধু,

যাই, দিনকর অন্তে চলিল ।

[এক দিক দিয়া বৃন্দে ও ললিতার এবং

অপর দিক দিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান ।

ইতি প্রথম অঙ্ক ।

মানিনী ।

## দ্বিতীয় অঙ্ক ।



চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ ।

চন্দ্রাবলী ও অম্বালিকা আসীন ।

নেপথ্যে বংশীধ্বনি ।

বেহাগ ।—একতালা ।

চন্দ্রা ।    সখি ! ওই শুন শ্যামের বাঁশরী ;  
              বাড়িল কাঁচলি ডোর খসিল কবরী ।  
বঁধুর বাঁশীর গান, কেড়ে লয় মনঃপ্রাণ,  
              লাগিল রে প্রেমবাণ, উছ মরি মরি!



বেহাগ ।

সখি ! শুনিলে শ্যামের বাঁশীর ধ্বনি,  
স্থির হতে পারে কে হেন ধনী ?  
অম্বা। চল সখি তবে ত্বরায় যাই,  
              আনিগে ধরিয়ে প্রাণ কানাই ।



ঝিকিট ।

চন্দ্রা ।    সখি ! কুম্বতো নহে আমার,  
অম্বা ।    তবে সখি ! কার ?  
চন্দ্রা ।    বলিব কি কার ?



ঝিকিট ।—যৎ ।

সখি ! ক্লেশধন নহেত আমার,

এ দুরাশা মন হতে কর পরিহার ।

রূপেগুণে মহীধন্যে, বৃষভানু রাজকন্যে,

কালশশী তাঁর জন্যে, ব্রজে অবতার ।

ঝিকিট ।

শ্রীনন্দ-নন্দন হরি, জগত-দুর্লভ,

একা সখি ! নহে মম প্রাণের বল্লভ ।

স্মরট ।—কাওয়ালি ।

অম্বা । সখি ! সেই শ্রাম গুণময়,

রাধিকার প্রাণধন, তোমার কি নয় ?

জানি জানি সহচরি ! অখিলের পতি হরি,

কিন্তু সখি ! ব্রজরাজ, ভকত-আশ্রয় ।

নেপথ্যে পুনর্বার বংশীধনি ।

লুম ।

চন্দ্র । ওই শুন বাঁশরীর ধনি,

অম্বা । দ্বারের নিকটে গিয়ে, থাকি পথ আঙুলিয়ে,

দেখিব কোথায় যায় শ্রামগুণমণি ।

( দ্বারের নিকটে উভয়ের আগমন ও  
সতৃষ্ণভাবে নিরীক্ষণ । )

## শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

চন্দ্রা । ( শ্রীকৃষ্ণের করধারণ করিয়া । )

বেহাগ ।—আড়া ।

কোথা করিছ গমন,

নটবর বেশে কার ভুলাইতে মন ।

অম্বা । কার ভাবে রসরাজ, ধরেছ মোহন নাজ,

কোন্ ভাগ্যবতী আজ পাবে শ্রীচরণ ।

বেহাগ ।

কৃষ্ণ । না না সখি ! এমন কোথায় বড় নয়, ( অধোবদন )

অম্বা । না বলিলে যাইতে পাবে না রসময় !

বেহাগ ।

চন্দ্রা । বুঝেছি বুঝেছি শ্যাম,

চলেছ রাধার পুরাইতে মনস্কাম ।

বদন তুলিয়ে চাও, কেমনে যাইবে যাও,

দেখি আজ অধিনীরে হয়ে সখা ! বাম ।

কৃষ্ণ । ( চন্দ্রাবলীর চিবুক ধরিয়া । )

বারোয়াঁ । — ঠুংরি ।

আজ ছাড় বিধুমুখি ! মিনতি আমার,  
কাল আসি মনোরথ পূরাব তোমার ।

অম্বা । তুমি অরসিক বঁধু, প্রফুল্ল কমল মধু,  
ছি ছি সখা ! যেতে চাও, করি পরিহার ।

ইম্নি ।

এতই কি রূপবতী, কমলিনী রাই,  
ছলনা ছাড়হ চল নিকুঞ্জে কানাই ।

ক্লম্ব । না না সখি ! ও কথা বলোনা তুমি আর,  
চন্দ্রাবলী কমলিনী, সমান আমার ।

বিশেষ কার্যের তরে, যাইব হে স্থানান্তরে,  
নতুবা হে রত্ন কেবা, করে পরিহার ?

সিন্ধু ।

অম্বা । শ্যাম ! তুমি হে চতুররাজ,

চন্দ্রা । সখি ! বৃথা প্রেমে কিবা কাষ,

অম্বা । তবে আর কেন সখি ! পথ ছেড়ে দেও না

চন্দ্রা । যা ইচ্ছে তোমার কর, ( অধোবদন )

অম্বা । আমার বচন ধর,

ভাল করে শঠরাজে প্রণয় শিখাও না ।

শঙ্করা ।—আড়া ।

অম্বা । ধরিয়ে রাখিব বঁধু কভু না ছাড়িব,  
 মনিময় হার করি গলেতে পরিব ।  
 নিয়ত বাসনা মনে, হৃদয়-নিকুঞ্জ-বনে,  
 বসাইয়ে তোমা ধনে, অঁাখি ভরি হেরিব

শঙ্করা ।

কৃষ্ণ । সখি ! আমার বাসনা তাই,  
 অম্বা । তবে কেন হে কানাই ?  
 চন্দ্রা । কুঞ্জে বুকি অভিসার করেছেন রাই ?  
 কৃষ্ণ । না না প্রিয়ে ও কথায় প্রয়োজন নাই ।

বাহার ।—ঘণ ।

চন্দ্রা । আমরা কি ওহে হরি নহি অভিসারিকা,  
 এতই কি প্রেমডোরে বেঁধেছে সে নারিকা ?  
 তব লাগি রসরাজ, ত্যজি কুলশীল লাজ,  
 এসেছি কাননে যেন, শুক হারা শারিকা ।

পরজ ।—একতাল ।

অম্বা । ওহে শ্যাম রসময়,  
 জগতের জন, জগত জীবন,  
 কেন হে তোমারে কয় ?

শুনেছি পুরাণে, পরশে চরণ,  
 অহল্যা পাষাণী হইল মোচন,  
 তবে কেন সখা ! কিসের কারণ,  
 জানকী যাতনা নয় ?

—  
 কালেংড়া ।

ছলনায় শঠরাজ ভরা তব মন ;  
 কৃষ্ণ । ও কথা বলোনা আমি ভক্তজনধন ।  
 অম্বা । আমরা কি ভক্ত নই ?  
 কৃষ্ণ । কে বলে হে প্রাণ মই ।  
 অম্বা । তবে কুঞ্জে চল নটবর,  
 কৃষ্ণ । সখি ! যা ইচ্ছে তোমার কর ।  
 অম্বা । ( শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর করধারণ পূর্বক

পুষ্পময় শয্যায় বসাইয়া । )

বাহার ।

কিবা অপরূপ শোভা হইল ;  
 নিরখি নয়ন মন ভুলিল ।

মালা হস্তে মাধবিকা ও লবঙ্গিকার গান  
ও নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ ।

---

সিকু-পিলু ।—ঠংরী ।

ভয়ে । শিখাব চতুররাজে সহচরি,  
শ্রাম রসময় গুণের আধারে ;  
প্রেমডোরে বাঁধি হৃদয়-মাঝারে,  
লোচন প্রহরী করি রব ধরি ।

বাহার ।

মাধ । সখি ! এই যে নিকুঞ্জে আজ শ্রাম গুণময়,  
লব । কোথাকার চাঁদ সখি কোথায় উদয় ।  
অম্বা । এইরূপ সুখ যেন চিরদিন রয়,  
রুম্বা । সুধু তোমাদের সখি । আমার কি নয় ?

---

খাষাজ ।—খেম্টা ।

মাধ, লব । সখি ! পরো গো মালা স্মৃচিকণ,  
দেখিয়ে জুড়াক প্রাণ জুড়াক নয়ন ।  
কাননে কাননে বুলি, নানা জাতি ফুল তুলি,  
গেঁথেছি মোহন মালা, ভুলাইতে মন ।

( উভয়ে কৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর গলে মালা  
প্রদান পূর্ব্বক গান ও নৃত্য । )

---

সাহানা ।—খেমটা ।

দেখিয়ে মন ভুলিল ।

যুগল নয়ন রূপ-সাগরে ডুবিল ।

নব জলধরমাঝে, দামিনী কামিনী সাজে,

যেন নীল জলে কমল ভাসিল ।

উভয়েতে চাঁদ চকোরে মিলিল ॥

---

পরজ-কালেংড়া ।

মাধ । সখি আজ ছেড়না গো মনচোরে,

লব । বেঁধে রাখ প্রেম-ডোরে ;

অম্বা । ছেড়ে দিব নিশিতোরে ।

রামকেলি ।—তেতাল ।

কৃষ্ণ । প্রিয়ে ! ওই দেখ নিশি ভোর হইল,

কুল রবে পিককুল ডাকিল ।

যামিনী কামিনী লয়ে, চন্দ্র ত্রিয়মাণ হয়ে,

তরুণ অরুণ ভয়ে, অস্তাচলে চলিল ।

অন্ত হেরি শশধরে, বুঝি অভিমান ভরে  
চরম সিন্ধুর নীরে রাই শশী ডুবিল ।  
( সলজ্জায় না না )  
চরম সিন্ধুর নীরে, নিশাদেবী ডুবিল ।

—  
রামকেলি ।

অম্বা । খানিক থাক হে বঁধু ! আছে হে যামিনী,  
মাধ । কোথা যাবে বনমাঝে ফেলিয়ে কামিনী ।  
নব । তব মানে গুণমণি আমরা মানিনী ।  
চন্দ্র । সবে জানে রাই তব প্রেমসোহাগিনী ।

—  
ললিত ।

কৃষ্ণ । এখন বিদায় দেও ভবনেতে যাই,  
মাধ । সে কি হরি নিকুঞ্জেতে একাকিনী রাই ।  
অম্বা । একান্ত যাবে হে তবে যাও হে কানাই,  
চন্দ্র । দাসী ব'লে মনে রেখ এই ভিক্ষা চাই ।  
কিন্তু সখা ! ছেড়ে দিতে অভিলাষ নাই ।  
কৃষ্ণ । ( চন্দ্রাবলীর চিবুক ধরিয়া )  
আমার হে প্রিয়তমে অভিলাষ তাই ।

[ শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান ।

থ



অম্বা । চল গো সজনি ! সবে গৃহে ফিরে যাই,  
মাধ, লব । আর কেন যদি গেল চলিয়ে কানাই

[ সকলের প্রস্থান ]

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক ।

## তৃতীয় অঙ্ক ।



নিধুবন ।

রাধিকা, রুদ্দে, ললিতা ও বিশাখা আসীনা ।

ললিত ।

রাধা । লাজে মরি সহচরি,

রুদ্দে । কে জানে এমন হবে অভিসার করি ।

রাধা । ত্যজিলাম কুল লজ্জা, করিলাম বাস সজ্জা,

ললি । ( রুদ্দের প্রতি )

কখন আসিবে কুঞ্জে মনচোর হরি ।

বাধা । সাজিহু মোহন সাজে, ভুলাইতে রসরাজে,

বিশা । সকল হইল রথা, তাঁর আসা আশা করি ।



ললিত—আড়াঠেকা ।

রাধা । সই ! কই সে কাল শশী,

ওই দেখ অস্তাচলে চলিল গগন-শশী ।

সয়ে কত তিরস্কার, করিলাম অভিসার,

গৃহে ফিরি যাই চল, কার আশ্বাসে আছ বসি ।

যোগিয়া ।

বুন্দে । কেন ভাব বিধুমুখি ! আসিবে কানাই  
ললি । এখনো রজনী আছে ভোর হয় নাই ।  
বিশা । ওই দেখ শশধর, বিতরিছে স্নিগ্ধ কর,  
ক্ষণেক ধৈর্য ধর, বিনোদিনী রাই ।

যোগিয়া—মৎ ।

রাধা । ধৈর্য ধরিতে নারি বিনে প্রাণ কালিয়ে ;  
যামিনী কামিনী সহ যায় শশী চলিয়ে ।  
“পিকের কলরব, গুঞ্জরে অলি সব,  
অনলে দেয় দেহ জ্বালিয়ে ।  
মালতী ফুলমালা, যেন বিছার জ্বালা,  
গরলে গেল দেহ গলিয়ে ।”  
পর প্রণয় রসে, পর প্রণয় বশে,  
রহিল কালা মোরে ভুলিয়ে ।  
সখিরে ! রতিপতি, যাতনা দেয় অতি,  
মানে না মানা নারী বলিয়ে ।

—  
বিভাষ ।

বুন্দে । রাই সুধামুখি ! ধৈর্য ধর,  
ললি । এখনো রজনী, আছে গো সজনি,  
আসিবে নিকুঞ্জে, শ্রাম গুণাকর ।

বিশা । প্রেমময়ি রাধা, তব প্রেমে বাঁধা ।

আছে নিরন্তর সেই নটবর ।

বিভাষ—যৎ ।

রাধা । সখি ! সে লম্পটরাজ, নাহি তার তয়লাজ ॥

“বুঝি কেবা পেয়ে লাগ, মোর মাথা খেয়েছে।”

শ্রাম প্রেম-সরোবরে, প্রগাঢ় প্রণয়ভরে ;

বুঝি কোন সুরূপসী, অনুরাগে নেয়েছে ।

বিভাষ ।

সখি ! আর যে বাঁচেনা প্রাণ,

বিষসম কোকিলের সুধাময় গান ।

পরজ ।

বৃন্দে । এখনি আসিবে কুঞ্জে সে রসনিধান,

রাধা । না না সখি ! জানি তিনি লম্পটপ্রধান ।

ললি । কেন সখি ! কর তিলে তাল পরিমাণ,

বিশা । আসিবে কালিয়ে হেন করি অনুমান ।

রামকেনি—কাওয়ালি ।

রাধা । ওই দেখ পূর্বদিক হ'ল আলোময়,

কোথা সখি ! কোথা তব শ্রাম-রসময় ।

এত যদি ছিল মনে, কিহেতু আনিলে বনে,  
 পর প্রেমে কুল মান, গেল সমুদয় ।  
 হৃদে । কে জানে ছলনাভরা স্ত্রামের হৃদয় ।  
 নেপথ্যে বংশীধ্বনি ।

যোগিয়া ।

লালি । ওই যে সখি ! ওই যে বাঁশি বাজল কাননে,  
 চল্গো সখি ! আন্বি ধরে নীরদ-বরণে ।  
 বিশা । আর কেন গো মোহাগ করা পরের রতনে,  
 সে কালমোণা, পরের মোণা কায্ কি যতনে ।  
 রাধা । বেস্ বলেছ, বেস্ বলেছ, আর তো নয়নে,  
 দেখিস্ সখি ! দেখ্ না আর মদনমোহনে ।  
 হৃদে । বেস্ বলেছ প্রাণসজনি ভিজ্লে আমার মন,  
 রাখ্তে পার, তবেতো বলি ধনুকভাঙ্গা পণ ।  
 রাধা । কেন্লে সখি কেন্লে সখি এতই কিসের ভয়,  
 ভাই কর্ব তাই কর্ব, পণ্টি যাতে রয় ।

সিঁদু-খান্ধাজ—কাওয়ালি

হৃদে । তবে সখি ! ধরহ বচন,  
 ঢেকে বসো নীলাশ্বরে, সূচাঝ বদন

ললি । যদি আসে বনমালি, ঘুচাইব চতুরালি,

বিশা । কাঁদাব ধরায়ে সখি ! সখীর চরণ ।

দেখিব সে শঠরাজ চতুর কেমন ।

রাধা । ( বসনে বদন আৱৃত করিয়া )

সিন্ধু—ভৈরবী ।

এইতো সখি ! বসিলাম বদন ঢাকিয়ে !

সাবধান কুঞ্জে যেন আসে না কালিয়ে ।

বাঁশী কেড়ে নিও তাঁর ! আর যেন পুনর্বার ;

বাজাতে না পারে সখি ! মম নাম ধরিয়ে ।

সকলে । হবে না গো দিতে আর আমাদের বলিয়ে ॥

নেপথ্যে পুনর্বার বাঁশীধ্বনি ।

সিন্ধু—ভৈরবী ।

রাধা । নিকটে বাজিল বাঁশী শোন না গো ওই,

সকলে । আমরাও কুঞ্জদ্বারে চলিলাম সই ।

কিন্তু সখি ! মরমের কথা সবে কই,

সরমে মরমে যেন মরিয়ে না রই ।

সকলের গাত্রোত্থান ।

রাধা । সেকি সখি ! তোমাদের অপমান করে,

আমি কি ভুবিব ছার প্রেমের সাগরে ?

রুন্দে । ( সখীদের প্রতি )

চল গো সজনি তবে যাই গো সত্বরে ।

সকলের কুঞ্জবাসে আগমন ও সতৃষ্ণভাবে মিরীক্ষণ ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

কালেংড়া ।

রুন্দে । ( অগ্রসর হইয়া )

দাঁড়াও দাঁড়াও কোথা যাও গুণমণি,

কৃষ্ণ । যথা প্রেমময়ী রাই তথায় স্বজনি ।

ললি । বল হে লম্পট কোথা বঞ্চিলে রজনী,

বিশা । যাও যাও তোমারে চাহে না রাই ধনী ।

কালেংড়া—কাওয়ালি ।

রুন্দে । সখা ! একি অপরাধ সাজ সেজেছ,

ললি । কাহার সিন্দূর ভালে পরেছ ।

বিশা । কাহার মালতীমালা, পরেছ চিকণ কালা,

এ কার বসন বঁধু বিনিময় করেছ ?

পরজ ।

রুন্দে । কত রঙ্গ জান ওহে হরি,

ললি । বঁধু তব গুণের বালাই লয়ে মরি ।

বিশা । বল বল প্রাণ বঁধু, ও মুখ-কমল-মধু,

সুরাগে করেছে পান কোন মধুকরী ?

রুদ্রে । কার তাম্বুলের রাগে, বসন ভরেছে দাগে,  
ললি । হেন সাজ সাজায়েছে কেবা সে নাগরী ?

ভৈরবী—মধ্যমান ।

কৃষ্ণ । কেন সহচরি দোষ মোরে,  
নিরন্তর আছি বাঁধা রাধা-প্রেম-ডোরে ।  
ললি । তাই কি চিকণকালী, পরিয়ে মালতী-মালা,  
এসেছ জ্বালাতে নিশিভোরে ।

ভৈরবী ।

কৃষ্ণ । কেন অনুযোগ প্রাণসই,  
অন্য জনে নাহি জানি কমলিনী বই ।  
বিশা । পর প্রেম চিহ্ন লগ্নে, এসেছ হে ভয়ে ভয়ে,  
লম্পট কপট তব সম আর কই ।

ভৈরবী ।

কৃষ্ণ । স্বজনের দোষ সখি ! কোথায় কে ধরে,  
কে কোথা স্বজনে তাজে অভিমান-ভরে ।  
রুদ্রে । তাই কমলিনী, জাগিল যামিনী,  
কাননে তোমার তরে ।  
বিশা । যাও যাও কাজ নাই এমন নাগরে ।



খাশাজ ।

ললি । আর কেন হে চিকণ-কালা,  
সোহাগ করে বাড়াও জ্বালা,  
যাওনা চলে গরু নিয়ে গোঠে ।

বিশা । “যার কর্ম তারে সাজে,  
অন্য লোকে লাঠি বাজে,”  
নইলে ফুলে ভেক্ কেন হে যোটে

খাশাজ ।

কৃষ্ণ । ক্ষমা কর অপরাধ এই ভিক্ষা চাই,  
দেখিব কেমন আছে প্রাণাধিকা রাই ।

ললি । মানানল জ্বলে বসে আছে তব রাই,

বিশা । সে অনলে দগ্ধ হতে যেওনা কানাই ।

কৃষ্ণ । ( বৃন্দের কর ধরিয় )

টোরি—কাওয়ালি ।

সখি ! ভরসা তোমার ;

দুঃখের সাগর হাতে কর যদি পার ।

বিনয় করিয়ে কই, কেবা আছে তোমা বই

একবার দ্বার সই, কর পরিহার ।

দেখি যদি পারি মান ভাঙ্গিতে রাখার ।

টোরি ।

রুন্দে । এ সময়, সেখানে যেওনা রসরায়,  
ব্যথিতা কিশোরী অতি বিরহ ব্যথায় ।  
মান মণি ধরি শিরে বিষধরী প্রায়,  
গর্জন করিছে ক্রোধে দংশিতে তোমায় ।

টোরি ।

কৃষ্ণ । থাকিতে বাসনা যায় মলয় শিখরে,  
সাপিনীর ভয় কভু সেজন না করে ।  
বিরহ গরলে পূর্ণ হৃদয় আমার,  
মানিনীর বিবে আরো হবে উপকার ।

আলাহিয়া—আড়াঠেকা ।

রুন্দে । পারিবেনা হরি তুমি ভাঙ্গিতে সে মান,  
রমণীর কাছে কেন হবে হতমান ?

কৃষ্ণ । যাক্ সখি ! ছার মান, তবু তো যুড়াবে প্রাণ,  
নিরখিয়ে শ্রীমতীর স্মারক বয়ান ।

রুন্দে । যাও তবে দেখ গিয়ে হে গুণ-নিধান ।

কৃষ্ণ । ( শ্রীরাধার নিকটে আসিয়া উপবেশনপূর্বক  
করযোড়ে )

কোকব ।

প্রিয়ে ত্যজি অভিমান,  
 কর হে জীবন দান ।  
 তুলিয়ে বদন, কর দরশন,  
 মানানলে দহে প্রাণ ।  
 তুমি হে আমার, তোমা বিনে আর,  
 নাহি যুড়বার স্থান ।

রাধা । ( রম্ভের প্রতি সরোষে )

খাষাজ ।

একি সখি ! লম্পটেরে কি হেতু আনিলে,  
 কেন সখি ! কেন তুমি দ্বার ছেড়ে দিলে ?  
 মরমের দুঃখ সখি ! মনে না ভাবিলে,  
 লম্পট কপটে হেরি সকল ভুলিলে ?  
 রম্ভে । উঠ শ্রাম হেথা বসে কি হবে কাঁদিলে,  
 আমারে মজালে আর আপনি মজিলে ।

কৃষ্ণ । ( রম্ভের কথা না শুনিয়া করযোড়পূর্বক

শ্রীরাধার প্রতি )

মানময়ি ! অভিমান কর পরিহার,  
 ব্যাকুল হ'তেছে অতি জীবন আমার ।  
 হুয়ে থাকি অপরাধী, চরণে ধরিয়ে সাধি,  
 তবু কি আমারে দয়া হবে না তোমার ?

## উপহার ।

মা !

যদি তনয়ের মুখনিঃসৃত ‘মা’ বাক্যে আপনার  
হৃদয় পুলকিত হয়, তবে সেই তনয়ের হস্তজাত  
বন-কুসুম-দাম আপনার করে প্রদত্ত হইলে যে  
তদপেক্ষা অধিকতর পুলকিত হইবেন সে বিষয়ে  
কোন সংশয় না থাকায় এই বন-কুসুম-দাম আপ-  
নার করে অর্পণ করিতে সাহসী হইলাম—আশা  
করি সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার শ্রম সফল  
করিবেন—এবং আশীর্বাদ করুন, সময়ে যেন  
নিলপদ্ম দল আপনাকে উপহার দিতে পারি ।

আদরের ধন ।

“প্রণেতা”

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

সত্যবান	...	...	অবন্তি রাজপুত্র ।
নারদ	...	...	দেবর্ষি ।
মহাকাল	...	...	পরিণাম বিচারক

কাল-দূতদ্বয়, ইত্যাদি ।

সাবিত্রী	...	...	অশ্বপাল রাজকন্যা
সুরবালা	}	...	সখিত্রয় ।
বনলতা			
মহাশ্বেতা			
পূর্ণকেশি	}	...	অপ্সরাদ্বয় ।
মিশ্রকেশি			

প্রকৃতি দেবী ।

# আদর্শ-সতী

## গীতি-নাট্য ।

প্রস্তাবনা ।

—o:~o:—

[ মৃদুবাছের সহিত পট উত্তোলন । ]

( গিরিশিখর )

শিখরে প্রকৃতি উপবিষ্ট। ও দুইপার্শ্বে অঙ্গরাজ্য দণ্ডায়মান।

উভয়ের গীত ।

\*ইমন কলাগ—আড়াঠেকা ।

মরি কিবা শোভা কাননে ।

সেজেছেন প্রকৃতি সতী চারু ভূষণে ॥

মধুর মধুমাসে, কানন হাসে; মধু আশে,

ভাসে স্নেহে মধুপ গণে ॥

মোহন মনোহর নয়নে হেরে,

নাচে নয়ন মন আমোদ ভরে,

গাইব ভাসিয়ে স্নেহে স্নেহ-সরে ;

সাবিত্রি সতী রতনে ॥

পটক্ষেপন ।



## প্রথমাক্ষ ।

( তপোবন—লতাচ্ছন্ন বেদিকোণারি সত্যবান আসীন । )

চিতাগোরি—আড়াঠেকা ।

কোথাহে তরুণ তপন ।

কাঁদাইয়ে কমলিনী করিছ গমন ॥

কুসুমিত উপবনে,

বিষাদিত বদনে ;

ভানুপ্রিয়ে করিছে রোদন ॥

সহাস তাপস সূতা,

করে ধরি বন লতা ;

যামিনীরে করে আবাহন ॥

সত্য । চঞ্চল-মন কিছুতেই স্থির হয় না । ওঃ—প্রাসাদের  
ফটিক ভিত্তিতে চরণস্পর্শ কোত্তেও ঘাঁর কষ্ট বোধ হ'ত, আজ  
কিনা তিনি কণ্টকময় পাথে বিচরণ কোচ্ছেন ? সেই দুঃস্থকেননিভ  
শয্যা আজ কিনা মৃগচর্যে পরিণত হ'য়েছে । আমার বৃদ্ধ  
পিতামাতা একে সামর্থহীন, তাতে আবার ঈশ্বরের লিপি-  
কৌশলে অন্ধ !! অভাগা সত্যবান একদিনের তরেও পিতা-  
মাতার অমিয়বচন শুনতে পেলেনা, পাবেওনা সে বিষয়ে স্থির



নিশ্চয়। ধন্য বিধাতা! দরিদ্রকে ধনবান, আর ধনবানকে দরিদ্র করা কেবল তোমারি সাধ্যায়ত্ত। দেব! দরিদ্র ত কোরেছ—তবু কেন কষ্ট দাও? ক্ষণেকের তরে দরিদ্রহৃদয়ে শান্তিদান কর; মূহুর্তের জন্ত রুদ্ধ পিতামাতার চরণ সেবা ক'র্ত্তে দাও। ( চিন্তা )

( সাবিত্রিকে বেষ্টন করিয়া সখিদের গান করিতে করিতে প্রবেশ )

থাষাজ—খ্যামটা ।

ওসখি হের স্নখে স্নখেরি উপবন ।

নাচিছে সরসি বারি,

ছলিছে কমলবন ;—

হাসিছে মধুপ হরি,

কমল কোমল মন ।

সুরবালা । সখি ! কেমন কমল বন দেখেছ ?

বনলতা । আবার কেমন পাদপশ্ৰেণী দেখেছ ?

মহাশ্বেতা । আহা ! তপোবন যথার্থই যোগীহৃদয়ের শান্তিদায়ক ।

সাবি । মহাশ্বেতে ! তপোবন স্নদ্ধ যোগীহৃদয়ের শান্তি-দায়ক নয়—সকল মনুষ্যেরই চিত্তাপহারক ।

সুর । তা হবেনা কেন ? এখানে চিরবসন্ত বিরাজমান ।

সাবি । স্নদ্ধ সে জন্ত নয়, তপোবন শান্তিপূর্ণ ।

মহা । আহা ! কেমন লতাকুঞ্জ দেখেছ । সখি ! দেখ মাধবীলতায় কুঞ্জটি আচ্ছন্ন কোরে রেখেছে ।

সাবি । স্বভাবের সকলই রমণীয় ! কেমন ফুলগুলি থরে থরে ফুটেছে দেখেছ ? ইচ্ছাৎ দেখলে কৃত্রিম বোধ হয় ।

সুর । কেমন মধুর বাতাস আশে দেখেছ ?

বন । আমাদের সখির কাছে পবন বাঁধা ।

মহা । সখি ! ওদিকে একদৃষ্টে কি দেখেছ ?

সুর । তাইত চক্ষুযে আর ফেরে না ।

বন । তপোবনে কত রমণীয় বস্তু থাকে !

সাবি । বেহাগ ঋতু—কাওয়ালি ।

অপরূপ হের সহই নয়নে ।

আবরি মোহন রূপ লতা বিতানে ॥

রাহুর ভয়ে, বনহৃদয়ে;

খসিয়াছে শশী রে !—

কিস্বা ভ্রমে রতিপতি,

কাঁদাতে বিরহী, একাননে ।

মহা । তাইত ? তাপসকুমারের মধ্যেও এমন সুন্দর পুরুষ আছে ?

সুর । তাপসকুমার বলেই একটা অসভ্যের মতন বোধ হয় ।

সাবি । তা নয় সখি ; বিধাতার কারুকাৰ্য্যের মহিমা বোঝা যায় না । ( সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত )

সুর। দেখেছ একমনে কি ভাবছেন?

মহা। ভাবছেন, আমি যদি তাপস না হ'য়ে কোন রাজকুমার হোতেম্—তা হ'লে হয়ত কোন রাজকন্য়ার সঙ্গে বিবাহ হ'ত।

সুর। কিন্তু সখি! রাজকন্য়া হ'লেই যে রাজপুত্র বিবাহ ক'র্তে হবে, তারই বা ঠিক কি?

সাবি। বিধাতা রাজপুত্রকেও যে ভাবে সৃষ্টি কোরেছেন, ঋষিকুমারকেও সেই ভাবে সৃষ্টি করেছেন।

সত্য। (স্বগত) একি! বনদেবির আগমন নাকি?

মহা। আমি একবার গিয়ে পরিচয় দিয়ে আসি।

সাবি। উচিত—নতুবা তাপসকুমারের অমর্যাদা করা হয়।

(সত্যবানের বেদি হইতে অবতরণ)

মহা। (অগ্রসর হইয়া) প্রণাম।

সত্য। জয়োস্ত্ব! আপনাদের অপরিচিতের হ্রাস বোধ হ'চ্ছে।

মহা। আজ্ঞে হাঁ—আমার সখি সাবিত্রি জয়ন্তির অধিপতি অশ্বপাল রাজার কন্য়া, বনভ্রমণে এসেছেন।

সত্য। (স্বগত) রাজকুমারি! বামণের চন্দ্রম্পর্শ! নানা চিন্তা দূর হোক।

মহা। দেব! তবে আমাদের বিদায় দিন।

সত্য। (শ্রুতহৃদয়ে) বিদায়? কেন?

মহা। সঙ্গে ছোয়ে এস।

সত্য । অতিথি-সৎকার তাপসদিগের প্রধান ধর্ম তাত  
আপ্নি জানেন ।

মহা । আজ্ঞে তা জানি । আজ্ঞা তবে একবার রাজ-  
কুমারিকে জিজ্ঞাসা করিগে । ( আগমন )

সত্য । [ স্বগত ] পুনর্ব্বার চিন্তা ! অপূর্ব্ব রূপ মাধুরী !

মহা । সখির যে আর পলক পড়েনা—

[ সখিত্রয় ]

পিলু—খ্যামটা ।

মরি কি মনোহর হেরি নয়নে । ( আজি )

বিকশিত শশী শোভে গগণে ॥

সরসী সলিলে

নবনব দলে ;

কু-মুদি-নী ভাসে সুখমনে;—

পাবে হৃদয় মাঝে প্রাণধনে ॥

মহা । এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আতিথ্য স্বীকার  
করেন কি ?

সুর । ওঁর ইচ্ছে থাকি ।

বন । বলগে আজকে আমরা আতিথ্য স্বীকার কোর্থে  
পারি না ।

মহা । তাই বলগে সখি ?

সাবি । ষা তোমাদের ইচ্ছা ।

মহা । [ অগ্রসর হইয়া ] দেব ! আজ আমাদের মার্জনা কোর্তে হবে ।

সত্য । আচ্ছা [ স্বগত ] যদিও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ।

মহা । [ আসিয়া ] রাজকুমারি তবে চল ।

সুর । যাওয়া কঠিন ।

সরল প্রেমের বিষম ফাঁস ।

প্রেমিক জীবন করয়ে নাশ ।

মহা । সখি আর কেন ? যাওয়া যাক্ চল ।

সখিত্রয় ।

বারা—খামটা ।

চললো সখি কনক ভবনে ।

সুখ নাহি তপোবনে ॥

রতি রঞ্জন,

সহ সঙ্গীগণ ;

দহে সুবদনে ॥

[ সত্যবান ব্যতীত সকলের প্রস্থান । ]

সত্য । সুবর্ণ-পিঞ্জর ভেঙ্গে গেল ! সঙ্গে সঙ্গে সুখবিহঙ্গ উড়ে গেল ! অস্পৃশ্যের মধ্যে মানসের কি অচিন্তনীয় পরিবর্তন । সেই কানন—সেই বন পাদপরাজী—সেই সলিলে কমল—আর আমিও সেই সত্যবান সরসী-তটে দণ্ডায়মান ;—কিন্তু মানসের কি অবস্থা ? পূর্বস্মৃতি লোপ পেয়েছে, মনের ভাব পরিবর্তন

হ'য়েছে । প্রথম চিন্তা, তারপর আশা ; ( ভ্রমণ ) একি ?  
সুন্দরীর সুন্দর পদচিহ্ন যে ? সত্যবানের হৃদয়মন্দিরের অধি-  
ষ্ঠাত্রি । আমি কি আশা কোচ্ছি ?

হতাশ হৃদয়ে বিরহ বাতাস ।

তাপস হৃদয় করয়ে বিনাশ ॥

কানেড়া—ঝাঁপতাল ।

কেনরে মন দূরাশয়ে আশকর বিফলে ।

দুঃখে সুখে কখন কি সমভাবে মিলে ॥

চন্দ্রকি কভু স্বরগ ছাড়ি,

মরত ভূমে করত বাস ;

রতিকি কভু কামে ছাড়ি,

অপর সনে মন টালে ।

একি ? আমিনা তাপস ? আনার চিরব্রত যোগসাধন  
কি সামান্য রমণীমোহে মুগ্ধ হ'ল ? কুসুমায়ুধের কি হিতাহিত  
জ্ঞান নাই ? যোগীর শুষ্কহৃদয় কি তার ফুলবানের লক্ষ  
স্থল উঃ—

নিশায় নিমেষ মাত্র ভানুর উদয়ে ।

কাঁদিল কমলকলি বিষাদ হৃদয়ে ॥ [ চিন্তা ]

( অলক্ষিত ভাবে অপ্সরাদ্বয়ের প্রবেশ ও গীত )

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

সত্যবান	...	...	অবন্তি রাজপুত্র ।
নারদ	...	...	দেবর্ষি ।
মহাকাল	...	...	পরিণাম বিচারক

কাল-দূতদ্বয়, ইত্যাদি ।

সাবিত্রী	...	...	অশ্বপাল রাজকন্যা
সুরবালা	}	...	সখিত্রয় ।
বনলতা			
মহাশ্বেতা			
পূর্ণকেশি	}	...	অপ্সরাদ্বয় ।
মিশ্রকেশি			

প্রকৃতি দেবী ।

## দ্বিতীয়াক্ষ ।

---

( রাজ বাটীর উদ্যান মধ্যস্থিত সরোবর পার্শ্ব )

তাপসী বেশে সাবিত্রি উপবিষ্টা ।

পিলুবারয়া—ঠংরি ।

হায় হায়রে একি দায় ।

সদত দহিছে কেন পোড়া প্রাণ হায় ॥

কুসুমিত উপবন,

বিষাদিত কি কারণ ;

কেনবা মধুপগণ কাঁদিয়ে বেড়ায় ।

হায়রে ! মোহিত আমি মদন মায়ায় ॥

সন্তান স্নেহত সকলেরই হৃদয়ে আছে ? তবে বাবা কেন  
অমত কল্লেন ? সত্যবান তাপসকুমার । রাজকন্যা কি রাজ-  
পুত্রেরই জ্ঞাত সৃষ্টি হয় ? মনে মনে নবীন তাপসকে পতিত্বে  
বরণ করেছি, তাপসীর ও বেশ ধোরেছি । এ প্রণয় বেগত  
কেউ ফেরাতে পার্বে না ।

( দৈববাণি )

নাচিল নরেশ বালা নাচিল প্রণয় ।

নাচিল তাহার সনে কোমলহৃদয় ॥



কি হবে? বাবার কঠিন অন্তর কি কিছুতেই কোমল হবেনা? সম্মতি কি দেবেন না? তাঁকে কোন কথা বোলতে লজ্জা করে। কেন? কৌমায়েত লজ্জার অধিকার নাই; তাঁর চরণে ধরে মিনতি করে বোলবো, তাতেও কি সম্মত হবেন না?

(দৈববাণি)

“আবার কুসুমায়ুধ মধুহাসি হাসিল।

আবার রমণীহৃদে ফুলশর বাজিল॥”

অবশ্য সম্মত হবেন !! তাপসের সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে তাপসির হ্রায় ভ্রমণ কর্কে—নির্ঝরিণির ঝর ঝর শব্দে কর্ণ সুশীতল হবে—বনসহচরি তাপসবালাদের কোমল অন্তরকরণে স্থান পাব। বিপিনের বিনোদকুঞ্জ আমাদের বিলাস গৃহ হবে। নিশায় শান্তিকানন শান্তভাবে পরিণত হবে—আবার প্রভাতে সুমধুর কোকিলকূজনে হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন হবে। এঁা—সকলি মিথ্যা—কল্পনা বশে কত কি দেখছি কিন্তু কিছুই সত্য নয়—ওহ!! কেমন কোরে সত্যবানের বনসহচরি হবে? (অধোমুখে চিন্তা)

(সখিত্রয়ের প্রবেশ ও গীত)

কালেংড়া—খ্যাম্টা।

চল চললো সখি ফুলচয়নে।

সাজাব মাধ সখি রতনে॥

মোহন ফুল হারে, বেঁধে দিব কবরী;

বাসনা হেরিব হাসি চাঁদবদনে॥

মহাশ্বেতা । ওই যে লো বোসে আছেন ?

সুরবালা । নবীন বয়সে নবীন আশায় ।

নরেশ নন্দিনী জ্বলিছে জ্বালায় ॥

বনলতা । সেই তপোবনে যাবার দিন এক ভাব আর  
আজ এই এক রকম ভাব ।

মহা । তখন সরলার বদনে কৌমারজ্যোতি শোভা পেত  
কিন্তু এখন ?

সুর । প্রণয় প্রমাদ চিহ্ন, ওই দেখা যায় ।

আকুল বিরহী মন, প্রণয় জ্বালায় ॥

বন । ঠিক্ বোলেছ ভাই—নবীন প্রণয়ে অনেক প্রমাদ ।

সুর । প্রমোদ প্রেমিকে প্রণয়ে নাচায় ।

কভুবা নিরাশ নীরেতে ভাসায় ॥

মহা । সুরবালা ! গোটাকতক্ কুল তোলনা ভাই ।

সুর । কুলে আর কি হবে বল ?—নিশিরে কি আর  
সাগরের খেদ মেটে ।

বন । কতকটা মনের সুখ হয় বটে ।

সুর । মনের সুখ ?—রাজকুমারীর মনের সুখ এখন সেই  
শান্তি-কাননে সত্যবানের কাছে কাছে বেড়াচ্ছে ।

মহা । নাম পর্য্যন্ত জেনেচিস্ যে ?

সুর । সুরবালা যে—সাবিত্রির এক অংশ ।

বন। তাইজ্ঞে বুঝি এত চেষ্টা কোচ্চিস্ যাতে সত্য-  
বানে আর সাবিত্রিতে বিবাহ হয়।

সুর। তা বইকি—নইলে ভাগ পাই কই?

মহা। চল্না ভাই, আমরা ফুল তুলে নিয়ে যাই।

সুর। সেই ভাল চল।

[পুষ্পচয়নান্তর সাবিত্রি-সমীপে গমন]

সুর। সখি! একি বেশ? আহা! বেশ হয়েছে—তবে  
আর কি মহাশ্বেতা—বাসর সাজাগে যা—

মহা। কেন্ লো হয়েছে কি?

সুর। প্রেম-প্রতিমা তাপসি হয়েছেন।

বন। তাপস কোথা লো?

সুর। তাপসীর হৃদয়ে।

মহা। আমি জাক্তন্ বনে।

সুর। সখির হৃদয় এখন বনের চেয়ে আর কি হ'তে  
পারে।

বন। তবে বনের ভেতর প্রণয় বাঁধা।

সুর। আমরা কজনে পোড়ে বেঁধে দি রেছি, (সাবিত্রিকে)  
না সখি?

সাবি। হ্যাঁ তা বটে, কিন্তু খুলেযেতে পারে ত?

সুর। সুরবালা এমন বাঁধন বাঁধে না যে খুলে যাবে।

সাবি। তবে কি বাবার মত হয়েছে?

সুর। ততদূর যেতে পারি নি।

সাবি। তবে নিরাশা। (অধোবদন)

মহা । সখি ! কি হয়েছে, আমরা কি শুস্তে পাই না ।

সুর । সুরবালা সব জানে ।

মহা । সুরবালা যা জানে আমরাও ত তা জানি ।

সুর । তা আর জান্তে হয় না ।

মহা । তবে বল না ভাই ?

সুর । আমি বোলবোনা—জিজ্ঞাসা করনা কেন ?

মহা । সখি !—বলনা ভাই ।—

সুর । উনি বলবেন—আরকি ? সেদিন তপোবন দেখ্তে  
গেছলেন্ জানত ?

মহা । বুজিছি—

সাবি । কি বুজেছ ভাই ?

মহা । সত্যবান ।

সাবি । লুম্বিনীখিট—আড়াই কা ।

স্বজনীলো হেরে ।

মন দহে সদা বিষম কুসুম শরে ।

তাপস নয়ন চারু, লইয়াছে মন হরি ;

কেমনে ধৈরজ ধরি ;—

প্রেমবশে আঁখিবারি সদত ঝরে ॥

বন । তাইতেই বুঝি তাপসী সেজেছ ?

সাবি । মনে কল্পম্ এতে মনের কিছু তৃপ্তি হবে কিন্তু  
তাও হ'লোনা ।

মহা । মা এসব কথা জান্তে পেরেছে ।

সাবি। বাবাও জানতে পেরেছেন—সুরবালার কাছে মা  
এই সব কথা শুনে বাবার কাছে বসেন—তাতে তাঁর মত  
হয়েছিল—

মহা। তারপর?

র। তারপর “ নিরাশ সলিলে,  
নিরবে পতন । ”

বন। যথার্থ বলনা, তারপর কি হলো?

র। সুরবালাত আর সাবিত্রি নয়?

বন। না হয় আজকের জন্ম হ'না।

র। তা হ'লে ভাবনার ভাগ খানিকটে নিবি?

সাবি। তারপর—নারদ আসাতে—বাবা তাঁকে সব  
জিজ্ঞাসা করেন—তাতে তিনি যে কথা বলেন—ওহ্ নিরাশা—

বন। কেঁদনা সখি—কেঁদনা—উপায় হবেই হবে?

সাবি। ভাই উপায় নেই—নারদ বলেন—বিবাহের  
দিন থেকে এক বৎসর পরে—তাঁর মৃত্যু হবে—ওহ্!—আশা  
না—

সুর। সখি! তুমি এক কাজ কর ভাই—আবার হিমগৃহে  
গিয়ে মদনের পূজা কর।

সাবি। না সখি—আর কিছুতেই বাবার মত ফিরবেনা—  
আমি অভাগিনি—ওহ্ বিধাতা!—এইকি তোমার কোমল  
হস্তের কঠোর লিপি? সাবিত্রি তোমার চরণে কোন্ অপরাধে

অপরাধি—কেন অভাগিনিকে এত কষ্ট দিচ্ছ; ওহ্ নিরাশা ।  
কিছুতেই পাবনা—পাবনা ওহ্ ! ( ক্রন্দন )

( সখিত্রয় )

খাষাজ—খামটা ।

নব, নলিন নয়ন নীর নিবার লো ।  
বপু-বিনোদ বিপিনে বিচর লো ॥  
বনফুল হার,      দাও উপহার ;  
মন মোহন মদনে আবার লো ॥

সাবি । সখি, এটি তোমাদের ভ্রম—পাবার আশা নাই যে ।  
মহা । সত্যবান ব্যতীত আর কি পৃথিবীতে সুন্দর পুরুষ  
নাই—কত রাজপুত্র রোয়েছে—স্বয়ম্বর ঘোষণা কোরে দিলে  
কত সুন্দর রাজা, রাজপুত্র আসবে তাদের ছেড়ে সত্যবানকে  
বিবাহ কত্তে ইচ্ছা হবে না ।

সাবি । আমার চক্ষে সত্যবানই সুন্দর— ।

মহা । সে সামান্য বনবাসি, যতি—তপস্বি বইত নয় ?  
তাকে বিবাহ কোলে চিরকাল দুঃখভোগে যাবে ।

সাবি । তবে কি সামান্য ধন আশে আমি কুলটা হব ?  
সখি, প্রাণ থাকতে তাত হবে না—সত্যবানকে আমি মনে মনে  
পতিত্বে বরণ কোরেছি—হয় সত্যবানের বনসহচরী হব, না হয়  
জীবন পরিত্যাগ কর্কে ।

মহা । ছিছি ও কথা বোলনা—মার কেবল তুমিই এক

মাত্র ধন—যাহক—ও আশা ত্যাগ কর—চিরবৈধব্য যন্ত্রণা  
যে কি ভয়ানক তাত তুমি যাননা—তাই অত ব্যাকুল হ'চো ।

সাবি । সখি, বোঝাতে চেষ্টা কোরনা—আমি স্থির-  
সংকল্প করেছি ।

( নারদের প্রবেশ ও গীত )

নটনারায়ণ—পোস্তা

রাসরত ভকত ভয়হারী ।

মোহিত মন মর্ত্যচারি ॥

প্রেম নিরত, সত্যব্রত ;

হরিশ নরেশ্বর ;—

রাধাধর আধারি ॥

সকলে । আসুন—প্রণাম ।

নার । মনস্কামনা সুসিদ্ধ হোক—তোমরা যে এখানে  
রোয়েছ ?

সুর । আপনিত সকলই জানেন্—এই দেখুননা তাপসি-  
বেশ ।

সাবি । ( জনান্তিকে ) ও কিলো ?

সুর । আর লুকোলে কি হবে বল ?

নার । আমি বড় একটা সুসন্দেশ এনেছি—আমার যদি  
একটা কৰ্ম কোর্তে পার তা হোলে বলি ।

সুর । বলুন ।

নার । একটা তুলসি রক্ষ রক্ষা কোর্তে হবে

স্বর। এই কর্ণ—অনায়াসে—।

নার। তবে স্মৃৎবাদ শোন—সাবিত্রির পিতা—সত্যবান  
সাবিত্রির বিবাহে সম্মত হোয়েছেন।

মহা। এ রকম স্মৃৎবাদ আপনার কাছেই আশা করা যায়।

নার। তবে চোপ্পে—কথাটি মনে থাকে যেন।

স্বর। যে আজ্ঞা প্রণাম।

[ নারদের আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান ]

স্বর। সখি তবে আর কি ?

সাবি। আমার ত বিশ্বাস হয় না।

মহা। দেবর্ষির কথায় বিশ্বাস হয় না ?

স্বর। প্রণয়ী প্রণয় আশা, কোনকালে মেটেনা।

থেকে থেকে ভাব ফেরে, স্ভাবত ভাবেনা ॥

বন। সখি—সবই স্থির হোয়েছে; আর ভেবনা।

স্বর। আর কেন ভাব।

মনের মতন নাগর পেয়ে হরিষেতে ভাসলো।

আবার মধুর অধর পাশে মধুহাঁসি হাঁসলো ॥

( সাবিত্রির চতুর্দিকে সখিগণের গীত )

সিকুখাম্বাজ—খ্যাম্টা।

সখি হাস হাস চারু-বদনে।

পাইবে তব প্রাণ ধনে ॥



আদর্শ-সত্য ।

কোমল কপোলে আর,  
ফেলনা নয়নাসার ;  
দুঃখনিশা মিশাইবে, স্মৃতিতপনে ॥

[ সাবিত্রিকে লইয়া সকলের প্রস্থান

পটক্ষেপন ।

## তৃতীয়াঙ্ক ।



( রাজবাটীর একগৃহ—বাসর )

( চতুর্দিক পুষ্প মালায় সজ্জিত—সত্যবান - দাবি  
উপবিষ্টা ও সখিদিগের নৃত্য ও গীত । )

পিলুভৈরবী—খ্যামটা ।

হেরে যুগল রূপ মন মহিল ।

সুখসরে শতদল ফুটিল ॥

নবীনা বিনোদিনী,

ফুল সরোজিনী

পতিপাশে মধুহাঁসি হাসিল ॥

( সকলের উপবেশন )

সুর । চারু মুখের মধুর হাঁসি ।

আমি বড় ভাল বাসি ॥

একবার হাসনা ভাই ।

বন । কত হাসি হাস্বে বল—তোর কাছে কিছুতেই  
পারবার জো নেই—না ভাই তুমি আর হেসোনা ।

মহা । হ্যা—একটু কাদ ।

সুর । কাদবে কেনলো—

প্রেমের আশে, ঘেঁসে ঘেঁসে,  
আস্চে ভ্রমর ওই।

অমল জলে, হেলে ছলে;  
নাচে কমল সই ॥

মাইরি ভাই, তোমার জন্তে—আমাদের সই—কত দেবতার পূজা  
কোরেছে তার ঠিক নাই। সখি! মনে আছে কি তাপসি বেশ?  
সাবি। মরণ তোমার। (জ্ঞানান্তিকে)

স্মর। আমার মরণ বৈ কি—এখনত আর কোল থেকে  
কেউ নাগর টেনে নিতে পারবে না—তখন কত খোসামদ  
মনে নেই কি?

বন। আর চোকের জলে যে একটি নদী হয়েছে।

মহা। এখন কি আর সে সব মনে আছে—

মন মত নাগরের কোলে।

দোল্ দোলাদোল্ প্রণয় দোলে ॥

স্মর। তখন যে বোলেছিলে সখি! এ প্রাণ রাখবো না।

সত্য। ইচ্ছা কোলে এখনও ত বোলতে পারেন?

স্মর। বানাই—তা হোলে তোমার দশা কি হবে ভাই।

বন। আচ্ছা ভাই, তোমাদের তপোবন কেমন?

সত্য। আপনারা ত দেখে এসেছেন।

বন। তাতে আর তপোবন দেখা হ'লো কই—তোমাকে  
দেখেই আসা গেল।

সত্য । আচ্ছা আপনারা সে দিন আতিথ্য স্বীকার কোলেন না কেন ? অধীনের কিছু অপরাধ হয়েছিল কি ?

সুর । এই যে নাগর কথা কইতে জানেন—আমি ভেবে ছিলুম তুমি ভাই যে জঙ্গলে সেই জঙ্গলেই আছ ।

সত্য । জঙ্গলে না হ'লে ঘুরে ঘুরে এ জঙ্গলে এসে পোড়বো কেন ?

সুর । পূর্ব জন্মে কত তপস্যা করে ছিলে ভাই এখান দেখতে পেয়েছ ।

সত্য । আমি আগে দেখতে পাইনি ভাই—তোমাদের সখি এখন দিব্য চক্ষু দান করেছেন ভাই দেখতে পাচ্ছি ।

সুর । ও সখি এতদূর হয়েছে ?

বন । গাছে না উঠতেই এক কাঁদি ভাই—

মহা । তোমরা পূর্ব জন্মে,—ভাই ব'ন ছিলে ভাই—  
নইলে এত ভাব ?

সত্য । তোমাদের আর কিছু বলবার আছে ভাই ?

সুর । তোমায় কি বলবো ভাই—তুমি পরের ধন—এখন  
পর আমাদের মাথা নেবে ।

সাবি । সখি এর মধ্যেই কি পর হলুম ?

সুর । বালাই, তোমায় বলবো কেন ? এঁর ধর্ম ভয়িদের  
বোলুচি—তা ভাই সে যা'হক আর ঝড়ার কাজ নেই—  
আমাদের ঠাকুরজামাইকে ছুট একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—  
হ্যাঁ ভাই, তোমাদের তপোবন কেমন ?

সত্য । শান্তিপূর্ণ—

সুর । আচ্ছা ভাই সখিকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে  
তোমাদের গাছে উঠাতে শেখাবে ?

মহা । শেখাবেন বৈকি নৈলে মিলবে কেন ?

সত্য । তোমাদের সখিকে গাছে উঠাব ?

সুর । না না কঁাদে করে নে বেড়াবে ।

সত্য । যথার্থও তাই—

বন । ওলো, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ ।

মহা । সুরবালা ! অত কাছে জাসনি—কি জানি ভাই  
চোরকে বিশ্বাস কি ?

সুর । চোর কি আর কঁাসা পেতল চুরি করে—মণি মুক্তাই নেয় ।

সত্য । সময়ে কঁাসা পেতলও নেয় ।

সুর । কিন্তু তুমি যে ভাই তপস্বি ।

মহা । ওলো সখিকে হাতে হাতে মৌপে দে—নইলে  
পার পাবিনা ।

সুর । ঠিক বোলেছিস্—মালা দেত ।

( মাল্য লইয়া উভয়ের হস্তবন্ধন ও সকলের গীত )

পিলুবারা—খাম্‌টা ।

মোহন গুণমনি রতন হারে ।

বাঁধ বন্ধনে প্রেমাধারে ॥

নবীন জাবনে, নব নলিনে ;

দিবু তুলিয়ে তব করে ।

ব্রেখো সযতনে, এ সতী রতনে,

সাজায়ে বনে বনহারে ॥

সত্য। তোমরা ভাই আমায় বেশ শিক্ষা দিলে।

সুর। কি করি ভাই—বনের মানুষকে না শিখিয়ে দিলে  
সে কি কোরে জানতে পারবে বল।

সত্য। ইনি কি মৌনব্রত অবলম্বন কোরেছেন নাকি ?

সুর। তোমার ধন তুমিই জিজ্ঞেস কর না ভাই।

সত্য। আমার সাহস হয় না।

মহা। তবে আর আমাদের কি কোরে হবে বল ?

সত্য। আপনাদের যে প্রণয়।

সুর। আমাদের প্রণয়ে আর তোমার প্রণয়ে ঢের ভিন্ন।

সত্য। প্রণয়ের আবার রূপান্তর আছে নাকি ?

মহা। রূপান্তর আছে বৈকি—প্রেমের সঙ্গে প্রণয়ের মিলন  
হোলেই রূপান্তর হয়।

নেপথ্যে বামাস্বরে। ওলো সুরোবালা ! তোরা একবার  
এদিকে আয়না ভাই।

সুর। যাচ্ছিলো—চল ভাই আমরা যাই।

মহা। হ্যাঁ চল—চলুম ভাই।

বন। মনের সুখে আমোদ কর, শত্রুরেরা চমো।

সুর। প্রেম সাগরে, মনের সাধে ;

দাওহে সাঁতার।

অমল জলের, নবীন বাঁধে ;

পোড়না আবার ॥

[ সখিত্রয়ের প্রস্থান ]

সত্য। —(সাবিত্রির অধর ধারণ করিয়া)

আশা—দুঃখি

পোহাবে না শশীমুখি এ স্নুথ নিশি ।  
 নিলগগণে নিবারিবে তামসি,  
 অরুণে নিন্দিবে হাঁসি ;—  
 তব প্রসাদে, নব প্রেমরত ;—  
 বিহরিবে উল্লাসে ভাসি ।  
 চাঁদ বদনে মুছু মধুর হাঁসি,  
 নাশিবে অস্নুথ রাশি ;—  
 তব নয়ন, নব নিরমল ;  
 স্নুকোমল কুঞ্চিত হাঁসি ॥

প্রিয়ে ! সেই এক দিন আর এই এক দিন—মনে আছে কি  
 নবিন তাপসকে অন্ধকারে ফেলে পালিয়ে এসেছিলে ?

সাবি । মুছু ফেলে আসিনি—এসে আপুনিও পোড়ে  
 ছিলাম ।

সত্য । এটি তোমার মনগড়া কথা ।

সাবি । তাত আর সুরবালা বলতে বাকি রাখিনি ।

সত্য । তোমার সখিদের সকলকে আশ্রমে নিয়ে যাব ।  
 বেশ কজনে আমোদ আহ্লাদে থাকবে ।

সাবি । সুরবালা আমাকে বড় ভাল বাসে ।

সত্য । সুরবালা বড় রসিকা ।

সাবি । কিন্তু সরলা বালিকা ।

সত্য । তোমারি সখিত বটে । সাবিত্রি !—এই বয়সে অনেক স্ত্রীলোক দেখেছি—কিন্তু, তোমার মতন সুন্দরি একটাও আমার নয়নগোচর হয়নি—বিধাতার অদ্ভুত নির্মাণ কৌশল ! যে হস্তে অত্যন্ত কুরুপা কুমারির সৃষ্টি কোরেছেন আবার সেই হস্তে তোমার মতন সুন্দরিকে সৃষ্টি কোরেছেন—যথার্থ বোলুচি, এই সুন্দর মুখস্ত্রী সময়ে সময়ে স্বর্গীয় বোধ হয় ।

( সখিত্রয়ের প্রবেশ । )

সুর । আবার ভাই আমরা এসেছি ।

বন । এখন ভাই তোমার রাজ্য, তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে কোলে তাড়াতে পার, রাখতে ইচ্ছে কলে রাখতে পার ।

সত্য । সে কি আপনাদের তাড়িয়ে দোব—আমি যার আপনাদের জ্ঞাত কত কষ্ট পাচ্ছিলাম ।

সুর । কষ্ট পাচ্ছিলে বৈকি ? তবে সুখে রাজত্ব কোচ্ছেল কে ?

বন । বুঝি আর কেউ ? জিজ্ঞাসা কর না সখিকে ?

সুর । সখি, আর এক জন এসেছিল নাকি ?

সত্য । সখির ওপর আপনাদের যে এত রাগ ?

সুর । ওলো বনলতা !—এই বার গায়ে লেগেছে—হাঁ ভাই, তুমি এইবার কোমর বাঁধ—তা নাহোলে আমাদের তাড়াতে পার্বেনা ।

মহা । ওলো সুরবালা !—দেখ্ দেখ্, ঠাকুরজামায়ের মুখটা শুকিয়ে গেছে—অসময়ে আমরা এসে আমোদের বিষ ছোয়ে বোসেছি ।



বন । ওঁর মনে হচ্ছে—যদি একবার ওঁর তপোবনে আমা-  
দের পান—তা হোলে এর শোধ নিয়ে তবে ছেড়ে দেন্।

সত্য । এখনি কি পারি না ?

সুর । পারবে না কেন ভাই?—তোমারই সব ।

মহা । তুমি ভাই আমাদের মনাকাশের শশধর, আর  
সখি আমাদের সুধাময়ি,—কিবল সখি ?

সাবি । অনেক সুধার মাঝখানে আছি—তাইতেই সুধাময়ি ।

( সখিত্রয়ের গীত । )

খাফাজ—ঠংরি ।

গগনে ঘন মাঝে উদিত শশধর ।

ঘুচিল বিরহজ্বালা, ভাসিল স্থখে চকোর ;

হাঁসিল তরুণী বালা,

নাচিল মধুরাধর ॥

পটক্ষেপণ ।

## চতুর্থ অঙ্ক ।

---

(কানন—কুঠারহস্তে সত্যবান ও পশ্চাতে সাবিত্রি।)

সত্যবান—

আশ্রয়ারি—ঝাঁপতাল ।

ভাব মানব, মায়াময় অবিনাশি ।

আঁধার হৃদয় মাঝে পাইবে দেখিতে

তপোভেজরাশি ।

গগণে তারকারাজি গাইছে তাঁহারে ;

গাইছে শশী সুধা বরষি ।

সলিলে সরোজ সদা মহিমা প্রচারে,

সুখে গায় বিহগ ভোগ অভিলাষি ;—

ডাকরে নাথে, বিমল প্রভাতে ;

সরল সন্তোষে ভাসি ।

সত্য । বনদেবী ! কুমুম বলয়ে আর কণক কঙ্কনে কত  
বিভিন্ন, তা কেবল তোমাতেই প্রকাশ পাচ্ছে । তোমাকে  
রাজ বাটীতে সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতাও দেখেছি, আবার এখন  
আশ্রমবাসিনী সরলরূপেও দেখিচি—কিন্তু সে বেশের অপেক্ষা  
এবেশে অধিক সুন্দর দেখাচ্ছে ।

সাবি । তার আর একটা কারণ আছে ।

সত্য । কি কারণ ?

সাবি । বনপাদপের কাছেই বনমানতি শোভা পায় ।

সত্য । আবার মাধবি লতার আলিঙ্গনে সহকার তরুরও শোভা হয় ।

সাবি । আর অধিক দূরে যাবার প্রয়োজন কি ; এই খানেই কাষ্ঠ সঞ্চয় করণ না ?

সত্য । হাঁ, এই যে একটা চন্দন তরু—তবে এই খানে তুমি বিশ্রাম কর, আমি কাষ্ঠ সঞ্চয় করি ।

সাবি । আপনি তবে উঠুন । ( উপবেশন )

(সত্যবানের রুদ্ধে উত্থান ও কাষ্ঠ কর্তন ।)

সাবি । ( স্বগত ) আজ্জকে বৎসরের শেষ দিবস—সমস্ত দিন গেল, কোন দুর্ঘটনা হয় নি—তবে বোধ করি বাবা, আমার সঙ্গে চাতুরি কোরে ছিলেন—

সত্য । উঃ—বনদেবী ! —প্রাণ যায়—বড়—উঃ—

সাবি । ( ত্রস্তে উঠিয়া ) কি হয়েছে নাথ—

সত্য । বড়—শিরঃপীড়া—আর স্থির থাক্তে পারি না  
আমায় ধর—[ পতন ও সাবিত্রি কর্তৃক ক্রোড়ে ধারণ ]

সাবি । কি হয়েছে নাথ ?

সত্য । [ মৃদুস্বরে ] ওঃ—ভয়ঙ্কর—শিরঃপীড়া, আমি রুদ্ধের উপর রোয়েছি—একটা যেন ভীষণ মূর্তি আমায় বোলে—  
“সত্যবান, তোর অন্তকাল উপস্থিত” ওহো—ওই সে—ওই সে ।

সাবি। ভ্রম হোয়ে থাক্বে—এখন কি কোরি—কে  
আমায় সাহায্য করে—

সত্য। [ অর্জু উত্থিতের স্বায় হইয়া ] যাব না—যাব না—  
ছেড়ে দে যাবনারে—

সাবি। কি বোলছেন নাথ?

সত্য। কালদূত—শিশাচ—কি হবে—কি হবে।

সাবি। ঐ, তবে কি যথার্থই কাল পূর্ণ হোল—জীবিত-  
নাথ—প্রাণেশ্বর—সত্যবান—হৃদয়নাথ—কথা—কণ্ড, আর এক-  
বার কথা কণ্ড—

সত্য। সাবিত্রি—প্রিয়তমে—যাইযে—ওহ! আর রক্ষানাই  
না—বি—ত্রি—ই—ই [ মৃত্যু ]

( দৈববানী )

ভীষণ কালের চক্র, ক্রমে ক্রমে ঘুরিল।

নিমেষে নিমেষ শূন্য, কাল চক্রে বহিল।

সাবি। ঐ—নাই—জীবন সর্বস্ব!—দুঃখিনীর ধন!  
দুঃখিনীকে পরিত্যাগ কোরে চোল্লে—প্রাণেশ্বর! আমার যে আর  
কেউ নাই? ওঠ—কান্দালিনির দিকে একবার ফিরে চাও—হৃদ-  
য়ের ধন—হৃদয়ে এস—ওহ! হৃদয় যে ফেটে যায়? ওহ! ভাল-  
বাসার পুরস্কার কি এই নাথ?

ভৈরবী—আড়াঠেক।

কোথা গেলে প্রাণনাথ অভাগি কাঁদে কাননে।

ফুরাল কি জীবলীলা কঠোর কালশাসনে।

কে আছে আমার আর, তোমাবিনে শূন্যাকার;  
 কানন কমলাশ্রম সকলি হেরি নয়নে ।  
 উঠনাথ কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াও;  
 নিবীড় আঁধারে কেন পড়িয়ে থাক বিজনে ॥

নেপথ্যে । চল্‌রে চল্‌—দেরি কোরিস্‌ কেন?

সাবি । কে আসে? কালদূত? এদেহ—এজীবন—কখনই  
 নিয়ে যেতে দেব না—যদি পৃথিবীতে সতী নারির ক্ষমতা থাকে,  
 যদি সতীত্বের গৌরব থাকে, তবে আজ কালদূতকে স্পর্শ  
 কোর্ত্তেও দোব না—

( রুদ্রমূর্ত্তি কালদূতদ্বয়ের প্রবেশ । )

১ দূত । চল্‌না এগিয়ে যাই—হাঁকোরে ডাঁড়িয়ে রোইলি  
 কেন?

২ দূত । তুই যদি কিন্‌—বোল্‌তে সকলে পারে; এগোনা  
 দেখি—বাপ্‌রে জে আগুণ—

১ দূত । তাইত ভাই এগুণো যায় না তো—প্রভু যে দক্ষ  
 নিকেশ কোর্‌সে ।

২ দূত । সুহু প্রভু নয়—যে চিত্তিরগুপ্ত আছেন, শালা যেন  
 মন্দের ঠাকুরদাদা—এই যে:—

১ দূত । কি রে?

২ দূত । আগুণ—আগুণ—আর কি?

১ দূত। এখন কি কোরবি?—চুপ্‌কোরে ডাঁড়িয়ে থাকলে ত চোলবে না—একবার জিজ্ঞেস কোরে জাখ্‌ না।

২ দূত। তুই কর্‌ না—বাপুরে যে চোক, যেন আগুণ বেকচে।

১ দূত। আচ্ছা ডাঁড়া, আমিই জিজ্ঞেস্‌ কোচ্ছি—[ একটু অগ্রে আসিয়া ] মা!—আপনি একটু মোরে যান—আমাদের কাজ আমরা কোরি।

সাবি। আর অগ্রসর হোস্‌নে,—যা তোর প্রভুকে বো-  
ল্‌গে আমি এদেহ ছেড়ে দোব না।

১ দূত। মা! আপুনি রুখা আয়াস কোচেন—ছেড়েদিন  
না—আমরা নিয়ে চোলে যাই।

সাবি। কখনই দোব না—এ প্রাণ থাকতে দোব না :  
যাও বোল্‌ছি?

দূতদ্বয়। বাপুরে—থেয়ে ফেল্‌বে—। [ পলায়ন ]

সাবি। সমস্ত জীবন এইখানে শেষ কোরবো—কিন্তু  
জীবন থাকতে এদেহ ছেড়ে দোব না—কালের কত বিক্রম,  
তা আজ এই সতী স্ত্রীর দ্বারা পরীক্ষা হবে—হৃদয়েথর ! হৃদয়ে  
এস। ( হৃদয়ে ধারণ )

( কালের প্রবেশ )

কাল। অবশ্য শাসিত হবে, কালের শাসনে।

রুখা এ আয়াস তব স্মারক বদনে ॥

সাবি ।

আলোয়া—কাওয়ালি ।

এসোনা শমন আর লইতে অধিনী ধনে ।

হৃদয়ে রাখিব সদা হৃদয়েরি রতনে ॥

কাল নিশি নীলাম্বরে,

ঘিরেছে তাপসবরে ;

অভাগিনী অন্তহারে, ত্যাজ অন্তঃকাল ;—

শোকনীর উপহার দিতেছি তব চরণে ॥

কাল । (স্বগত) ওঃ—সতীত্ব অগ্নী প্রজ্জ্বলিত ! কি ভয়ঙ্কর !

সতীত্ব অনলে কাল কে ও ভীত হ'তে হয়—পৃথিবীর প্রারম্ভ হ'তে  
এপর্যন্ত এ ব্রতে ব্রতি আছি, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর বিপদে কখন  
পতিত হইনি (প্রকাশ্যে) সতী ! কালের হস্তেসকলকেই  
আসূতে হ'বে ; কেহবা অগ্রে কেহবা পশ্চাতে, তা সত্যবানের  
দেহ পরিত্যাগ কর, ওর জীবন বায়ু লয়ে যাই ।

সাবি । মহাকাল !—আমি আপনার চরণে ধোরে মিনতি  
করি, এ ভীষণ কথা আমায় বোলবেন না ; সত্যবান আমার  
জীবনের একমাত্র উপায়—আমি একে পরিত্যাগ কোরে চির  
বৈধব্য সহ্য কোর্তে পার্কেনা ।

কাল । সাবিদ্রি !—তুমি সতী রমণী—কিন্তু বৈধব্য, পূর্ব  
জন্ম কৃত পাপের প্রতিফল—যাইহোক আমি আর বিলম্ব কোর্তে  
পারিনা ।

সাবি । এ মিনতি রক্ষা কোর্তে হ'বে । আর যদি নিতান্তই  
না করেন তবে আমায় মৃত্যু লয়ে চলুন ।

কাল। বিধাতার নিয়ম ভঙ্গ দোষে দোষি হ'তে পারিনা।  
 সতী—তুমি দুঃখ কোরনা পৃথিবীর নিয়মই এই; সুখ দুঃখই পৃথি-  
 বীর অলঙ্কার, এ না থাকলে পৃথিবী যে কোন্ কালে লয় প্রাপ্ত  
 হোতেন তার নিশ্চয় নাই। যাই হোক, সত্যবানের পুন-  
 জীবনের চেষ্টা কোরনা—তা হবেনা—যদি অল্প কিছু মানস  
 থাকে প্রকাশ কর—সুসিদ্ধ হ'বে।

সাবি। ওহ—আপনি কঠিন, যদি নিতান্তই আমায় চির  
 জীবনের জ্ঞান পতিপ্রেম বিচ্যুত কোলেন, তবে একটী বর দিন,  
 যেন আমার বন্ধ খশুর শাস্তি পুনরায় চক্ষু প্রাপ্ত হ'ন।

কাল। নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হবেন—একটু অন্তর হও—

সাবি। ওহ!—জীবিতেশ্বর! এই শেষ—(অন্তরে গমন)  
 (কালের স্বর্ণকৌটায় সত্যবানের প্রাণবায়ু গ্রহণ।)

কাল। যাও, স্বস্থানে যাও।

(কালের গমন ও পশ্চাতে সাবিত্রির ক্রন্দন  
 করিতে করিতে গমন। কিছু অগ্রসর হইবার  
 পর, সম্মুখের দৃশ্য অন্তরিত হওন ও  
 নিবীড় অন্ধকারময় দৃশ্য দর্শন।)

কাল। (ফিরিয়া) একি সাবিত্রি? তুমি কেন বৃথা আমার  
 পশ্চাতে আশচ।

সাবি। শূন্য হৃদয়ে আর ফিরে যেতে পারিনা।

কাল। আচ্ছা, সত্যবানের জীবন ভিন্ন যদি কিছু মানস  
 থাকে বল।



সাবি । আমার স্বশুর রাজ্যহার। হোয়েছেন তিনি যেন  
পুনরায় রাজ্য পান ।

কাল । আচ্ছা তাই হবে—এখন সচ্ছন্দে যাও ।

( কিঞ্চিত অগ্রসর ও দৃশ্য পট অন্তরিত  
হওন এবং গভীর অন্ধকার যুক্ত  
কানন । )

কাল । ( ফিরিয়া ) এখনও রোয়েছ—সাবিত্রি ! কেন রুখা .  
আমার সঙ্গে আশচ, যাও ফিরে যাও ।

সাবি । অনাথা আর কোথায় যাবে—কে আছে—শূন্য  
গৃহে ফিরে যে যেতে পারি না ।

কাল । ওঃ—আমারও হৃদয় দ্রবীভূত হোল—আচ্ছা তুমি  
কি প্রার্থনা কর ?

সাবি । সত্যবানের জীবন ব্যতীত আর কি প্রার্থনা  
কোত্তে পারি ।

কাল । সেটি আমার সাধ্যাতীত—যাও ফিরে যাও ।

( কিঞ্চিত অগ্রসর ও দৃশ্যপট অন্তর্হিত হওন—  
ভয়ঙ্কর নীলালোক—নীলধূমরাশি, তন্মধ্যে  
নরকদ্বার—নরকদ্বারের শিরোদেশে  
এই কয়েকটি কথা আশ্রয়ে  
অক্ষরে লেখা আছে । )

“হে প্রবেশি ! তাজি স্পৃহা প্রবেশ এ দ্বারে ।”

( সম্মুখে মত্ততা, জ্বর, অজীর্ণপরতা  
ইত্যাদি রোগসকল )

সাবি। ( দেখিয়া ভয়কুণ্ঠিত স্বরে ) এ কি ভয়ানক স্থান !

কাল। ( ফিরিয়া ) এখনও পশ্চাতে আছ—সান্নি এই  
দার, তোমার পতির পূর্বজন্মের কথঞ্চিত পাপের জন্য  
এই দার দর্শনে এনেছি—এখন যাও সান্নি ফিরে যাও ।

সাবি। কাল ! আমার সাধ্যাতিত ।

কাল। তোমার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হোয়েছি, সত্যবানের  
জীবন ব্যতীত যা প্রার্থনা করবে তাই পাবে ।

সাবি। যে আজ্ঞা, এই বর দিন যেন সত্যবানের ঔরসে  
আমার গর্ভে এক শত পুত্র হয় ।

কাল। তাই হবে—যাও ।

কিঞ্চিত গমন ও দৃশ্যপট অন্তর্হিত হওন ও  
স্বর্গীয়ালোক বেষ্টিত স্বর্গদ্বার বা পরিস্থান  
দ্বারে মিশ্রাকেশি ও পূর্ণকেশির  
সত্যবানের আত্মাকে  
আহ্বান ।

ভৈরবি—কাওয়ালি ।

এসোহে সতি জীবন ভুবন মোহন ।

স্বরগ স্তম্ভ আশে শচীশ সদন ।

নন্দন ফুলবনে,

সহ স্নলোচনে,

মন্দার—মোহন—মালা, কর গলে ধারণ ।

কাল । ( ফিরিয়া ) একি—এতদূর এসেছ ?

সাবি । আপনি আমায় কি বর দিয়েছেন মনে কোরে দেখুন দিকি—এখন সত্যবানের জীবনদান করুন ।

কাল । ওঃ—সাদ্বি ! যথেষ্ট সৃষ্টি হোলেম—বিধাতার নিয়মের অতিক্রম হোলেও আমি তোমায় সত্যবানের জীবন দান কোলেম—এই নাও ধর—( সুবর্ণ কোঁটা দান ) সাদ্বি—তোমার এ যশ চিরকাল ত্রিলোকীতলে ঘোষিত হবে—আজ অবধি জানলেম যে সতীস্ত্রীদের অসাধ্য কিছুই নাই—এখন অবধি সতীদিগের আদর্শ স্থল তুমিই হোলে ; মহাকাল আজ তোমার কাছে পরাজিত হোল—জয় সতীস্ত্রীর জয়—ত্রিভুবন এই নাদে নাদিত হোক—পর্বত কন্দর হতে এর গম্ভীর প্রতি-ধ্বনী বহির্গত হোক—জগৎ জানুক যে সতীস্ত্রীর অসাধ্য কর্ম জগতে কিছুই নাই, জয় সতী সাদ্বির জয় ।

মহাকালের প্রস্থান—অম্বরাদয় সাবিত্রির দুই

পার্শ্বে আসিয়া গান করিতে করিতে রঙ্গ-

ভূমির পুরোভাগে আসিতে লাগিল ।

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয় ও

পূর্বোন্নিখিত দৃশ্যপটগুলি

একে একে স্ব স্ব স্থানে

আসিতে লাগিল ।

শেষে সেই কানন

দেখা গেল ।

খাখাজ—একতারা ।

চলগো চলগো কানন ভিতরে সতী !  
পুন পাবে হৃদয় মাঝারে সতী জীবন পতি ।  
স্বয়শ সৌরভ,  
সদা বহিবে ;—

পবন প্রেমিক-জন-হৃদয়ে ;—  
গাইবে তোমার গুণনিচয়, অমর মানব বতি ।  
( সত্যবানের জীবন দান ও সত্যবানের চেতনা । )

সত্য । একি ভয়ঙ্কর নিদ্রা—বনদেবী আমার জাগাতে  
নেই? আমি যে কত ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিছিলাম তা আর তোমায়  
কি বোলবো ।

সাবি । যা দেখছিলেন সমুদায় সত্য ঘটনা ।

সত্য এঁা বলকি প্রিয়ে—তবেত আজ তুমিই আমার  
প্রাণ রক্ষা কোলে—ওঃ—জগতে এমন গুণবতি স্ত্রী বার আছে  
সেই স্মৃতি ।

( নারদের গান করিতে করিতে প্রবেশ । )

নার । এই যে—সাবিত্রির সতীত্ব বলে—সত্যবান প্রাণ  
পেয়েছে—তবে যাই ওর সখিদের সান্ত্বনা করিগে । না—আর  
যেতে হবে না—এই যে তারা এল ।

( সখিত্রয়ের প্রবেশ । )

সখিত্রয় । কৈ সখি কই ।

নারদ । এই নাও—সত্যবান পুনর্জীবিত হয়েছে ।  
সত্যবান—এমন সতী সাক্ষি স্ত্রী রত্নে তুমি ভূষিত । এই নাও—

আজ আবার সাবিত্রিকে তোমার হস্তে দিলাম, চিরকাল  
স্বখভোগ কর । ( হস্তে হস্ত প্রদান । )

( সখিত্রয় ও অঙ্গরার নৃত্য ও গীত । )

কমদ—খামুটা ।

আজি সুন্দর সলিলে নব নলিনী ।

পুন হাঙ্গিল রে মন মোহিনি ।

সকলে । সরলা সতীত্ব,  
অনল জ্বলিল ।  
দেবতা মানব,  
মানস মোহিল ।

লয়ে স্কুয়ারিরে, হাসি মধু অধরে,  
রবে দিবস যামিনী ।

সকলে । সরলা সতীত্ব,  
অনল জ্বলিল ।  
দেবতা মানব,  
মানস মোহিল ।

-----

যবনিকা পতন ।

-----

সমাপ্ত ।

# সুভদ্রা-হরণ

গীতাভিনয় ।

শ্রীযদুগোপাল বসু

প্রণীত ।

---

কলিকাতা ।

বিভিন্ যন্ত্র—৬৬ নং বিভিন্ ষ্ট্রীট ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মহুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ।

১২৮৩ ।

All Right Reserved.

মূল্য ৮০ আনা ।



বঙ্গরঙ্গভূমির

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বারু শরচ্চন্দ্র ঘোষ

মহাশয়কে

এইসুত্র পুস্তক খানি

কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ

উৎসর্গীকৃত হইল।

ঐযত্নগোপাল বসু।



## নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

স্ত্রী ।

অজ্জুন ।

সত্যভামা ।

কুষা ।

কুষ্ণিণী ।

বলরাম ।

সুভদ্রা ।

বসুদেব ।

রতি ।

নারদ ।

সখীগণ ।

ভীষ্ম ।

দ্রোণ ।

দুর্যোধন ।

দুঃশাসন ।

কর্ণ ।

ভীম ।

এক জন দূত, যদুগণ ইত্যাদি ।

# সুভদ্রা-হরণ ।

---

## নাট্য-রাসক ।

---

সূচনা ।

—০০—

নারায়ণী । যৎ

নমামি কবিতা-রস-দায়িনি,  
নমামি নমামি বাক-বাদিনি !

মানস সুভদ্রা-হরণ গানে, বরাননে,  
যতনে সৃজনে তোষণে সক্ষম করগে জগজননি !  
ভক্ত জনে দেহগে জননি, গীত শক্তি মধুর বাণী,  
পঙ্কজ নয়না, পদ্মগ-বেণি,  
মানব-মানস-তম-নাশিনি !

কেশবাক্ষ শরিরিনি, শ্বেত সরোজবাসিনি,  
বীণাললিতাজ্জ করা বিনোদিনি নারায়ণি ॥

# প্রথম অঙ্ক ।

—০০—

## প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

( ঠৈরবতক পর্বত সম্মিহিত উদ্যান )

( নেপথ্য )

লুম-ঝিজোটি-মাজ—কাওয়ালি ।

নয়ন ভরিয়ে দেখলো শোভা, মনোলোভা

কুঞ্জ-কানন কুসুমে বিহরিছে মধুলোভা ।

মৃদু মন্দ বহে মলয় পবন,

কুহরে সোহাগে কোকিলগণ,

তরু রাজী শোভা মনঃ মোহ করে ;

কিবা ললিত চন্দ্র প্রভা ।

( সখীগণ-সহ সূতরা, রুক্মিণী ও সত্যভামার

প্রবেশ )

খায়াজ—কাওয়ালি ।

সকলে । কিবা সুন্দর উপবন শোভা ।

সৌরভ সুনি-মন-লোভা ।

বিকসিত ফুলপরে অলিকুল,

হৃদ মন্দ সমীরণে করে আকুল ;  
মাধ বিনে নগিনী হীন-প্রভা ।

খায়াজ—একতারা ।

১ম সখি । আহামরি কিবা মানস রঞ্জন  
হয়েছে আজি কুসুম নিচয় ।  
বহিয়া তাহাতে স্নিগ্ধ সমীরণ  
পুলকে পূর্ণ করিছে হৃদয় ।

২য় সখি । পৌর্ণমাসি শশী উদিয়া গগনে,  
করিছে নীতল মানব কুলে ।  
প্রবেশি সকলে এ রম্য কাননে,  
এস গাঁথি মালা কুসুম তুলে ।  
( সকলে অগ্রসর হইয়া )

গজল—দাদরা ।

সকলে । চল সখি কুঞ্জে চল তুলি নানামত ফুল ।  
চিকনি গাঁথি মালা লইয়ে কুসুম কুল ।  
পরিব মোহাগে সবে শোভিবে তাহে অতুল ।  
বিরহী জনের সখি হইবে নয়ন শূল ।  
( গান করিতে করিতে নৃত্য ও মালা গুঞ্জন,  
সত্যভামা সুভদ্রার নিকটে গিয়া )

খাওয়াজ—কাওয়ালি ।

সত্য । না জানি কি করিবে এ মালা গাঁথিয়ে ।  
বল, কি হইবে আপন গলে ইহা পরিয়ে ।  
মন দুঃখে ক্ষীণ, তনু অনুদিন,  
তবে কার তরে গাঁথ চিকনিয়ে ।

খাওয়াজ—কাওয়ালি ।

সুভদ্রা । বল তবে কেন সখি উভয়ে গাঁথিছ হার ।  
পূরণ কেমনে হবে আশা দুজনার ।  
পর্যাইতে এক জনে, গাঁথিছ যে হার ।  
কেমনে জানিবে বল সফল হইবে কার ?

কাফি—যৎ ।

সত্য । হেরি দুঃখ তব প্রাণ কাতর রে ।  
রুগ্নিণী । বসন্ত আগত হলো, কেমনে সহিবে বল,  
অবলা বাল্য মদন শাসন রে ।

ভৈরবী—কাওয়ালি ।

সুভদ্রা । কেনলো তোদের পরিহাস এত ।  
মালাই বাল্যই, এই নে—হলো ত ?

ঐ

ঐ

সত্য । ত্যজনা ত্যজনা ও মালা ।  
পরালে নাথ গলে বুচিবে জ্বালা ।

সিন্ধুড়া—খামাল ।

সুভ । একি সখি কেবা এরা কানন মাঝে ।

সত্য । বুঝি আসিতেছে পার্থ বরসাজে

দেখ সখি ।

( কৃষ্ণার্জুনের প্রবেশ )

কেদারা—কাওয়ালি ।

অর্জু । বনে এরা কে হেরি ।

বনদেবী কি মানবী ।

আমারে বল না হে শ্রীহরি ।

কৃষ্ণ । ঐ যে মনোরমা, দ্বিতীয় চন্দ্রমা সমা,

সুভদ্রা, সহিত যদুকুল নারী ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

{ সুভদ্রার অর্জুনের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত  
{ সত্যভামা তাহা দেখিয়া অগ্রসর হইয়া }

বেহাগ পিলু—কাওয়ালি ।

সত্য । কেন তোমার স্বভাবে অভাব, ছিছি একি ভাব ।

উচাটন দেখি মন, নয়নে কুভাব ।

হইয়ে কুলের নারী, লাজভয় পরিহারি,

অর্জুনে সঁপিলে মন, হয় অনুভব ।

( সুভদ্রা মনের ভাব ঘোপন করিয়া । )

খায়াজ—কাওয়ালি ।

সুভ । কেন কেন সখি এ রূখা গঞ্জনা দেও আর ।

কি দোষ তুমি দেখিলে আমার ।

করে ধরি তোমার, মিনতি রাখ আমার,

বিনা দোষে দোষ এ কোন বিচার ।

খায়াজ—কাওয়ালি ।

সকলে । সখি আর কেন কর এ ছল বল ।

তোমার এ ভাব দেখি মনেতে হতেছে জ্ঞান,

কাহারো নয়ন বাণে হয়েছে বিকল ।

গোপনে কি ফল বল, জেনেছি সখি সকল,

যে জন জ্বলেছে মনে প্রেম অনল ।

লাউনি ।

সুভ । যাও সখি কেন মোরে কর জ্বালাতন ।

পরিহাসে কিবা ফল—চলিছু এখন ।

[ প্রস্থান ।

সখীগণ । যেওনা যেওনা সখি রূখা মান ভরে ।

বলহ অন্তর কথা সাধিব সম্বরে ।

[ প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তাক্ষ ।

সত্যভামার গৃহ ।

(ক্লম্ব আসীন সত্যভামার প্রবেশ ।)

খাওয়াজ—একতালা ।

সত্য । কব কি তোমায়ে ;

ঘটেছে যে জ্বালা ।

পার্থ বদন হেরি সুভদ্রা চঞ্চলা ;

মনোজে বিহ্বলা, অধীরা অবলা ।

এত সাধিনু তারে, ভুলিতে তাহারে ;

মিলন না হলে মরিবে সরলা ।

বেহাগ—কাওয়ালি ।

ক্লম্ব । ভাবিতেছি মনে প্রিয়ে আমি হে ।

তুষিবে কি ধন দানে সখায় হে ।

ইহা হতে আর আমার কি আছে অভিলাষ হে,

ভদ্রারে দিয়ে অর্জুনে, সন্তোষ করিব তারে হে,

আশ্বাসি রাখহ আজি নিশায় হে ।

সত্য । না পারি নিবান্নি যদি রাখিতে ।

বল কি করিব নাথ ইহাতে ।

ক্লম্ব । অভিমত কর শশীমুখি যাতে ভাল হয় হে,



সত্য । সাধিতে যত্ননে কাজ যাই হে ।

বিরহিণী মনোদুঃখ নাশিতে ।

[ উভয়ের প্রস্থান ]

-000-

### তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অর্জুনের গৃহের সম্মুখ ।

( সুভদ্রাকে লইয়া সত্যভামার প্রবেশ । )

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

সত্য । উঠ হে রণকেশরী বীর ধনঞ্জয় ।

অর্জু । এঘোরা রজনী মাঝে কে তুমি হেথায় ।

কহ গো আমায় ।

সত্য । সত্যভামা নাম মম, শুন ওহে নরোত্তম,

আছে সুসংবাদ এক, কহিব তোমায়,

বীর ধনঞ্জয় ।

অর্জু । এ ঘোরা নিশীথে কেমন করিলে,

বল মহাদেবি এলে কি ভাবিয়ে,

অরিলে দাসেরে, স্বকার্য্য ত্যজিয়ে

ভেটিতাম চরণ তোমার ;

সত্য । কৃষ্ণাসহ পঞ্চজনে, থাক সদা দুঃখ মনে,  
তাহার কারণে, দুর্লভরতনে এনেছি দিতে  
তোমায় ।

আমি দেখে হে হেথায় ।

লাউনি—যৎ ।

অর্জু । যা কহিলে মহাদেবি, স্নেহ গুণে তব,  
প্রভাতে পালিব আচ্ছা সাক্ষাতে কেশব ।

সত্য । তুমি বর উপস্থিত—কণ্ঠা ভদ্রা ধনী  
গান্ধার্য বিবাহ কর থাকিতে রজনী ।

গজল—কাওয়ালি ।

অর্জু । মিনতি তোমার পায়ে করি সত্যভাগা,  
নিশা শেষে নিদ্রা যাই, কর মোরে ক্ষমা ।  
কন্দ মূল ফলাশন হইয়ে তপস্বী ;  
বিবাহে কি কাজ মম আমি বনবাসী ?

সত্য । বুঝেছি বুঝেছি সখে তোমার মনন ;  
ঔষধের গুণে কৃষ্ণ বাঁধিয়াছে মন ।

( স্বভদ্রার প্রতি )

যুচাব তোমার সখি মরম বেদনা,  
ক্ষণেক বিলম্ব কর পূর্যাব বাসনা ।

[ সত্যভামার প্রস্থান ।

সুভ ।      শঙ্করাভরণ—টিমাতেতাল ।

হায় কি লাগি হলে মন,  
বিষাদে মগন, না পেয়ে সে জন্মে ।  
কেন রে প্রাণ, হলি পরাধীন,  
তাহারে হেরিয়ে ছার নয়নে ।

( রতি সহ সত্যভামার পুনঃ প্রবেশ । )

রতি ।      পিলু মুলতানী—কাওয়ালি ।

কিবা পার্থ যতি বেশধারী, ভাণকারী ।  
পারি. মায়াতে মোহিতে অনাহারী, তপাচারী ।  
মোহিনী সিন্দূর এই দিলাম ভালে,  
যাহাতে জগতে মোহিত সকলে,  
নহিবে বাধা এবে যাইতে সুন্দরী ।

( সুভদ্রা দ্বারে হস্ত দিবামাত্র দ্বার উদ্ঘাটন রতির  
প্রস্থান ও তাঁহার ভিতরে প্রবেশ । )

অজ্জু । ( সরোষে )

আড়ানা ।

রে নিশাচরি, কি ছলে পশিলি এই গৃহে তুই  
নহিলে রমণী——

( সিন্দূর দেখিয়া মোহিত হইয়া )

কানাড়া—কাঁপতাল ।

তুমি হে রমণি মণি, রূপসীর শিরোমণি

মৌহিনী শকতি ধর লো নয়নে ।

বিষম কুসুম শর, করিছে অতি কাতর,

আশুতোষ প্রিয়ে, প্রেমসুখা দানে ।

( সুভদ্রাকে ধরিতে উদ্যত )

সুভ । ( কৃত্রিম রোষে । )

খান্নাজ—কাওয়ালী ।

ছি ছি ছি ছি কেন এ অনীতি আচার ।

অবলা সরলা প্রতি এ কোন ব্যাভার ।

তুমি ব্রহ্মচারী, বনবাসী কলাহারী,

তবে কেন বলেতে কুলের নারী ধর,

যাও যাও ছুঁয়োনা দেহ আমার ।

খান্নাজ—একতাল ।

অর্জু । কেমনে অবলা কহিছ—তুমি প্রিয়ে ।

পরাজিত তব শরে ভুবন বিজয়ী হয়ে ।

প্রকাশ না করি বল, কেন অপবাদ বল,

হত বল হয়ে এবে শরণ লইলু পায়ে ।

( বাহির হইতে সত্যভামার ব্যঙ্গচ্ছলে ॥ )

সত্য। কিসের কারণ, জাগিয়ে এখন, বল বিবরণ  
কেরা ঘরে।

হয়ে ব্রহ্মচারী, কপট আচারি, যত্নকুলনারী  
আন হরে।

প্রজ্ঞ। ক্ষম অপরাধ, মিছে কেন বাদ সাধ হে  
মাধব প্রিয়ে।

নাঞ্জেনে মহিমা, করিছে গরিমা, এবে প্রাণ  
রাখ ভদ্রা দিয়ে।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সত্য। কেন অধীর হইলে সখে হেরিয়ে।

জীতেন্দ্রিয় জনে একি সাজে, সাধিনু যখন আমি  
না শুনে আগে রহিলে দ্বার মুদিয়ে।

(সুভদ্রা প্রতি)

আর না উপায় হেরি ত্বরিত মিলনে,  
গাঙ্কর্ব্ব বিধানে বিভা করহ যতনে,  
মালা দেহ লো দোলায়ে সুখে প্রিয় গলে  
উভয়ে উভয়ে বাঁধ প্রেম বন্ধনে।  
এই আশিষি আনন্দে থাক ছুজনে।

(মাল্য বিনিময়।)

(পটক্ষেপণ)

## দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্তাক।

দুর্যোধনের গৃহ।

{ দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, দ্রোণ, ভীষ্ম,  
ইত্যাদি আসীন। }

{ ( ভীষ্মের প্রবেশ। )  
দুর্যোধনের বর সাজ দেখিয়া ব্যস্ত হলে। }

কাপি-সিঙ্হু—কাহারওয়া।

ভীষ্ম। কিবা কাজে বর সাজে সাজ্জ মহারাজ।

সুত হাতে বেধে যেতে মিছে পাবে লাজ,

জিসুসহভদ্রার বিভা সপ্ত দিবা হল আজ।

বাগশ্রী বাহার—আড়াঠেকা।

দুঃশা। নিদারুণ বারতা, কহিছ কেন এ সময়,

দেখিতে বা পার যদি কিফল থাকি হেথায়।

চিরশত্রুতা বন্ধনে, থাক বল কি কারণে,

অথবা স্বভাব তব না দুষি তোমায়।

ভীম । শত্রুভাব নহে মোর সত্য বলি আজ ।

কৃষ্ণ মতে সন্তোষান্না সেরেছে সে শুভ কাজ

জয়জয়ন্তি—চৌতাল ।

কর্ণ । স্বার্থপর তব সম আছে কোন জন ।

জগতে বিদিত সবে তুমি হে যেমন ।

বৈভব দেখে নয়নে, হিংসা গুণ হলো মনে ।

দেখাতেছ খলভাব তাহার কারণ ।

ভয় যদি হয় ইথে, থাকহ সর্ব পশ্চাতে,

অপমান হয় হবে রাজ্য চূৰ্ণোদন ।

ভীম । ইচ্ছা যাই করুন তবে কুরুকুলরাজ ।

চলিলু সবার আগে পশ্চাতে কি কাজ ।

এল তবে সেজেছে ইন্দ্র সমান্তে লোক সমাজ ।

বাগত্ৰী—আড়াঠেকা ।

দুঃশা । বাকেন বল না সখে হতেছে সংশয় ।

ভীম বাক্য সত্য বলি মম মনে নয় ।

কর্ণ । ভীমের কথাতে কেন হতেছ সতর ।

বাহু বলে লব হরি, সুভদ্রা সুন্দরী,

কথার সহিত যদি বিবাহ না হয় ।

( কৃষ্ণের প্রবেশ। )

পরজ—কাওয়ালী।

বল। কহ কৃষ্ণ এ কোন বিচার।

কেন এত অপমান করিলে আমার।

দেখ তোমার সখার আচার।

আনিলাম দুর্যোধনে, বিভা দিতে ভদ্রাসনে,

তাহারে হরিল কেন পার্থ দুরাচার ?

টোড়ি ভৈরবী—আড়া ঠেকা।

কৃষ্ণ। কহ দেব কহ ইথে কি দোষ আমার।

অর্জুনের প্রতি মন ছিল সুভদ্রার।

নহে কি আপন মতে, দারুকে বাঁধিয়ে রথে,

চালাইছে মনোরথে রথ আপনার।

বল। কর যেবা ইচ্ছা মনে, চলিলু আমি একগণে,

তোমা হতে অন্য মত হবে না আমার।

[ প্রস্থান।

কৃষ্ণ। কিরাও উভয়ে দূত অমিয় বচনে।

পুরাব মনের সাধ মিলাব ছুজনে।

[ উভয়ের প্রস্থান।



## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

গৃহ ।

{ বসুদেব, নারদ, সভাসদগণ, কৃষ্ণ ও বলরাম  
আসীন এবং সাত্যকিসহ অর্জুন ও  
সুভদ্রার প্রবেশ । }

মালকোষ—আড়া ।

বসু । এস বৎস বীর ধনঞ্জয় ।

পুলকে পুরিল আজি সবার হৃদয় ।

তব গুণে গুণনিধি, ভদ্রারে দিলেন বিধি,

পুরাইল মন সাধ বিধি গুণময় ।

{ অগ্রসর হইয়া অর্জুন ও ভদ্রার করধারণ  
করিয়া অর্জুনের প্রতি । }

প্রাণের পুতলি ধন, করিলাম সমর্পণ,

এ ধনে যতনে রেখো হইয়ে সদয় ।

রেখো মনে দাম্পত্য প্রণয় ।

( গান ও নৃত্য করিতে করিতে সখিগণের

প্রবেশ । )

পিলু—ঠুংরি ।

সকলে । এতেক দিনের পরে আশা পূরাব ।

সবে মিলি আমরা আমোদে ভাসিব ।

সখির পাশে, মোরা সকলে,  
নাগরে হেরিয়ে মন সাধে নয়ন জুড়াব ।

ইমন-কল্যাণ ।

নারদ । কিবা শুভ সম্মিলন আজি দ্বারকায় ।  
নয়ন মন মোহিল মোহন শোভায় হে ।

সকলে । রতি রতিপতি সম শোভা অতি,  
প্রকৃতি সুন্দরী মরে লাজে ।

সখীগণ । নব দম্পতী কিবা সাজে ।

নারদ । তৃতীয় পাণ্ডব নর নারায়ণ রূপ, সুভদ্রা  
পবিত্র প্রণয় রস রূপ হে ।

সকলে । রতি রতিপতি, সম শোভা অতি  
প্রকৃতি সুন্দরী মরে লাজে ।

সখীগণ । নব দম্পতী কিবা সাজে ।

নারদ । অমল কমল ভদ্রা অতুলনা রূপ  
লোলুপ তাহে পার্থ মধুপ হে ।

সকলে । রতি রতিপতি সম শোভা অতি,  
প্রকৃতি সুন্দরী মরে লাজে ।

সখীগণ । নব দম্পতী কিবা সাজে ।

নারদ । এই আশিষি যেন বর বধু দুজনে  
রহে চির সুখে সুখ মিলনে হে ।

সকলে । রতি রতি পতি সম শোভা অতি

প্রকৃতি সুন্দরী মরে লাজে ।

সখীগণ । নব দম্পতী কিবা সাজে ।

[ যবনিকা পতন । ]

--00--



# সতী কি কলঙ্কিনী

কলঙ্ক-ভঞ্জন ।

নাট্য রাসক ।

SATI KI KALANKINI ?

OPERA.

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত ।

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন নিয়োগী দ্বারা প্রকাশিত ।

কলিকাতা

৩ নং বমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা নূতন ভারত বন্ধে

শ্রীরাম নৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ।

১২৮১ সাল ।

মূল্য ৥০ আনা মাত্র ।

এই পুস্তক গ্রেট নেসানেল থিয়েটার কোং ভিন্ন কেহ  
অভিনয় করিতে পারিবে না ।

# নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

স্ত্রী ।

শ্রীকৃষ্ণ	...	...	রাধিকা		
বলরাম	...	...	বৃন্দা		
শ্রীদাম	}		ললিতা		
সুবল			বিশাখা		
নন্দ	...	...	চম্পকলতা		
উপানন্দ	...	...	যশোদা	...	...
আয়ান	...	...	রোহিণী	...	
			যটীলা	...	...
			কুটীলা	..	...

বৈদ্য প্রতিবাসী — ইত্যাদি ।

## প্রস্তাবনা ।

গীত ।

ইমন্ ভূপালী ।

একতালা ।

প্রেম-নিকেতন ।

জন মানস রঞ্জন কারণ ॥

রসিক ভাবুক চিত্ত বিনোদন,

প্রমিক জন, সাধনেরি, ধন

হরিলীলা গাব আজি হয়ে সবে এক মন ॥

প্রেম-নদী যাহে সদা নিরমল বহিছে,

সুখ-লহরী-বিকাশি প্রেম ছবি, উঠিছে,

সুখী জন বার্জিত যে ধন ॥



# কলঙ্ক-ভঞ্জন

## প্রথম অঙ্ক ।

### নিকুঞ্জ কানন ।

( রাধিকা ও বৃন্দা উপস্থিত । )

রাধিকা । ( স্নান মুখে ) সখি, কি হবে—লোক লাঞ্ছনা শুক জন গঞ্জন। যে আর সহ্য হয় না,—দিন দিন জন সমাজে মুখ দেখানো যে ভার বোধ হচ্ছে ; আমাকে দেখলেই লোকে কালা কলঙ্কিনী বলে—তা ভাই তাদেরি বা দোষ কি, তারা এ বিগুহ প্রেমের তত্ত্ব কেমন করে জানবে—এখন কি করি, এ কলঙ্ক হৃদ হতে নিস্তার পাবার তো কোন উপায় দেখতে পাইনে, ভাই এ সব দেখে শুনে আমার এম্‌নি ইচ্ছে হচ্ছে যে শ্যাম রূপ আর দেখবো না, প্রাণনাথের নাম ও মুখে আনবো না—কিন্তু মনুতো সৈ আমার নয়, সে রূপ মনে হলে মনে আর আমার মন থাকে না—তখন—



## গীত ।

ঝিঝিট—এক তাল।

প্রাণ যে করে, তারি তরেরে ।  
 প্রবোধ না মানেন মন, প্রবোধিব কারে রে ।  
 আর নাহি মানেন মানা, শুনে না লোক লাঞ্ছনা,  
 ধায় রে বাঁধিতে প্রেমভোরে সে মন চোরে রে ॥  
 বাসনা মনেতে করি, লোকালয় পরিহরি,  
 নাথ সনে ফিরি বনে কি কাযছার সংসারে রে ॥

বৃন্দে । তাইতো রাজকুমারী, তোমার ভাব দেখে মন  
 যে আমার অস্থির হচ্ছে—তা সখি, এতো উতলা হলে চলবে  
 কেন, ভাই মন স্থির করে দেখ দেখি, হৃদিক রক্ষার কোন  
 উপায় আছে কি না ?

রাধিকা । ভাই, আমি তো ভেবে এর কোন সছুপায়  
 দেখতে পাইনে ।

বৃন্দে । রাজকুমারি, আমি তো পূর্বেই বলে ছিলাম যে  
 কালার প্রেমে কায নাই, তখন আমার কথায় কর্ণপাত ও  
 কর নাই, এখন সৈ লোক নিন্দে সহ্য কন্তে পারবে না  
 বলে চলবে কেন ।

গীত ।

রাধিকা—

সিন্ধু জঙ্গলা—৪৭ ।

যদি দেখি নাথ সখী,  
না করেন, কলঙ্ক মোচন ।  
আর না ভাবিব মনে, প্রাণের সে প্রিয় জনে,  
প্রিয় জনে নাহি প্রয়োজন ॥  
আমি, জীবনে মিশাবো জীবন ।

বৃন্দে । ও কি সখি বল কি ?

গীত ।

বৃন্দে—

ইমন\_কল্যাণ—আড়াঠেকা ।

কণ্টক মৃণালে, যে বিধি গঠিল  
কমল সে বিধির সৃজন ॥  
কমল শ্যাম আঁখি, বারেক হেরিলে সখী,  
দেখিব রবে কোথা পণ ।  
কুবাক্য কণ্টক আর, রবে কি মনে তোমার,  
মজিবে কমলে তব মন ॥

রাধিকা । সত্য সখি, তাঁকে দেখলে প্রতিজ্ঞা দূরে থাক, সংসারের একটী কথা ও মনে থাকে না—ভাই তুমি ভিন্ন এ বিপদ হতে পরিত্রাণের আর উপায় দেখতে পাইনে তোমা হতেই প্রাণনাথকে পেয়েছি, এখন যাতে দুকূল রক্ষা হয় সখি, তোমাকে সেইটী কর্তে হবে ।

বৃন্দে । সখি, ! ব্যস্ত হলে কিছুই হবে না, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই—কিন্তু ভাই, তোমায় বা বলবো তাই কত্তে হবে—কেমন পারবে কি না আগে বল ? তা না হলে আমি দোষে খালাস্ ।

রাধিকা । সৈ, তুই বা বলবি আমি তাই করবো—এখন কি কর্তে হবে ভাই শীঘ্র করে বল ; আমার আর অনর্থক ক্লেশ দিস্নে ।

বৃন্দে । ওমা, কথা না বলতে বলতেই তোমায় ক্লেশ দেওয়া হলো,—সখি, তোমার কৰ্ম নয়, তুমি ভাই পারবে না ।

রাধিকা । ভাই, এখন ছল ধরবার সময় নয়, যা বলবার বল, আমি সত্য বল্চি, প্রাণপণে সে কাঁচ করবো ।

বৃন্দে । ওকি রাজকুমারি, সত্য কথা বল্লে ছল ধরা হয় আমি তাতে জানিনে—ভাই, আগে মনস্থির কর, উতলার কৰ্ম নয় ।

রাধিকা । তোকে সবী কথায় আঁটা ভার, আমি ভাই এই মন-স্থির কল্পে, এখন কি কত্তে হবে বল্ ?

বৃন্দে । যা বল্‌বো সত্য কর্‌বে ?

রাধিকা । আমার সত্যে ও কি তোর বিশ্বাস হয় না ।

বৃন্দে । ভাল সৈ—

গীত ।

পিলু জংলা—খেম্‌টা ।

চল যাই গৃহে ফিরি, আর সহে না ।

এপ্রেম গোপনে কভু রহে না রহে না ॥

কেন সে কালার লাগি, হবে কুল মান ত্যাগী,  
(সখি,) দিবানিশা এককালে অসাধ্য সাধনা ॥

রাধিকা । আর ভাই বিজ্রপ করিস্‌নে—সখি, কি উপায় আছে সত্য করে বল্‌ ।

বৃন্দে । হ্যাঁ রাজকুমারি, এই কি বিজ্রপের সময়—আমি ভাই ভাল কথাইতো বলেছি, গুপ্ত প্রেম কখনই লুকানো থাকে না—সামান্য প্রেমের জন্য কুল মান, সব ত্যাগ করার চেয়ে, ঘরে ফিরে যাই চল—ভাই ছদ্ম্‌ক বজায় করা আমার কৰ্ম্ম নয় ।

রাধিকা । সৈ, আমি প্রাণ থাক্তে প্রাণনাথকে কেনন করে ত্যাগ কর্‌বো ।

## গীত ।

লুম ঝিঝিট—আড়াঠেকা ।

কিসে বল সখী প্রবোধিব মন ।

সে বিনে প্রাণ, করে কেমন ॥

জাগে রূপ সদা যার, মম হৃদয় মাঝার,

ছাড়ি তারে কিসে, রাখি জীবন ॥

বুন্দে । তাইতো সৈ, তবে এখন উপায় ?

রাধিকা । ভাই উপায় তোমার হাত ? তুমি মনে কল্পে

সব হতে পারে ।

ললিতা, বিশখা ও চম্পক-লতা পুষ্পমালা হস্তে প্রবেশ ।

## নৃত্য ও গীত ।

তিন জনে—

ঝিঝিট—খেম্ টা ।

শ্যাম সোহাগিনী, রাজার নন্দিনী,

রাধা বিনোদিনী গলে ।

পর্যব এ মালা, দেখিব তাহে কালা,

ভোলে কি না আজি ভোলে ॥

বৃন্দে । ওলো আহ্লাদ যে ধরে না দেখ্ তে পাই ।  
বিশাখা । কেন, ধরবে না কেন, যখন না ধরবে বাকি  
তোমায় দেবো ।

## নৃত্য ও গীত ।

তিন জনে—

খান্সাজ—খেম্ টা ।

ধরহে রাজবালা এনেছি মালা সুচিকন্ ।

পরগলে যুড়াক জীবন ॥

সুরভি ফুলে, গেঁথেচি মালা ।

দেখি টলে কি না কালার মন ॥

বিশাখা । ওকি সখি, মুক হেঁট করে রৈলে যে ?

ললিতা । কেন সখি, কি হয়েচে, কেমন মালা এনেচি  
দেখ ।

চম্পক । ওমা, এ আবার কি, চক্ দিয়ে জল পড়্চে যে,  
সখি ! কাঁদচো না কি, ( বৃন্দের প্রতি ) তুমি ভাই এখানে  
পাক্তে প্রাণ সখীর এ দশা দেখ্ চি কেন ?

বৃন্দে । ওলো দেখ্ তে পাচ্চিসনে, এতো রাত হলো এখন  
কালাচাঁদ আসেন নাই বলে, মনের হুঃখে কাঁদচেন—তোরা  
ভাই একবার যা, শ্রীকৃষ্ণকে শীঘ্র করে ডেকে আন ।

রাধিকা । তুই সখি আর জ্বালাসনে ( অন্য সখিদের প্রতি ) না ভাই ও বুড়ো হয়ে বাহাত্তরে পেয়েচে, ওর কথা কেউ শুনোনা, আমার কিছুই হয় নাই ।

বৃন্দে । সত্য বল্‌চো কিছুই হয় নাই তবে—

গীত ।

বেহাগ—এক তাল ।

বিধু মুখ শুকালো কেন ।

নয়নের জলে অলকা তিলকা, ভাষি  
গেছে কোথা চলি ।

যত অঙ্গ রাগ অঙ্গেতে মিশিল, তবু  
কর চাতুরালী ।

( সখিদের প্রতি । )

যারে তোরা সখি, যেথা পাবি ধরি  
আনুগে বনমালী ।

যাঁহার লাগিয়ে ভাবিয়ে ভাবিয়ে, কনক  
লতিকা কালী ॥

বিশাখা । সখি, কি হয়েছে বল, আমাদের কাছে মন  
দুঃখ গোপন করা অসুচিত ।

বৃন্দা । আর তোদের ন্যাকা পোনায কায নাই, কি  
হুয়েচে তা এখনো কি বুঝতে পারিস নি—এখন যা বল্লম  
তাই কর্গে, তা হলেই আবার রাজকুমারীর হাসি মুখ দেখতে  
পাবি এখন ।

রাধিকে । সৈ, আর ভাই বাক্য যত্নণা দিস্‌নে, এখন  
যাতে ছুদিক রক্ষা হয় সেইটী করে আমার প্রাণ বাঁচা ।

বৃন্দে । রাজনন্দিনী ! তোমার যে দেখ্‌চি ভাই এটা  
ধনুভঙ্গা পন, বংশধারীকেও ত্যাগ কর্বে না, কুল মান  
লজ্জায় ও জলাঞ্জলী দিতে পারবে না—তা এতটী কায কখন  
একেবারে সম্পন্ন হতে পারে ?

ললিতা—ওঁর ভাই ঠাটের কথা শুনিস্‌নে—উনি  
আবার শ্যামকে ত্যাগ কর্বেন—এক দণ্ড য়াঁকে না দেখলে  
চতুর্দিক শূন্য দেখেন্ তাঁকে নাকি ভুলে থাক্বেন—আমাদের  
ভাই ঠাকুরটী ও যেমন ঠাকুরন্টী ও তেমনি—এঁদের ভাব  
বোঝা ভার—

চম্পক—ভাই কথাটী বড় মিছে নয়—এ ভাব চক্রে  
পড়ে আম্‌রা শুদ্ধ ঘুরে মচ্চি—

রাধিকা—সখি । তোম্‌রা যা ইচ্ছা তাই বল—কিন্তু যদি  
কোন বিহিত কর্‌তে না পার—তাহলে এ প্রাণ ও রাখবো  
না, প্রাণনাথের মুখ দর্শন ও কর্‌বো না—

ললিতা—ওকি সখি, অমন প্রতিজ্ঞা ও করে—আম্‌রা



সকলে মিলে যাতে তোমার একলঙ্ক মোচন হয় তার বিহিত কর্‌বোই কর্‌বো—

বৃন্দে—বিহিত তো কর্‌বে—কিন্তু শেষ “ যার বে তার মনে নাই, পাড়া পড়্‌সির ঘূম্ নাই ” যেন সেই যোর ঘো হয় না ।—

রাধিকে—কেন সৈ, তা কেন হবে ?—

বৃন্দে—তার আর বিচিত্র কি—প্রাণ কৃষ্ণের মুখ দেখলেই সব ভুলে যাবে— ।

রাধিকা—নৈ, আগে দেখ, তার পর বল— ।

বৃন্দে—কেমন সখি, নিশ্চয় বল্‌চো, আমরা যা বল্‌বো তার বিপরিত কার্য্য কর্‌বে না ?—

রাধিকা—ভাই বার বার আমাকে আর ও কথা বলো না—আমি তোমাদের অমতে কোন কার্য্য কর্‌বো না—

বৃন্দে—( সখিদের প্রতি ) তবে আর ভাব্‌না নাই—আজ কালা কেমন চতুর তা জানা যাবে ।

গীত ।

রাগিনী-জঙ্গলা ।

বৃন্দে—ভাল চতুর রাজে শিখাবো — ।

প্রাণ সখীর পায়ে ধরাবো ।

চম্পক—প্রেম ফাঁসে সে শঠে বাঁধিব ।

ললিতা—অঁাখি তাহে প্রহরি রাখিব ॥

বিশখা—মন-চোর-মন কাড়ি লবো ।

সকলে—মনের সাধ সবে মিটাবো ॥

ললিতা । ঐ বংশিধ্বনি শুনা যাচ্ছে ।—

বৃন্দে—তাই তো লো বংশিধর যে নিকটে ( রাধিকার  
প্রতি ) রাজনন্দিনী এসো ভাই এই স্থানে মান্ ভরে বসো—  
( সখিদের প্রতি ) আয় ভাই আমরা প্রহরির কায করিগে  
আয়—

( সকলে প্রবেশ পথে দণ্ডায়মান । )

( কৃষ্ণের বংশি-ধ্বনি করিতে করিতে প্রবেশ )

গীত ।

সখীগণ—

খান্ধাজ—কাওয়ালি ।

কেন কেন শ্যাম হেথা তুমি বল না ।

কেন ছল না ॥

যাও, যাও, কমলিনী চাহে না ।

## গীত ।

কৃষ্ণ—

মারোয়া—ঝাঁপ্ তাল ।

ক্ষম মোরে যদি থাকে অপরাধ ।

মিনতি তব পাশে সেধোনা হে বাদ ॥

ছাড় হে এ পণ, দারুণ, কঠিন,

কেন বৃথা সখী বল এ প্রমাদ ॥

বৃন্দে—বলি ও কালাচাঁদ, আম্‌রা বাদ সাধ্‌চি বল্‌তে  
তোমার একটু লজ্জা হলো না, মানে মানে ফিরে যেতে বল্‌ছি-  
লেম্‌ তা সে কথা ভাল লাগ্‌বে কেন—নাকের জলে, চকের  
জলে, না হলে তো তোমার হবে না—( সখিদের প্রতি )  
সখিরা আয় ভাই আম্‌রা সরে দাঁড়াই,—যাও শ্যাম, রাজকু-  
মারীর কাছে গিয়ে একবার মজাটা দেখোগে—

( কৃষ্ণ—রাধিকার সম্মুখে )

## গীত ।

কৃষ্ণ—

সুরট-মহলার ।

কি লাগি মান—ক্ষম প্রিয়ে,

যদি দোষ করে থাকি ।

মলিন ও সুধা-মুখ—হেরে বিদরে বুক,  
কেমনে-নয়ন-নীর—নয়নে মিশায়ে রাখি ॥

( বৃন্দে ও সখীগণ অগ্রসর )

বৃন্দে । ওকি শ্যাম ওকি,—এতো ছল, এতো কৌশল,  
সব কোথায় গেল—একেবারে কেঁদে ফেল্লে যে—ভাল ভাই  
মেয়ে মানুষের পায়ে ধরতে তোমার একটু লজ্জা দোষ  
হলো না ।

ললিতা । ওঁর আবার লজ্জা, ওঁকে দেখলে ভাই  
লজ্জা দেশ ছেড়ে পালায়—যেমন ত্রিভঙ্গ আকৃতি—দে-  
ভরা ভঙ্গিমাও তেম্ নি ।

বিশাখা । কেমন এখন হয়েচে—ও মান্ ভাঙ্গা কি  
তোমার কায, রাজকুমারীর মনোরঞ্জন করা কি রাখালের  
সাধ্য—যাও ভাই এখন্ মাঠে গিয়ে দেখু চরাওগে ; আর  
সোহাগে কায নাই ।

কৃষ্ণ । ভাই, বিনা দোষে তোম্‌রা আমার কেন এতো  
ভৎসনা কর্‌চো—আজ যথার্থ দেখ্‌চি গ্রহ আমার বিমুখ—তা  
না হলে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হবে কেন ।

বৃন্দে । কেমন, এখন হার্‌ মান্‌লে বল ।

কৃষ্ণ । তোমাদের কাছে হার্‌ তো মেনেই আছি ।

বৃন্দে । তুমি তো ভাই পার্‌লে না—আমি যদি তোমার

হয়ে তোমার প্রাণাধিকার মান্ ভাস্কতে পারি, তা হলে  
আমায় কি দেবে বল ।

কৃষ্ণ । সখি, তুমি যা চাইবে, আমি তাই দেবো ।

বৃন্দে । কেমন অন্যথা হবে না ।

কৃষ্ণ । না সখি, আমার কথা কখন মিথ্যা হয় না ।

বৃন্দে । আচ্ছা ভাই—তবে যাতে আমাদের প্রিয় সখির  
কালাকলঙ্কিনী নাম বিমোচন হয়, তাই করে দেও ।

কৃষ্ণ । সখি, এতো সামান্য কথা আমি কালই করবো ।

বৃন্দে । তবে এই নেও ভাই প্রাণসখিকে তোমায় সমর্পণ  
করলেম ।

( মিলন )

## নৃত্য ও গীত ।

সখীগণ ।

সাহানা—খেম্ টা ।

মরি কি শোভা হইল ।

যুগল রূপে মন মোহিল ॥

মরকত পাশে হেম, মেঘেতে বিজলি ভ্রম,

মাধবি লতা তমাল বেড়িল ॥

মানস সরস পুলকে পুরিল ॥

# দ্বিতীয় অঙ্ক ।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

আয়ান ঘোষের বাটী ।

( আয়ান বিষম মনে উপবিষ্ট । )

( জনৈক প্রতিবাসীর প্রবেশ )

প্রতি—আরে কোনের ভিতর একা বসে কি কর্‌চো  
হ্যা—আজ কাল, কাষ কর্ম্মে এতো অমনোযোগী দেখ্‌চি  
কেন—ব্যাপারটা কি ?

আয়ান—ব্যাপারটা আমার মাথা আর মুণ্ড—

প্রতি—আরে ভায়া তুমি এমন্ ধারা হলে কি চলে—  
তোমায় আল্‌গা দেখে চাকর বাকর রা গরুগুনোকে এক  
সন্ধ্যা আদ পেটা আহার দিচ্ছে—খড় বিচিলি খোল যে  
যেম্‌নে পার্‌চে সরাচ্ছে—সংসারটা একবারে ছার্পাব্  
দেবার মনস্ত করেচ নাকি—ভাট, আমার কথায় অসন্তুষ্ট  
হও তো নাচার্—হক্‌ কথার মার্‌ নাই—

আয়ান—দাদা সাধে কি একুপ হয়েচি—লোক-নিন্দাই

এর্ প্রধান কারণ—ভাই, সমাজের কথা চুলোয় যাক্—  
 আমার মা, ভগ্নি এঁরাও প্রাণাধিক রাধিকাকে অসতী বলেন্—  
 —স্বী অসতী, একথা শুন্লে কার না বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়—

গীত ।

রাগিনী বারোয়া—আড়াঠেকা ।

তারে কলঙ্কিনী কয় ।

লোক-অপবাদ শেল-আঘাত,

প্রাণে কি সয় ॥

প্রাণ প্রতিমা রাধা—শ্যাম-প্রমে বাঁধা,

শ্যাম-জীবন-ধন আমার সে নয় ॥

প্রতি—অঁয়া, বল কি—এমন্ কথাও কি মুখে আন্তে  
 আছে—রাধিকা লক্ষ্মী-স্বরূপা, তাঁকে অসতী বলে এমন  
 সাধ্য কার—ভাই ও সব কথায় তুমি কর্ণপাতও করোনা,  
 লোকে ঘরে বসে কাকে কি না বলে—জন-শ্রুতি শুনে একপ  
 ব্যাকুল হওয়া, তোমার কোন ক্রমেই উচিত হয় না—ভাই  
 বেলাটা অধিক হয়ে পড়েচে—আমি তবে এখন চলেম্—  
 কাল আবার দেখা হবে ।

(প্রস্থান ।)

( কুটীলার প্রবেশ । )

কুটীলা—দাদা, দাদা, দাদা,—

আয়ান—আরে কেন, কি হয়েছে—

কুটীলা—যা হয়েছে একবার দেখ্বে এসো—এই গে  
তোমার রাধা-সতী কালার সঙ্গে নিকুঞ্জবনে আমোদ প্রমোদ  
কর্চে—আর কিছু নয়—

আয়ান । ( যষ্টি হস্তে দণ্ডায়মান ) সত্য বল্‌চিস্ রাধা-  
কৃষ্ণ নিকুঞ্জ বনে একত্র রয়েছে ।

কুটীলা । আমি বুঝি কেবল্ তোমার কাছে মিথ্যা  
কথাই বলে ব্যাড়াচ্ছি—স্বচক্ষে দেখে এসেছি—এখন ইচ্ছে  
হয়, তো চল তোমায় দেখ্বে দি,—তার্ পর তোমার মনে  
যা থাকে তাই করো—বাবা বৌয়ের এমন্‌ বুকের পাটাতো  
কখন দেখিনি—এই দুই প্রহর বেলা, পর পুরুষের সঙ্গে  
আমোদ—ওমা ছি, ছি, ছি, কুল বধূর কি এই কায়, কালানুগাঁর  
জ্বালায় লোকের কাছে মুক্‌ দেখানো ভার—রাত দিন কৃষ্ণের  
সঙ্গে বনে বনে ফির্বে, ঘরে এক দণ্ড থাক্তে মন্‌ যায় না—  
ভাল কথা বল্‌তে গেলে তেড়ে মার্‌তে আসে—কলঙ্কিনীর  
জন্যে যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে মর্‌তে ইচ্ছে হয়—এই তোমার  
আস্কারা পেয়েই তো এত দূর হয়েছে—তুমি দাব্‌লে কি  
কখন এমন্‌ হতো—মা সাধ করে বলেন তুমি গেয়ে মান্‌ষ,  
কাচা দিয়ে কাপড় পর না—



আয়ান । যা, যা, আর মিচে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে বক্তে হবে না—

কুটীলা । তা তো বটেই—আমার কথা ভাল লাগবে কেন, তোমার রাই কলঙ্কিনী যা বলে তাই ভাল—আবারি তোমায় সত্য সত্য শুন্ করেচে তা না হলে অমন ছোটো বড় বড় চক্ থাক্তে তুমি এসব কিছুই দেখ্তে পাওনা—ওমা এগন্ মাগের বশীভূত পুরুষ তো কোথাও দেখিনি ।

আয়ান । দেখ্ বড় বাড়াবাড়ি করিস্নে—অতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়,—সাবধান ।

কুটীলা । ওমা একেবারে ছচক্ষু রক্তবর্ণ হলো যে— ( ক্রন্দন করিতে করিতে ) আমি যেন তোমার চকের বালি হয়েচি—মলেই আপদ যায় ( ক্রোধে ) তোমার মাগ্ মে এতো বাড়াবাড়ি কর্চে তা তোমার প্রাণে সহ্য হয়,—আর আমার ছোটো কথা সহ্য হয় না ।

আয়ান ।—চল্ রে কুটীলে চল্ নিকুঞ্জ-কাননে ।

যথা কাল্য করে কেলী বিনোদিনী সনে ॥

বদি সে যুগল রূপ না হেরি নয়নে ।

নিশ্চয় পাঠাবো তোরে সমন সদনে ॥

( উভয়ে গমনোন্মুখ )

নেপথ্যে ।

গীত ।

রাগিণী বৃন্দাবনী সারং — আড়াঠেকা ।

দৈবকী-নন্দন বিপিন-বিহারী ।

দীন-দুঃখ-নাশন গিরি-ধারী ॥

রাধা-জীবন-ধন মুরারি বনচারী ।

দানব-দল-ভয়-হারী ॥

( উভয়ে সচকিত )

( প্রস্থান । )

## দ্বিতীয় অঙ্ক ।

### দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

নিধুবন-কেলীগন্দির—

( কৃষ্ণ, রাধিকা ও সখীগণ উপস্থিত )

বৃন্দে—শ্যাম, আজ ভাই আমাদের মনের একটা সাধ তোমায় পূরণ কর্তে হবে—

কৃষ্ণ—বৃন্দে আমার যদি সাধ্য থাকে তো অবশ্যই পূরণ করবো—

ললিতা—ওহে মন-চোরের অসাধ্য কিছুই নাই—যে মন চুরি কর্তে পারে সে না পারে এমন-কাজ কি আছে ?

কৃষ্ণ—সখি, তোমার কাছে আমি হার মানলেম—যদি অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়, তাহলে আমি কখনই নিরস্ত হবো না ।

বিশখা—শ্যাম তোমায় ভাই আজো আম্‌রা চিন্তে পার্‌লেম না তুমি কথায় কথায় হারও মানো আবার ভিতর ভিতর প্রতিজ্ঞাও বজায় রাখতে ছাড় না ।

বৃন্দে—ওঁকে আমরা আর কোথেকে চিন্‌বো বল—  
আমাদের রাজনন্দিনীই চিনেচেন ( কৃষ্ণের প্রতি ) কেমন  
হে, নাকের জলে চকের জলে হওয়াটা মনে পড়ে কি ? বলি  
পায়ের ধরাটা কি ভুলে গেচো—

( সখীগণ হাস্য )

গীত ।

কৃষ্ণ—

রাগিণী গোড় সারং—একতাল ।

নব সরোজ হেরিলে কি আর ।

অলি পারে কভু, ভুলিতে সে সুখার আধার ॥

ভ্রমি রাখা চরণ, বিকচ নলীন,

যতনে লভিল মন-মধুকর ॥

বৃন্দে—ওহে আর ছলে কাষ নাই—চের হয়েচে—এখন  
আমাদের কথার একটা উত্তর দেও—পারবে কি না স্পষ্ট  
করে বল—তার পর বোঝা যাবে—

কৃষ্ণ—সখি, তোমাদের কি সাধু পূরণ করতে হবে  
বল ।

বৃন্দে—আজ প্রাণ-সখী রাজা হবেন—আর তুমি প্রহরির  
বেশ ধারণ করে তাঁর প্রহরির কার্য করবে—আমরা তাই  
দেখুবো—

কৃষ্ণ—তার আর বিচিত্র কি বল—আমি অবশ্যই তোমা-  
দের এ সাধ পূর্ণ করবো—

বৃন্দে—শ্যাম, এই গুণেই তোমার লোকে ইচ্ছাময়  
বলে—প্রাণসখী না বুঝেই কি আত্ম-সমর্পণ করেচেন ।

চম্পক—সে চকোর না হলে সুধাকরের সুধা আর কে  
পেতে পারে বল—

## নৃত্য ও গীত ।

সখিগণ—

রাগিণী পিলু—খেম্‌টা ।

রাই সুধাকর, তু শ্যাম চকোর ।

পান কর মধু প্রাণ ভরি হে,

সুধা-দানে মোরা নহি কাতর ও শ্যাম-চকোর ॥

প্রেম-ভিখারিণী, মোরা সব হে,

প্রেম-আশে নিশি করিব ভোর ও শ্যাম-চকোর ॥

রাধিকা । নাথ, অকস্মাৎ মন আমার এতো চঞ্চল হচ্ছে  
কেন ? বোধ হচ্ছে যেন কোন ঘোর বিপদ উপস্থিত—আমার কি  
চিত্ত-ভ্রম হচ্ছে—না সুখাস্তক ভাবি দুঃখের ভার মনকে একপ  
করছে ? আমি যে এর কারণ স্থির করতে পার্‌চিনে—নাথ,  
মন যে আর প্রবোধ মান্‌চে না—বোধ হচ্ছে যেন আয়ান  
এখানে আস্‌চে—

কৃষ্ণ । প্রিয়ে এতো উতলা হচ্ছে। কেন, তুমি কি সকল কথা ভুলে গেলে—আয়ান কি আমাদের এ প্রেমের তত্ত্ব জানে না—

রাধিকা । নাথ, জানলে কি হবে, অসহ্য লোক গঞ্জনার রাগত হয়ে যদি সে তোমায় কটু কথা বলে—আমাকে জন সমাজে কলঙ্কিনী বলে পরিগণিত করে—তা হলে কি হবে—

কৃষ্ণ । প্রিয়ে ভয় কি, যদি আয়ান এখানে উপস্থিত হয় তা হলে যোগ বলে আমি এখনি কালী মূর্তি ধারণ করবো ।

রাধিকা । ঐ দেখ নাথ ! আমি যা ভেবেছি তাই হয়েছে—আয়ান কুটীলের সঙ্গে এই দিকে আসছে—

( কৃষ্ণ কালী মূর্তি ধারণ, রাধিকা জবা ও

বিলদলে চরণ পূজা ।

( সখিগণ করযোড়ে দণ্ডায়মানা । )

( রাধিকা ও সখিগণ । )

ধ্যান ।

রাগিণী—বেহাগ ।

গীত ।

অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রূপিণী ।

দীন দুর্গতি নাশিনী বিশ্ব বিনাশিনী ।

শ্যামা নীলদ বরগী, বিশ্ব বিমোহিনী,  
 নীল-নলিন-নয়নী, হর মন রঞ্জিনী,  
 ভব সুখ প্রদায়িনী, ভব ভয় নিবারিণী,  
 তার এ দীনে, তব পদ ছায়া দানে,  
 ক্ষম অপরাধ জগত জননী ॥

কুটীলা । (স্বগত) ওমা ! এ আবার কি, এই দেখে গেলেম  
 কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে একত্র কেলী কচ্ছে, এর মধ্যে আবার  
 কালী কোথা থেকে এলো ? কে জানে মা, কালী যে ভোজ  
 বিদ্যে জানে আমি তাতো জানিনে । (প্রকাশ্যে) দাদা !  
 এ সব কালার চাতুরী, ও না কত্তে পারে এমন কায নাই—  
 ভোজ বিদ্যে না জানলে ছুদের ছেলে হয়ে কি কখন পুতনা  
 বধ করতে পারে—যদি ভাল চাও তো ছুজকে লাঠি মেরে  
 মেরে ফেল—না হলে শেষ পস্তাতে হবে ।

আয়ান । দ্যাখ কি বল্‌ব তোকে বধ কল্পে স্ত্রী হত্যার  
 পাতক হবে, নইলে এই সঁঠির দ্বারাই—(যাঁঠি উত্তোলন )

কুটীলা । (স্বগত) আজ বড় ঠক্‌লেম, এমন হবে তাকে  
 জানে, আচ্ছা আমিও শীঘ্র ছাড়বো না—এ অপমানের  
 প্রতিশোধ নেবোই নেবো—এখন যাই, দাদা যে রেগে  
 রয়েছেন—

অধীন । ( ভক্তিভাবে মহামায়ার স্তব )

গীত ।

বাগেশী—আড়াঠেকা ।

তুমি বিশ্ব মোহিনী—জগত জননী ।

সৃষ্টি স্থিতি তুমি সর্ব সুখ মোক্ষ প্রদায়িনী ॥

কুআশা কুয়াষা ঘোর, ঘেরেছে মন আমার,

জ্ঞানালোক বিনা ত্রাণ—নাহি নিস্তারিণী ॥



## তৃতীয় অঙ্ক ।

### প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

রাজবাটী ।

( কৃষ্ণ যশোদার অঙ্কে অচেতন্য । )

যশোদা । একি হলো ; অকস্মাৎ নীলমণি এমন হলো কেন—বিধি, তোর মনে কি এই ছিল—এই যে দেখতে দেখতে বাছার সর্বাঙ্গ হীম হয়ে পড়লো—দিদি ও দিদি আমার বুঝি আজ কপাল ভাঙ্গলো—আমার গোপালের কি হলো দেখ্‌মে আয়—

( রোহিণীর প্রবেশ । )

রোহিণী । দিদি একি—গোপাল এমন হলো কেন—আমাদের পোড়া অদৃষ্টে কি সুখের লেশ মাত্র নাই—ওহ ।—

( রাধিকা, বৃন্দা, বিশখা ও ললিতার প্রবেশ । )

গীত ।

যশোদা ও রোহিণীর খেদ ।

রাগিণী ভৈরবী ।

কি হলো গোপাল কোথা গেলরে,

আঁধারি গোকুল ।

হেরি দশদিক শূন্যময় প্রাণ আকুল,

কেমনে নিবারি নয়ন বারি ॥

যাছুমণি ওঠ রে, ওঠ রে নীলমণি,

কি ভাবি মনে, কি দুঃখে বলরে-হেন ভাব হেরি

বারেক মা বলি ডাকি, রাখরে জীবন, জীবনধন ॥

গীত ।

সখীগণ—

জয় জয়ন্তী—এক তাল ।

কেঁদনা কেঁদনা আর—কি লাগি এ আঁখি নীর ।

তোমার এ দশা হেরে—ব্যাকুল অন্তর ॥

বৃথা প্রাণ কৃষ্ণ ধন—অকল্যাণ কর কেন

রাহু-এস্ত শশধর—থাকে কি গো নিরন্তর ॥

( নন্দ, উপানন্দ, শ্রীদাম, সুবল ও  
বলরামের প্রবেশ । )

নন্দ । ভাই উপানন্দ, এ যে সর্বনাশ উপস্থিত দেখছি—  
এখন উপায়—কি রূপে গোপালের প্রাণ রক্ষা হবে—ওহ ।  
প্রাণ যে আমার অত্যন্ত অস্থির হচ্ছে—

উপানন্দ । দাদা ভয় কি, চিকিৎসা করলেই গোপাল  
আরোগ্য হবে—চলুন, যাতে শীঘ্র বৈদ্যকে আনা হয় তার  
চেঁষ্টা দেখা যাক্ গে ।

( নন্দ ও উপানন্দের প্রস্থান )

বলরাম । ভাই এমন হলে কেন—দাদা ওঠ—চল ভাই  
একত্রে গোচারণে যাই—তোমার এ দশা যে আর দেখতে  
পারিনে ভাই ।

শ্রীদাম । দাদা তোমায় ছেড়ে কি করে জীবন ধারণ  
করবো, কার সঙ্গে আর বন ভ্রমণে যাবো—ভাই যদি কোন  
অপরাধ করে থাকি মার্জনা কর—একটী কথা কও, ওহ !  
এ যাতনা যে আর সহ্য হয় না—

( যটীলা ও কুটীলার প্রবেশ । )

যটীলা । (যশোদার প্রতি) হ্যাঁ গোপালের কি হয়েছে গা ?  
আমরা শুনে তাড়াতাড়ি আস্চি—এই যে বাছার মুখ খানি  
একেবারে নীল মেড়ে দেছে—( অঙ্গ স্পর্শ করিয়া-স্বগত )

মরেচে দেখতে পাই যে, আ ! আপদ গেছ—(প্রকাশ্য)  
তাইতো বাছার হলো কি, উপদেবতার নজর হয়েছে নাকি—

কুটীলে । (স্বগত) উপদেবতার নজর হবে কেন—যমের  
নজর হয়েছে (প্রকাশ্য) সন্নিপাতে ঘেরলেও ঘেরতে পারে ।

( নন্দ ও উপানন্দের বৈদ্য লইয়া প্রবেশ । )

নন্দ । এই দেখুন—অকস্মাৎ এরূপ কেন হলো বলতে  
পারিনে—

যশোদা । বাছা যদি তুমি আমার গোপালকে বাঁচাতে  
পার, তাহলে চীরকাল তোমার কেনা হয়ে থাকুবো—

বৈদ্য । না, চিন্তা কি, (হস্ত স্পর্শন) যাতে গোপাল  
রক্ষা পায়, আমি এখন তার বিহিত্ কর্চি—(খড়ি পাতিয়া  
গণনা) এখন ঔষধ তো স্থির করেচি—কিন্তু আনা যে বড়  
স্বকঠিন্ দেখতে পাই—

যশোদা । বাছা কি ঔষধ বল—যদি প্রাণ দিলেও পাওয়া  
বায় আমি তাতে ও প্রস্তুত—

বৈদ্য । মা হয়ে সন্তানের ঔষধ আনলে কোন উপকার  
হবে না—যদি অপর কোন সাধবী স্ত্রী, সহস্র ছিদ্র কুন্তে  
যমুনা হতে বারি আনয়ন করে—সেই বারি স্পর্শনে আপ্নার  
গোপাল আরোগ্য লাভ করবেন—তার আর কোন সন্দেহ  
নাই—

যশোদা । এই বৈতো নয়—তার আর ভাবনা কি—  
( যটীলার প্রতি ) মা, তুমি একজন ব্রজের প্রধানা সতী,  
তুমি ভিন্ন এ কর্ম আর কে পারবে—জল এনে আমার  
প্রাণ-গোপালকে বাঁচাও—

যটীলা । কৈ কল্‌সি কৈ—আমি এখনি আনছি—  
( কুস্ত কক্ষে প্রস্থান )

নেপথ্যে ।

গীত ।

মুল্‌তান—আড়াঠেকা ।

বিনা সে করুণাময় রূপা বিতরণ ।  
আশার সুসার কভু না হয় কখন ॥  
কায় মনে যে জন লয় তাঁর শরণ,  
কি আছে ভবে হেন অসাধ্য বল তার ॥  
দম্ভ অভিমান যে—তাঁর প্রিয় নহে রে,  
গর্ব্ব-খর্ব্ব-কার সে শ্রীমধুসূদন ॥

( যটীলার শূন্য কুস্ত কক্ষে প্রত্যাবর্তন । )

যটীলা । মিন্সের যেমন কথা, একটা আদুটা নয়,  
কিনা সহস্র ছিদ্র কুস্তে জল আনা—বা হবার নয় তাই—এই

তোমাদের কল্‌সি নেও, দেখি এখন কোন্‌ সতী জল্‌ আনে—

কুটীলা । যদি না পার্‌বি তো গেলি কেন—কেবল্‌ লোক ঢলান বৈতো নয়—সতীর অসাধ্য কি আছে—

বিশখা । না হয় তুমি একবার দেখনা—আপ্সোস্টা থাকে কেন—

কুটীলা । দেখবো না তো কি—তোদের মত অসতী নৈ মে ভয় পাব—এই এখনি চল্‌ম—

( প্রস্থান )

যটীলা । ( যশোদার প্রতি ) হাঁ বাছা এ বদ্বিটেকে কোথেকে এনেচো—

যশোদা । মা, আমি বল্‌তে পারিনে, ও রা জানেন্‌—

যটীলা । পোড়ার দশা আর্‌ কি—যেমন উন্‌পাঁজুরে বদ্বি, আকাশ ফোঁড়া অষুধ্‌ ও তেমনি—এমন কুস্মাণ্ড না হলে, কি অমন ব্যবস্থা করতে পারে—ছাঁদা কল্‌সিতে কেউ জল ও অন্তে পার্‌বেনা তোমার গোপাল ও আরোগ্য হবে না—কেবল লাভে হতে আমাদের অপকলঙ্ক রট্‌লো—  
'এখন্‌ ভাল্‌ পরামর্শ শোন তো, মিন্‌সে কে এখনি দূর করে দিয়ে অন্য বৈদ্য আন—

( শূন্য কুন্ত হস্তে কুটীলার প্রবেশ । )

বিশখা । ওমা, এই যে ইনি ও মুখ চুন্‌ করে আস্‌ছেন

—(কুটীলার প্রতি) কেবল মুখে আশ্বালন কল্লেই তো হয় না—সতীত্ব নাড়া দিলেই কি লোকে সতী বলবে—

কুটীলা । ওলো তোর আর মুখ নাড়ায় কাষ নাই—  
অম্নি ভাল—আমরা সতী কি না তা ব্রজের সকলেই  
জ্ঞানে—আমরা যখন জল আনতে পারেন না, তখন আর  
কে আনে তা দেখবো—

যশোদা । (বৈদ্যের প্রতি) বাবা যখন ব্রজের প্রধান  
সতীরা জল আনতে পারেন না, তখন আর যে কেউ আনতে  
পারবে তাতো বোধ হয় না—এখন উপায় (ক্রন্দন) আমি  
গোপালকে বুঝি জন্মের মত হারালেম্—

বৈদ্য । মা স্থির হনু—দেখছি (গণনা) এই যে আর  
চিন্তা নাই—ব্রজ মাঝে রাধা নামে কে সতী আছেন, তিনি  
মনে করলে জল এনে দিতে পারেন্—

কুটীলা । অমন্ গণার মুখে ছাই, খুঁজে খুঁজে সতী  
বার করলেন দেখ—

যশোদা । দেখাই যাক্ না—যে প্রকারে হগ্ গোপাল  
রক্ষা পেলেই হলো—(রাধিকার প্রতি) মা জল আনতে যাও—

রাধিকা । মা আমি কি পারবো ?—

যশোদা । গণনা যদি মিথ্যা না হয় তো অবশ্য পারবে—

রাধিকা । দেখি বিধাতা কপালে কি লিখেছেন ।

(রাধিকা, সখীগণ সমভিব্যাহারে বারি আনয়নার্থ প্রস্থান)

## চতুর্থ অঙ্ক ।

### প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

যমুনা তট ।

( রাধিকা সখীগণ সমভিব্যাহারে উপস্থিত । )

রাধিকা । সখি ! পা যে আর চলে না—আগার মনের ভিতর যে কি হচ্ছে তা অন্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন—প্রাণেশ্বর এ হতভাগিনীর অদৃষ্টে কি শেষ এই ছিল—কুল, মান, প্রাণ মন সকল সমর্পণ করে অবশেষে তোমার বিরহ যাতনা ভোগ কত্তে হলো—ওহ ! সখি, আমি কি জল এনে প্রাণনাথের জীবন রক্ষা কত্তে পারুবো ? ব্রজের সাধবী রমণীগণ যা পাল্লেন না, আমা হতে সে কার্য্য কি সম্ভব । নাথ ! তুমিই তো বলে ছিলে যে আমার কালাকলঙ্কিনী নাম খণ্ডন করবে—দীন-নাথ ! আমি অনন্ত-কাল এ কলঙ্ক রাশি ভোগ কত্তে পারি, কিন্তু তোমার বিরহ যে এক মুহূর্ত্ত ও সহ্য কর্ত্তে পারিনে—দয়াময় ! দাসীকে এ ঘোর বিপদ সাগর হতে পরিত্রাণ কর নতুবা এ যমুনার জলে ছার প্রাণ পরিত্যাগ করুবো ।

ললিতা । সখি এতো ব্যাকুল হচ্ছে কেন—আমার



নিশ্চয় বোধ হচ্ছে যে করুণাময় তোমার কলঙ্ক মোচন কর-  
বার জন্যই এই কার্য্য করেছেন—ভাই তিনি যে ইচ্ছা ময়,  
তঁার ইচ্ছায় কি না হতে পারে—

বৃন্দে । ভাই, মধুসূদন যার সহায় তার আবার ভাবনা  
কি—সখি চল, আর বিলম্বে কায নাই—দীননাথ অবশ্যই  
আমাদের উপর মুখ তুলে চাইবেন ।

নলিতা । চল সখি, চল—ভয় কি ।

রাধিকা । দয়াময় ! অধিনীকে তুমি কত ভাল বাস  
তা আজ জান্‌বো—

( বারি পূর্ণ কুস্ত যমুনা হইতে উত্তোলন । )

সখিগণ । (আনন্দে) কেমন সখি কেমন আমরা বলে  
ছিলেম তো—যে বিপদ ভঞ্জন যার সখা তার কি বিষয় ঘটতে  
পারে ।

গীত ।

রামকেলী—ভর্তুঙ্গা ।

চল চল সবে মোরা ত্বরায় যাই ।

লয়ে বারি, দেখিব কে বলে অসুতী রাই ॥

যশের সৌরভে-জগত পূরিবে,

পাইবে প্রাণ, প্রাণ কানাই,

কুটালার মুখে পড়িবে ছাই ॥

# চতুর্থ অঙ্ক ।

—০০০—

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

### রাজভবন ।

[ কৃষ্ণ, যশোদার অঙ্কে অচৈতন্য—নন্দ, উপানন্দ, শ্রীদাম বৈদ্য, সুবল, বলরাম, জটীলা, কুটীলা, ও রোহিণী উপস্থিত । ]

যশোদা । ( রোহিণীর প্রতি ) দিদি, এতো বিলম্ব হচ্ছে কেন—রাধিকা যে অনেকক্ষণ গিয়েছে—

রোহিণী । তাই, তো কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে—

বৈদ্য । মা ভয় নাই—আমার গগনা কখনই মিথ্যা হবে না—রাধিকা অবশ্যই বারিপূর্ণ পাত্র আনবেন—

কুটীলা । আ মরি । তুমি ও যেমন গণংকার, রাধা ও তেমন সতী—এমন গগনার চেয়ে পাঁজি পুঁতি গুলো যমুনার জলে ভাষ্‌য়ে দিলে ভাল ছিল ।

বৈদ্য । অনর্থক কটুবাক্য প্রয়োগ করেন কেন—একটু অপেক্ষা করুন না—

যটীলা । পোড়ার দশা আর কি—বড় বড় সতী ঘোল খেয়ে গেলো, রাধিকা কিনা সহস্র ছিদ্র কুন্তে জল আনবে—মিন্‌সের কথা শুনে গা জলে উঠে—

( রাধিকা ও সখীগণের প্রবেশ )

( বারি-স্পর্শে কৃষ্ণের আরোগ্য লাভ )

( নন্দালয় আনন্দে পরিপূর্ণ )

( জটীলা ও কুটীলা অধোমুখে প্রস্থান )

( যশোদার অঙ্কে কৃষ্ণ ও রাধিকার—উপবেশন )

গীত ।

পরজ কালাংড়া—খেম্‌টা ।

সখীগণ—আঁখি ভরি দেখ লো সৈ, আঁখি  
ভরি দেখলো ॥

রমণীর শিরোমণি, ধরামাঝে হেন মণি কৈ—  
রূপেতে আলো, করেছে ভাল ॥

পুরুষগণ ।—জয় জয় জয় কৃষ্ণ রাধিকা- রমণ ।  
ভকত-বৎসল ভব-ভয়-নিবারণ ॥

সখীগণ—কেশব প্রাণ, পুতলিরে রাই—  
মিলি দৌহে এক ঠাই,  
গকুল আলো করেছে ভাল ॥

পুরুষগণ—জয় জয় লোক-পাল, মদন-মথন ।  
কেশব করুণাময় পতিত-পাবন ॥

সমাপ্তঃ ।

## নাটোল্লিখিত ব্যক্তি গণ ।

পুরুষ ।

বিক্রমাদিত্য । ... ... উজ্জয়িনী নগরাধিপতি ।  
মন্ত্রী ।

বররুচি । ... ... নবরত্ন সভার পণ্ডিত

কালিদাস । ... ... ঐ ঐ

মীহির । ... ... ঐ ঐ

মনোরঞ্জন । ... ... রাজার চিত্ততোষকারী ব্রাহ্মণ ।  
বিধাতা ।

প্রমোদকুমার । ... ... এক ব্রাহ্মণ কুমার ।

রামদাস ভট্টাচার্য্য । ... ... মহিসুর দেশাধিপতির  
জ্যৈষ্ঠ পণ্ডিত ।

রসিক । ... ... রাম দাস ভট্টাচার্য্যের পুত্র ।

জ্যৈষ্ঠ পণ্ডিত, ঐতিহারী, কয়েক জন সৈন্য, দুই  
জন যোগী, দুই জন নাগরিক ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

ভানুমতি ... ... বিক্রমাদিত্যের স্ত্রী ।

অনঙ্গমুঞ্জরী ... ... প্রমোদকুমারের মাতা ।

বিহ্বলতা ... ... প্রমোদকুমারের স্ত্রী ।

সাবিত্রী ... ... রামদাস ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী ।

চন্দ্রকলা ... মহিসুর দেশাধিপতি রাজা শ্বেতকেতুর কন্যা ।

হেমলতা ... ... ঐ মন্ত্রীর কন্যাধর ।

স্বর্ধলতা ... ... ঐ

চপলা ... ... ঐ নগর পালের কন্যা ।

দাসি ও অন্যান্য স্ত্রীগণ ।



## প্রথম অঙ্ক।

উজ্জয়িনী নগরের অন্তঃপাতী গহন কানন ও মধ্যে  
একটি কুটির। সূর্য্য বেষে রাজা বিক্রমাদিত্যের  
প্রবেশ।

রাজা। একি! এ আবার কোন দিকে এসে পড়লেম। কি  
বিভ্রাট!—এদিকে যে ভয়ানক বন। তাইত! আমি  
কি দিগ্ভ্রষ্ট হয়ে এখানে এলেম। (চতুর্দিক  
দেখিয়া) টেক, সে অসংখ্য সৈন্য সামন্তের এক জনও  
ত আমার সঙ্গে নাই। আর কেমন করেই বা  
থাকবে; সেই ধারাধারের ঘোরতর বর্ষণে, নির্ঘাত  
অগ্নি নিষনে, প্রমত্ত প্রভঞ্জন প্রভাবে, সকলে  
হিন্ন ভিন্ন হয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করেছে।  
বোধ হয় অনেকে আমার মত হৃদশা জালেও জড়িত  
হয়েছে। —উঃ বর্ষণমে বনানী কি ভীষণ  
আকারেই ধারণ করে। (আকাশ দেখিয়া) রাজিও  
বোধ হয় দ্বিপ্রহর অতীত, এ স্থলে আর থাকা  
উচিত নয়, বহির্গত হবার চেষ্টা করি। (চতুর্দিক  
দেখিয়া) এ যে দিগনির্ধার কঠোর পাণ্ডিনে।

( কুটির মধ্য হইতে ক্রন্দন শ্রবণে ) হা হত বিধে !

তোর মনে কি এই ছিল ?

রাজা । ( চমকিত হইয়া ) একি ! স্ত্রীলোকের ক্রন্দন ধ্বনি  
শুনতে পাচ্ছি যে ? একি হলো ! ( চতুর্দিক অবলোক-  
নাস্তর দূরে কুটির দেখিয়া ) ঐ না একটা কুটির দেখতে  
পাচ্ছি ? এমন জনশূন্য গহন কাননে কুটির ? আমি  
কি স্বপ্ন দেখছি ?

( কুটির মধ্য হইতে ক্রন্দন শ্রবণে ) হা ভগবন ! এ  
জগতের সমস্ত দুঃখ ভোগ করবার জন্যই কি এ অস্তা-  
গিনীকে সৃজন করে ছিলে ? হা পিতঃ হা মাতঃ ! আমি  
ত তোমাদের চরণে কোন অপরাধ করি নাই, আমি ত  
তোমাদের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কর্ম কতম  
না, তবে কোন অপরাধে আমাকে বনে বিসর্জন  
দিলে ।

তৈরবী—মধ্যমান ।

এই কি বিধান বিধির লিখন ।

দয়া লেশ মাত্র নাহি দিক্ পদ্মাসন ॥

দিয়া ছুটি পুত্র ধন, পুনঃ করিলে হরণ,

কভু নাহি শুনি দাতা, দিয়া দান কিরে লন ॥

দিলে পুন গর্তকাল, এ ভব চাতুর্য লাল,

তা না হলে পিতা কেন, দিবেন বনে বিসর্জন

রাজা । একি অল্পত ব্যাপার । বাহোক, নিকটে গিয়ে

কামিনীটির পরিচয় নিতে হল। (কুটিরের নিকট যাইয়া) আপনি ক্রন্দন কচ্ছেন কে? নিঃশব্দ চিত্তে নিজ পরিচয় প্রদান করুন, আর কুটিরের দ্বার মুক্ত করুন।

(কুটির মধ্য হইতে) আপনি কে? আপনি অগ্রে আপনার পরিচয় দিন, পরে আমি নিজ পরিচয় দিব, আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে।

রাজা। মা! আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনি অগ্রে দ্বার মুক্ত করুন, পরে জানবেন আমি কে।

(কুটির মধ্য হইতে) আপনি পরিচয় না দিলে দ্বার মুক্ত কতে সাহস হচ্ছে না।

রাজা। মা! আমি বিক্রমাদিত্য। এ বনে আজ আমি মৃগয়া কতে এসেছি। আপনি কিছুমাত্র শঙ্কা করবেন না; আপনি অনায়াসে দ্বার মুক্ত করে নিজ পরিচয় প্রদান করুন। আপনার আর্তনাদে আমার প্রাণ যার পর নাই ব্যাকুল হয়েছে।

(কুটির হইতে একটি কামিনী বহির্গত হইয়া কর-ষোড়ে) মহারাজ! আপনাকে চিন্তে না পেরে বদ্যপি কোন অমান্যের কথা বলে থাকি তা হলে ক্ষমা করবেন।

রাজা। সূঁকি! আপনি একপ কথা বলছেন কেন? জননী বদ্যপি সন্তানকে কোন অমান্যের কথা বলেন, তা হলে কি জননী তাতে অপরাধিনী হইবে না?



আর আপনিত আমাকে কোন অমান্যের কথা বলেন নাই, তবে কেন আপনি অকারণে শঙ্কুচিত হছেন? সে মা হোক, মা আপনি কে, আর কি নিমিত্তই বা ক্রন্দন কচ্ছেন, আমাকে সবিশেষ বলুন কামি । মহারাজ ! আমি এক ব্রাহ্মণ কন্যা ।

সিদ্ধু-খান্ধাজ—আড়া ঠেকা ।

গহন গর্ত বাসিনী, বিধি বিধি অহুসারে ।  
যাঁর লেখনি লিখন, অলঙ্কার ভব সংসারে ॥  
মম যুগল নন্দন, অকালে হরে শমন,  
বেমন গ্রাসিল রাহ, নবোদিত সুধাধারে ॥  
শোকে জনক জননী, দহিছে দিবা রজনী,  
পুনঃ গর্ত দেখি পিতা, বিসর্জিল অবলারে ॥

রাজা । আহা ! কি পরিতাপ । ভগবন :

(ত্রস্তভাবে মন্ত্রী এবং কএকজন সৈন্যের প্রবেশ ।)

মন্ত্রী । এই যে মহারাজ ! আঃ রক্ষা হোক । মহারাজ !  
কোন অমঙ্গল ঘটে নাইত ?

রাজা । কে ও মন্ত্রী ! এস এস, না কোন অমঙ্গল ঘটে নাই ।

মন্ত্রী । ( কামিনীকে দেখিয়া ) মহারাজ ! এ নন্দীলোকটি কে ?

রাজা । এটি এক ব্রাহ্মণের কন্যা, এঁর পিতা এঁকে বন-বাস দিয়েছেন ।

## প্রমোদকুমার নাটিকা ।

৫

মন্ত্রী । সে কি ! বনবাসের কারণ ?

রাজা । এঁর গর্ভভাত সন্তান জীবিত থাকে না । এঁর  
ছটি সন্তান হয়েছিল, কিন্তু অকালে তারা কাল-  
'গ্রাসে পতিত হয়েছে । আবার পুনরায় ইনি গর্ভ-  
বতী । এঁর সন্তান হলেইত রক্ষা পাবেনা । এই  
আশঙ্কায় এঁর পিতা এঁকে পূর্ণ গর্ভাবস্থায় বনবাস  
দিয়েছেন ।

মন্ত্রী । মহারাজ ! তবে এঁর উপায় কি স্থির কচ্ছেন ?

রাজা । উপায়ত এখন কিছুই স্থির করি নাই । ( কাম-  
নার প্রতি ) মা ! আমার বাটীতে চলুন, আপনি রাজ  
দাতার নায় সেখানে কালাতিপাত করবেন ।

কাম । আপনার যা অভিরুচি ।

রাজা । ( জনৈক সৈন্যের প্রতি ) যাও, এক খান  
শিবিকা নিয়েস ।

সৈন্য । যে আজ্ঞা মহারাজ । [ প্রস্থান ]

রাজা । মন্ত্রী ! অপরাপর সৈন্যেরা কোথায় ?

মন্ত্রী । মহারাজের অশ্বেষনার্থে চতুর্দিকে পরিভ্রমণ  
কচ্ছে ।

রাজা । চল, এই রাত্রেই নগরে যাওয়া বাক ।

মন্ত্রী । যে আজ্ঞা মহারাজ । আর রাত্রিও প্রায় শেষ  
প্রহর ।

রাজা । হাঁ প্রায় হলো বটে । দেখ মন্ত্রী !

মন্ত্রী । মহারাজ !

৬

প্রমোদকুমার নাটিকা ।

রাজা । কল্যই রাজ্যে এই ঘোষণা করে দিও যে,  
এই কামিনীটিকে সকলে যেন রাজ্য মাতার ন্যায়  
মান্য করে ।

মন্ত্রী । যে আজ্ঞা মহারাজ ।

জনৈক সৈন্যের প্রবেশ ।

রাজা । কৈ শিবিকা কৈ ?

সৈন্য । মহারাজ ! শিবিকা প্রস্তুত ।

রাজা । মন্ত্রী ! তবে চল আমরা সকলে নগরে যাই ।

মন্ত্রী । যে আজ্ঞা মহারাজ ।

সকলের প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

উজ্জয়িনী নগর । রাজা বিক্রমাদিত্যের সভা ।

রাজা, মন্ত্রী কালিদাস, বররুচি, মীহির

ও মনোরঞ্জন আসীন ।

অতিথারির প্রবেশ ।

প্রতি । মহারাজের জয় হোক । মহারাজ ! একটি  
পণ্ডিত রাজ্যদ্বারে দণ্ডায়মান, ধর্মাবতারের সহিত  
সাক্ষাৎ প্রার্থনা ।

রাজা । আজ্ঞা সঙ্গে করে নিয়েস ।

প্রতি । যে আজ্ঞা মহারাজ ।

[প্রস্থান ।

## প্রমোদকুমার নাটিকা ।

৭

প্রতিহারির সহিত পশ্চিমের প্রবেশ ও প্রতি-  
হারির প্রস্থান।

পশ্চিম। ভো রাজন্ ! তব কল্যানম্ ভবতু ।

রাজা। আগচ্ছ আগচ্ছ, আসনে উপবিষ ।

( পশ্চিমের উপবেশন । )

রাজা। কি মানসে মহাশয়ের শুভাগমন হয়েছে ?

পশ্চিম। আপনার নবরত্ন সভা জয় করবার মানসে আসা  
হয়েছে ।

মন্ত্রী। নবরত্ন সভা জয় করবার মানসে আসা হয়েছে ?

পশ্চিম। আজ্ঞা হাঁ ।

বর। কিরূপে জয় করবেন ? শাস্ত্রেতে না বলেতে ?

পশ্চিম। শাস্ত্রেতে ।

রাজা। ( পশ্চিমের প্রতি ) তবে প্রথ্য করুন ?

পশ্চিম। যে আজ্ঞাঃ—“ কজপঃ কৃতপঃ কসমাধিবিধিঃ ”

এর পূর্ক্স তিন চরণ পূরণ করুন।

বর। ( কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া ) “ নগৃহে লবনং নচ তৈল  
কনা, নচ তণ্ডূল নিত্য পরাং মনসা, যদিতে উদরে  
অনল প্রবলং, কজপঃ কৃতপঃ কসমাধিবিধিঃ । ”

পশ্চিম। ( হাস্য করিয়া ) ওটা হলোনা ভায়া, বুঝে বল,  
বুঝে বল। ( মনোরঞ্জনের প্রতি ) আপনাকে কোথায়  
দেখেছি দেখেছি বোধ হচ্ছে । কিংনাম ধ্যেয়ো তবান্  
কুত্র নিবাস, কো বর্ণ ?

## প্রমোদকুমার নাটিকা ।

মনো । ( স্বগত ) নবরত্ন সভার জয় । রাজা বিক্রমা-  
দিত্যের জয় । যা করেন মা স্বরস্বতি । স্বকৃত, ভাল  
কৃত, সংকৃতে—না ভাষায় বসি । এখন আমার  
কথা বুঝতে পাল্লেই কৃতার্থ নৃতার্থ চরিতার্থ হই ।  
( প্রকাশ্যে ) আমার নাম, ধাম, আর বর্ণ জিজ্ঞাসা  
করেন ?

প্তি । আজ্ঞা হাঁ ।

মনো । আজ্ঞা, আমার নাম মনোরঞ্জন, নিবাস  
উদরে, আর বর্ণ সাদা ।

প্তি । ও কি প্রকার উত্তর হলো ?

মনো । আজ্ঞা ঠিক উত্তরত হয়েছে ।

বর । ( প্তিতের প্রতি ) শুনুন দেখি ।

“ ইতি জনম মুরভিদ্ভজনং, নবিনান্যগতি, জঠরস্থ শিশো  
ইতি ধীর্ধীরনীযদিসাঃপততি, কজপঃ কতপঃকসমাধিবিধিঃ ”

প্তি । মহারাজ ! এইত আমার জয় লাভ হলো !

রাজা । কেন বিধেন ? যদা নবরত্নস্য অর্জো প্তিতা  
সহি, তদা কথং তব জয়ঃ ?

প্তি । অন্যান্ প্তিতান্ আনয় ।

রাজা । ( কালিদাসের প্রতি ) তবে তুমিই বল ।

কালি । প্তিত মহাশয় ! তবে শুনুন দেখি !

“ দ্বিজরাজমুখী মৃগরাজ কোটী, গজরাজ বিনিদ্ভিত মন্দগতি  
বসি সা প্রমোদা, হৃদয়ে বসতি, কজপঃ কতপঃকসমাধিবিধিঃ ”

এটা হলো কি !

পণ্ডি । (ম্লান মুখে) হাঁ হয়েছে ।

মনো । ভট্টাচার্য্য মহাশয় ! কিছু দিন বিদ্যাভ্যাস করুন,

ছটার কথার কর্ম নয় ।

পণ্ডি । কেন, আমাকে কি মুখ ঠাওরালে ?

মনো । বলে কষ্ট পাচ্ছেন কেন ? যখন আমার নাম,

ধাম, আর বর্ষ বুঝতে পারেন নাই, তখন আর

আপনাকে পণ্ডিত কি প্রকারে বলি ।

(ত্রস্তভাবে একজন দাসির প্রবেশ ।)

দাসি । মহারাজ ! নতুন রাণি মার একটি ছেলে হয়েছে ।

রাজা । কি বলে, পুত্র সন্তান হয়েছে ?

দাসি । আজ্ঞা হাঁ ।

রাজা । আচ্ছা তুমি যাও আমি শীঘ্রই যাচ্ছি ।

[ দাসির প্রস্থান ]

ওহে কালিদাস । আমি এখন অন্তঃপুরে চললাম ।

(পণ্ডিতের প্রতি) পণ্ডিত মহাশয়ের কি আহা-  
হা হচ্ছে ?

পণ্ডি । আজ্ঞা না ।

রাজা । ওহে মনোরঞ্জন তুমি পণ্ডিত মহাশয়ের আহা-  
হের উদ্যোগ করে দাওগে ।

[ সকলের গাত্রোখান, ও রাজার প্রস্থান ।

কালি । তবু চলুন, আমরাও প্রস্থান করি ।

[ সকলের প্রস্থান ]

## দ্বিতীয় গর্ভাক্ষ ।

স্মৃতিকা গৃহ ।

নবপ্রসূত সন্তানকে কোড়ে লইয়, অনঙ্গমুগ্ধরি শয়না,  
ও অসি হস্তে রাজা বিক্রমাদিত্যের গৃহের দ্বারে শয়ন ।

ব্রাহ্মণ বেশে বিধাতার প্রবেশ ।

বিধা । মহারাজ ! গাত্রোপধান করুন ।

রাজা । কে আপনি ?

বিধা । আমি বিধাতা ।

রাজা । ( হস্তোত্তলনপূর্বক ) প্রণাম । ভগবন্ ! কি  
মানষে ?

বিধা । অদ্য সন্তানটির ষষ্ঠ দিবস । ষষ্ঠ দিবসে কি হয়  
তাকি আপনি জ্ঞানেন না । সেই মানষে ।

রাজা । বুঝতে পারেন ; আমিও সেই জন্য দ্বার রুদ্ধ  
করে আছি ।

বিধা ! সেকি ! দ্বার রুদ্ধ করবার কারণ ?

রাজা । কারণ ? আপনি অন্তঃখামি ভগবান, আপনি  
কি ভাঙতে পারেন না ?

বিধা । জাণ্ডে পেরেছি । আপনি গাত্রোপধান করুন,  
আমি উত্তমই লিখব, এবার আর চিন্তিত হবেন না ।

আমি ক্রমাগত কন্যাটিকে ক্লেশ দিয়েছি, কিন্তু এই

সম্প্রদায় হতে অনঙ্গমুগ্ধরির সকল দুঃখ হ্রস্ব হবে ।

( রাজার গাজোখান, বিধাতার গৃহে প্রবেশ ও

রাজার পুনরায় শয়ন )

রাজা । ( স্বপ্নত ) কি যে লিখছেন, আর কেমন করেইবা  
জ্ঞাপ্তে পারব ? কিন্তু জ্ঞাপ্তে হবে কি লেখেন !  
বোধ হয় ভালই লিখছেন, কারণ অনঙ্গমুগ্ধরির প্রতি  
কিঞ্চিৎ দয়াবান হয়েছেন । আহা ! ক্রমাগত পুত্র-  
শোকে অর্জুনিভূত হয়ে রয়েছেন, সেই জন্যই বোধ হয়  
ভগবান এবার রূপা কটাক্ষ করলেন ।—বা হোক জ্ঞাপ্তে  
হয়েছে কি লেখেন ।

বিধা । মহারাজ ! গাজোখান করুন ।

রাজা । ( স্বপ্নত ) উত্তম হয়েছে, কি লিখেছেন না বলে  
আমি কখনই উঠব না । ( প্রকাশ্যে ) ভগবন !  
লেখা হল কি ?

বিধা । ই হ হয়েছে ।

রাজা । কি লিখলেন ?

বিধা । ভালই লিখিছি ।

রাজা । অনুগ্রহ করে আমাকে বলতে হবে কি লিখলেন ।

বিধা । সে অন্য চিন্তিত হবেন না, আমি উত্তমই  
লিখিছি ।

রাজা । কি লিখলেন, না বলে আমি কখনই উঠব না ।

বিধা । কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন ? আমি যখন বাঁচি  
উত্তম লিখিছি, তখন আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন ।



রাজা । ভগবন ! আমার বদ্যাপি গ্রাণ ষায় সেও স্বীকার  
তথাপি আপনি কি লিখেছেন না বলে আমি কখনই  
উঠব না, এই আমার প্রতিজ্ঞা ।

বিধা । তবে শুনুন । আমি এই লিখেছি যে, সন্তানটি  
অতি সুপুরুষ হবে, অল্প বয়সে অদ্বিতীয় বিদ্বান হবে,  
২০ বৎসর বয়সে আপনার রাজ্যের কোন এক উচ্চ  
কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত বিবাহ হবে । তার  
পর ঐরাত্রে——

রাজা । “ঐ রাত্রে ” বলে চুপ করে রইলেন যে ?

বিধা । তার পর, বিবাহের পর মৃত্যু হবে ।

রাজা । বিবাহের কত দিন পরে ?

বিধা । বিবাহের রাত্রে বাসর ঘরে ওঁর মৃত্যু হবে ।

রাজা । বাসর ঘরে ? কি প্রকারে ?

বিধা । বাসর ঘরে এক ব্যাঘ্র ওঁকে বিনাশ করবে ।

রাজা । এই কি উত্তম লেখা হয়েছে ? শেষ লেখাটি কেটে  
দিন ।

বিধা (-সহাস্যে) সেকি ! আপনি রাজা বিক্রমাদিত্য ;  
আপনি কি জানেন না যে বিধাতার লিখন খণ্ডন  
হবার নয় ।

রাজা । ভগবন ! আমি জানি যে বিধাতার লিখন অখণ্ড-  
নীয় । কিন্তু যখন আপনি নিজ মুখে বলেছেন যে  
এই সন্তানটি হতে অনঙ্গমুগ্ধরির সকল দুঃখ দূর হবে,  
তখন কি প্রকারে আপনি এমন লিখলেন ? আর তা

হলে অনঙ্গমুঞ্জরীর ছ'খ দুয় হওয়া দূরে থাক প্রাণেব  
আশঙ্কাই অধিক । একেত ত্রুমাগত পুত্র শোকে  
জর্জরিত, তাতে আবার এই ব্যাপার উপস্থিত  
হলে উনি কি বাঁচবেন ? তবে বসুন দেখি, ভগবন !  
সন্তানটির বিবাহের পূর্বে কি অনঙ্গমুঞ্জরী পরলোক  
যাত্রা করেন ? এই ভিন্ন আর ত এর ছ'খ দুয় হবার  
উপায় দেখছিলেন ! কি আশ্চর্য্য ! ভগবন ! আমি  
কৃতাজ্জলিপুটে বিবেদন করছি, আপনি শেষ লেখাটি  
কেটে দিন ।

বিধা । মহারাজ ! আপনি এমন অন্যায় কথা বলছেন  
কেন ?

রাজা ! ভগবন ! আপনি কি অন্যায় করেন নাই ?-

আচ্ছা, যেমন লেখা আছে থাক, আমি এক কর্মকার  
দেখুন, তার পর যাবেন ।

বিধা । আপনি গাত্রোখান না করে কি প্রকারে যাই ?

রাজা । গাত্রোখান করবার প্রয়োজন কি ? আপনি  
পথ পেলেই ত যাবেন ? যাতে আপনি পথ পান  
তার উপায় করি । ( অনি উত্তালন করিয়া ) এই  
অদি দ্বারা নিশ্চয় মস্তক ছেদন করি, তাহলে হিন্নদেহ  
জ্ঞার ছিন্নমস্তকের মতো যে পথ পাবেন, সেই পথ  
অবলম্বন করে প্রস্থান করুন । ( ক্রন্দন )

বিধা । মহারাজ ! শাস্ত হন ; অশ্রুপাত করবেন না  
উপায় বলছি ।

রাজা । আজ্ঞা করুন ।

বিধা । বিবাহ রাত্রে ব্যাঘ্রে বিনাশ করবেই তার আর অন্যথা হবেনা । তবে পুনর্জীবিত করবার উপায় বলি । “লক্ষব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ” অর্থাৎ মনুষ্য যা পাবার যোগ্য তাই পায়, এর অতিরিক্ত পায় না । তবে আমার বক্তব্য এই যে, কোন ব্যক্তি যদ্যপি এ সমস্যার শেষ তিন চরণ বলতে পারে, আর আপনি “লক্ষব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ” আর শেষ তিন চরণ বলে যদ্যপি এই সমস্যানটির মৃত দেহের উপর জল সিঞ্চন করেন, তা হলে তদন্তেই এই বালক পুনর্জীবিত হবে, এর আর অন্যথা হবেনা ; এই আমার প্রতিজ্ঞা ! তবে এখন গাত্রোথান করুন, আমি প্রস্থান করি ।

রাজা । যে আজ্ঞা (গাত্রোথান, প্রণাম, ও বিধাতার অন্তর্দ্বান) “লক্ষব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ” এর শেষ তিন চরণ পাই কোথায়, বোধ হয় কালিদাস জ্ঞান্তে পারে ।

[ প্রস্থান ।

## তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

অন্তঃপুরস্থ উদ্যান বাগী । রাজা বিক্রমার্জুনের বিলাস-গৃহ । মন্ত্রী এবং কালিদাসের প্রবেশ ।

মন্ত্রী । কি বল কালিদাস ?

কালি । আজ্ঞা তার আর সন্দেহ আছে, পাত্রী বাড়ীতে এনেই বিবাহ দেওয়ান, লৌহ নির্মিত বাসর ঘর করুন বা প্রস্তর নির্মিতই করুন, ব্যাঘ্রে বিনাশ করবেই তার আর কোন সন্দেহ নাই ।

মন্ত্রী । তার আর কথা আছে । বিধাতার লিখন বদ্যাপি খণ্ডন হবার হত, তা হলে ভাবনা কি ছিল বল দেখি,—  
আচ্ছা কালিদাস ! সহসা মহারাজের চিত্ত চাক্ষুণ্যের কারণ কি তা বলতে পার ? আমি বিস্তর অনুরোধ করেছিলেম, কিন্তু কিছুতেই আমাকে বলেন না ।

কালি । সেকি মন্ত্রী মহাশয় ! আপনাকে বলেন নাই ?

মন্ত্রী । নাহে ।

কালি । তবে মহাশয় বলি, কিন্তু মহারাজ যেন শোনেন না । সেই কাগজ খানি, যাতে বিধাতা দত্ত পুনর্জীবিত করবার শ্লোকের প্রথম চরণ লেখা ছিল, পোকায় কেটেচে । কেবল “লঙ্ক” কথাটি আছে । তার পরে যে কি ছিল, আমিও পূর্বে শুনেছিলেম আর কাগজ খানিও দেখেছিলেম, কিন্তু এখন কোন প্রকারেই স্মরণ হচ্ছে না । মহারাজ কেবল কথায় “লঙ্ক” কথাটি উচ্চারণ কচ্চেন আর ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছেন ।

মন্ত্রী । কি আশ্চর্য্য ! তোমার ও স্মরণ হচ্ছেনা ?

কালি । আজ্ঞা না । ( নেপথ্য দেখিয়া ) এহু,  
মহারাজ আসছেন ।

রাজার প্রবেশ ।

রাজা । মন্ত্রী ! কালিদাস ! কি আশ্চর্য্য ! কালিদাস !  
তুমি কি আমায় শেষ কথাগুলি বলে দেবেনী ?  
( ক্রন্দন করিতে ) হা জননী অনঙ্গমুগ্ধরী ! তোমার  
অদৃষ্টে কি এই ছিল ? মন্ত্রী ! কালিদাস ! তোমরা  
আমাকে এ অবস্থার দেখে কি চক্ষু সার্থক কচ্ছ ?  
কর ( উপবেশন ও চিন্তা )

মন্ত্রী । ( জনান্তিকে ) কালিদাস ! রানী মা, কি অন্যান্য  
রাজপরিবারেরা মহারাজের বিষয় কিছু জাণ্ডে পেরে-  
ছেন ?

কালি । ( জনান্তিকে ) মন্ত্রী মহাশয় ! তা হলে কি রক্ষা ছিল।  
রাজা ( সহসা গাত্ৰোত্থান করিয়া ) ওহে দেখ আজ  
আমি একটি অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম করেছি ।

মন্ত্রী । কি অন্যায় করেছেন মহারাজ ?

রাজা । আঃ তোমরা এখনও ওকথাটা ছাড়লে না ?  
আমাকে আর মহারাজ বলো না । আমাকে তোমরা  
মহাপাণী, মহাপিশাচ, এই সকল বাক্য বলে সম্বোধ-  
ন কর, তা না হলে ( সজ্জল নয়নে ) আমি স্বয়ংই  
প্রমোদকুমারকে বলেম যে আজ রাত্রে তোমাকে  
ব্যাস্ত্রে বিনাশ করবে ।

মন্ত্রী । সে কি মহারাজ ? কি প্রকারে বল্লেন ?

রাজা । অদ্য প্রাতঃকালে যখন আমি সন্ধ্যা অস্থির  
করি, তখন প্রমোদকুমার আমাকে বলে যে “ বাস :

ঘর লৌহ নির্মিত হল কেন” আমি বল্লেম যে কারণ আছে । তাতে সে বল্লে যে কি কারণ আমাকে বলতে হবে । আমি বল্লেম যে কাল বলব । তাতে প্রমোদকুমার বল্লে যে আপনি যদিও আমাকে এখন না বলেন তা হলে আমি আত্ম হত্যা হব !

মন্ত্রী । কি সর্বনাশ ! তার পর মহারাজ ?

রাজা । তার পর আর কি, অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর আমাকে সমস্ত বলতে হল ।

কালি । তাতে প্রমোদকুমার কিছু বল্লেন ?

রাজা । বল্লে বৈ কি অনেক আফ্লাদ প্রকাশ কল্লে : আর আমার কাতরতা দেখে আমাকে বিস্তর প্রবোধ দিলে ।

( নেপথ্যে ছলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি )

রাজা । ( ক্রন্দন করিতে ) ওহো ! আজ সকলের কি আনন্দ, আনন্দে রাজপুরী পরিপূর্ণ । সকলেই বর কন্যাকে আশীর্বাদ কচ্ছে । কিন্তু এ দিকে যে কি ছুট্টেব ঘটবে তা এখনও পর্যন্ত কেউ জানে পারে নাই, এদিকে যে প্রমোদকুমার আমার ইহলোক পরিত্যাগ করে যাবে তা কেহই জানতে পাচ্ছে না । হা ভগবন !—আর ভগবানেরই বা দোষ দিব কি তিনি ত এর উপায় বলে দিয়েছিলেন, আমিই ত সে উপায় বিসর্জন দিয়েছি । হা প্রমোদকুমার !

( ক্রন্দন )

( নেপথ্যে হুলুধনি ও শঙ্খধনি )

মন্ত্রী । আর এখানে থাকবার আবশ্যক নাই, চলুন  
আমরা স্থানান্তরে প্রস্থান করি ।

রাজা । ( দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্রন্দন করিতে )  
হায় ! প্রমোদকুমার আর বুঝি তোমাকে বাঁচাতে  
পাঠেন না ।

[ সকলের প্রস্থান ]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

রাজা বিক্রমাদিত্যের অন্তর মহল । দর দালান !  
ভানুমতী, বাসন্তি, শশিকলা, চন্দ্রকলা, ও অন্যান্য  
স্ত্রীগণ দণ্ডায়মানা ।

শশি । ওলো ! গুড় ঢাল এনিচিস্ ?

বাস । এনিচি বৈকি । ( নেপথ্যাভিমুখে ) ওলো নতুন  
ঝি ! বরণ ডালা, চিতে কাটি, কুলো আর কি  
কি আছে নিয়ায় ত ?

বরণ ডালা ইত্যাদি লইয়া ঝির প্রবেশ ।

ঝি । এই নাও গো সব এনিচি । ( স্থাপন ) ( শশির  
প্রতি ) ওগো দিদি ঠাকরুণ তুমি কুলো মাথায় করে ।

চন্দ্র । শশি কুলো মাথায় করবে কেন রে ঝি ?

ঝি । দিদি ঠাকরুণ নাকি দেখতে ভাল, আর বরের  
সঙ্গে নাকি দিকি গোচাল সম্পর্ক, তাই বলচি ।

( নেপথ্যে ) ওগো বর যাচ্ছে স্ত্রী আচার

~~শিখা~~ ঝির শেরে নাও ।

বাস । ওলো শাঁক বাজা, উলুদে, চিতে কাটি জাল ।  
( শঙ্খ বাদন, সকলের ছলুধ্বনি ও চিতে কাটি  
প্রজ্জ্বলিত করন । )

প্রমোদকুমারের বর বেশে প্রবেশ ।

( গুড় চাল বরের গাত্রে নিক্ষেপ, কান মলন, চিতে  
কাটি লইয়া সকলের বরকে প্রদক্ষিণ ও বরণ । )  
( নেপথ্যে ) ওগো বিলম্ব করো না, শিগ্গির শেরে  
নাও ।

বাস । বরকে নিয়ে যাও ।

নাপিভের প্রবেশ ও বরকে লইয়া প্রস্থান ।

চন্দ্র । ওলো মহারাজ ত আমাদের জন প্রাণীকে বাসর  
ঘরে যেতে দেবেন না, তবে এক কাজ্ কল্লে হয়  
না? যে গাইয়ে মেয়েনান্নুঘটি এয়েচে, তাকে  
এখন গাইতে বল্লে হয় না?

শশি । ক্ষতি কি, তবে তাই চ ভাই, তাকে নিয়ে আমার  
ঘরে গিয়ে বাসর ঘরের খেদ মিটুই গে ।

চন্দ্র । তোর ঘরে বাসর তবে তুই কেন, বর কে ?

শশি । কেন? তুই আমার নতুন ভাতার, তা হলে হবে  
ত ?

বাসু । তবে আর আমাদের এখানে থাকলে কি হবে ?

শশি । তাহঁত বলচি আমার ঘরে চ । আজ রাত্রে,  
মতন চন্দ্র দিদি বর আর আমি কনে ।



বাস । তবে একটু দাঁড়া আমি এলুম বলে । ( প্রস্থান  
ও অনতিবিলম্বে একটি টোপর লইয়া প্রবেশ )

শশি । টোপর কেন ?

বাস । কেন ? এই দেখ । ( চন্দ্রকলার মস্তকে স্থাপন । শঙ্খ  
বাদন ও সকলের হুলুধ্বনি । ) অন্যান্য স্ত্রীগণ । তবে অ-  
ঙ্গহীন হয় কেন ? ( সকলে চন্দ্রকলার কান মলন । )

শশি । তোদের মতন নির্দোষ মেয়ে মানুষত আর নেই ?  
এ বরের কি কান মলতে হয় ।

বাস । মলামলি এখানে আর করে কাজ নেই, শশির  
ঘরে গিয়ে যার যা ইচ্ছে তাই করিস এখন ।

( সকলের প্রস্থান । )

( নেপথ্যে গীত । )

কালেংড়া পরজ—কাওয়ালি ।

ভরিল আনন্দ নীরে হৃদি প্রবাহিনী ।

আর কি হইবে হেন সুখের যামিনী ।

পুরবাসি যতজন, সবে পুলকিত মন ।

শিখীকুল সুখী যথা, হেরে কাদম্বিনী ।

মরি কিবা সুখোদয়, তুলনা নাহিক হয় ।

যেমন শিবের নাচে, মাতে মুন্দরিনী ॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

বাসর ঘর ।

বর বেশে প্রমোদকুমার ও বিদ্যাপ্লতার প্রবেশ ।

বিদ্য । ( চতুর্দিকে দেখিয়া ) প্রাণ নাথ আমরা কোথায়

এলেম ?

প্রমো । কেন ? আমরা বাসর ঘরে এলেম ।

বিদ্যা । না——আমরা কারাগারে এসেছি ।

প্রমো । কিসে জাহ্নু পায়ে প্রিয়ে ?

বিদ্যা । বাসর ঘর যদি হবে তবে লোহার ঘর কেন ?

আর চারিদিকে সব ঢাল তলোয়ার নিয়ে পাহারা  
দিচ্ছে কেন ?

প্রমো ! প্রিয়ে এটি রাজা বিক্রমাদিত্যের বাড়ী তাই  
চারিদিকে সব পাহারা দিচ্ছে ।

বিদ্যা । আচ্ছা আমাদের এই ঘরের চারি দিকে রয়েছে  
কেন ?

প্রমো । (স্বগত) এখন আমি করি কি ? লৌহ নির্মিত  
বাসর ঘর, চারিদিকে সশস্ত্র সৈন্যগণ, এর কারণ  
তোমাকে বলি তুমি কি জীবন ধারণ করবে ?

বিদ্যা । প্রাণনাথ ! চুপ করে রইলে যে ?

প্রমো । প্রিয়ে ! এসব রাজাদের কাণ্ড, আমাদের আর  
ও সব কথায় কাজ নাই ।

বিদ্যা । তা হবে না । তুমি এর সব জান, আমাকে বল-  
তেই হবে ।

প্রমো ! মনে কর যদিও জানি কিন্তু তোমার শুনে কাজ  
নাই ।

বিদ্যা । কি বলি ? আমাকে বলবে না ? তুমি আমার  
স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী, তুমি যদি আমাকে কোন

গুপ্ত কথা না বল, আমি যদি তোমাকে আমার  
পেটের কথা না বলি তা হলে আমাদের প্রণয়  
কোথায়?—তা আচ্ছা, তোমার বলে কাজ নাই,  
আমি আজ, এই বাসর ঘরেই আত্মঘাতিনী হব।

প্রমো। প্রিয়ে শান্ত হও, শান্ত হও।

বিদ্যা। প্রাণনাথ! ইটাং আমার প্রাণ কেমন কচ্ছে কেন?

( ক্রন্দন স্থলে )

বেহাগ—আড়াঠেকা।

বল নাথ কেন আমার কাঁদে প্রাণ মন।

প্রমো। —বল বল প্রাণ প্রিয়ে কিসের কারণ।

বিদ্যা। —যে দিকে ফিরাই আঁখি, তগোগয় সব দেখি,

জ্ঞান হর হারাই বুঝি তোমায় প্রাণধন।।

প্রমো। —কে খণ্ডাতে পারে বল বিধির লিখন,

বাসর ঘরেতে ব্যাত্ত করিবে হনন,—

তাতে আমার হইবে মরণ।

বিদ্যা। ( সচকিতে ) কি বল্লে? ব্যাত্ত? কি রকম?

প্রমো। প্রিয়ে! সে অতি ভয়ানক জন্তু।

বিদ্যা। তা তোমাকে কেমন করে নষ্ট করবে? সেই

জন্যে বুঝি লোহার ঘর আর—চাঁদিকে পাহারা  
রয়েছে?

প্রমো। হাঁ প্রিয়ে।

বিদ্যা। প্রাণনাথ! আনাকে দেখাও না ব্যাত্ত কি রকম  
জন্তু?

প্রমো । প্রিয়ে ! এখন আমি কি প্রকারে দেখাই ।

বিদ্যু । প্রাণনাথ আমাকে একে দেখাও ।

প্রমো । তা আচ্ছা, তবে দরজাটি বন্ধ কর ?

বিদ্যু । ( দ্বার রুদ্ধ করিল, ও কিঞ্চিৎবিলম্বে উচ্চৈঃস্বরে  
বোদন করিতে২ দ্বার মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিয়া )  
ও গো আমার কি সর্বনাশ হলো গো, ওগো তোমরা  
কে আছ এস গো, ওগো দেখো গো আমার কি  
হলো গো । ( মুচ্ছা )—

রাজা, মন্ত্রী ও কালিদাসের একদিক দিয়া ও কয়েক  
জন সশস্ত্র সৈন্য অপর দিক দিয়া প্রবেশ —

মন্ত্রী । একি ! বধুমাতা যে মুচ্ছিতা হয়েছেন !

রাজা । ( জনৈক সৈন্যের প্রতি ) যাও শীঘ্র জল আর  
পাকা নিয়েস ?

[একজন সৈন্যের প্রস্থান ।

মন্ত্রী । কালিদাস ! সাবধান ! ( রাজাকে লক্ষ করিয়া )  
যেন বুজি না হয় ।

জল লইয়া একজন সৈন্যের প্রবেশ ।

কালি । দাও আমাকে দাও । ( বিদ্যুপ্লতার মুখে জল  
সিঞ্চন ও ব্যঞ্জন )

বিদ্যু । ( উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে২ ) মাগো ! ওমা  
তুমি কোথায় গো, মাগো ওমা একবার এসে দেখ  
গো আমার কি সর্বনাশ হয়েছে গো মাগো ।

ক্রন্দন )

ব্রহ্মভাবে অনঙ্গমুঞ্জরী ও একজন দাসীর প্রবেশ।

অনঙ্গ। একি! বোঁমার কি হয়েছে? (গৃহ মধ্যে রক্ত  
ও প্রমোদকুমারকে দেখিয়া) একি আমার প্রমোদ-  
কুমার নাই। (মূচ্ছা)

রাজা। একি! কি সর্বনাশ! কালিদাস! তুমি অনঙ্গ-  
মুঞ্জরীকে বাতাস কর।

কালি। যে আজ্ঞা। (অনঙ্গমুঞ্জরীকে বাতন)

রাজা। (সৈন্যগণের প্রতি) যাও, তোমরা সরে যাও।

[সৈন্যগণের প্রস্থান।—

মন্ত্রী। (দাসীর প্রতি) তুমি বোঁমাকে নিয়ে যাও।

[বিছিন্নতাকে লইয়া দাসীর প্রস্থান।

রাজা। (অনঙ্গমুঞ্জরীর নিকটে আসিয়া সরোদনে)

মা আমার অনঙ্গমুঞ্জরি! জননি! গাত্রোখান করুন।

আমি সেই দুরাশ্রা, সেই নরাধম, আমি সেই দোর  
পাপিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য। মা, আর ধরাসনে কেন

মা? মাগো, চক্ষু উন্মীলন করুন। (অনঙ্গ-

মুঞ্জরীর নাসিকার নিকট হস্ত দিয়া সচকিত) ওহে

কালিদাস! সর্বনাশ! শীঘ্র দু এক জন লোক ডাক।

(নেপথ্যে দেখিয়া) ওগো তোমরা শীঘ্র এদিকে এস।

ব্রহ্মভাবে দুই জন দাসীর প্রবেশ।

রাজা। শীঘ্র অনঙ্গমুঞ্জরীকে অন্য ঘরে নিয়ে যাও।

[অনঙ্গমুঞ্জরীকে লইয়া দাসীদ্বয়ের প্রস্থান।

মন্ত্রী। সর্বনাশ! এ আবার কি? কালিদাস কি দেখেচ?

সীমা । মন্ত্রি, একজন মুচিকৈ ডাকতে বল—

(বেগে প্রস্থান ।

মন্ত্রী । কালিদাস, একি ! মহারাজ কি বলে গেলেন ?

কালি । তাইত ! বা হোক এখন চলুন, আমরা দেখিগে  
কি সন্ন্যাস উপস্থিত ।

(উভয়ের প্রস্থান ।

## চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

মহিশুর প্রদেশ । রাজপ্রাসাদ সন্নিবর্তিত উদ্যান ।

ক্ষিপ্তবেশে রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ ।

রাজা । মা অনঙ্গমুগ্ধরী যে পুনর্জীবিতা হবেন, তাই  
মনে ছিল না । ভগবানের রূপা ! (পরিক্রমণ) আঃ  
কি কষ্ট ! আরত সহ্য হয়না । এই বৃক্ষমূলে বসে  
বিশ্রাম করি । (বৃক্ষমূলে উপবেশন) হায় ! ভগবানের  
কি লীলা ! কোথায় উজ্জয়িনীর অধিপতি, না মহিশুর  
দেশের লক্ষ পাগল ; কোথায় সিংহাসন, না বৃক্ষমূল ;  
কোথায় রাজপরিচ্ছদ, না পাগলের বেশ, সঙ্গে  
একটা ঢাক ; রাজ দণ্ডের পরিবর্তে ঢাকের কাটি !!  
(নেপথ্যে দেখিয়া) ঐ না কে ছটি লোক আসে ?  
তাইত এই দিকেই যে আসে, তবে নিজ মূর্তি ধারণ

করি। (মস্তক ও হস্ত নড়িতে ও স্মর করিতে)  
 কেন তাঁরে ভজনা কর না আমার মন ? (চিন্তা)

ছুই জন নাপরিকের প্রবেশ।

১ম। এ আবার কেথায় এলে ? এয়ে বাগান।

২য়। এই বাগানের ভিতর দিয়ে দিক্সি রাস্তা আছে।

১ম। (রাজাকে দেখিয়া) ওহে ! ঐ না সেই লক্ক পাগল !

২য়। কৈ, কৈ ? (দেখিয়া) হাঁ, হাঁ, ঐ সেই লক্ক পাগল  
 বটে। ওহে দেখ, ও বড় চমৎকার একটি গীত জানে।

১ম। গাইতে বলে হয় না ?

২য়। পাগলের মন, গায় কি না তা বলা যায় না।

১ম। ওহে ও থাকে কোথায় জান ?

২য়। তুমি জান না ? আমাদের রাজার ফুল বাগানে ; যে  
 বাগানের মাঝখানে একটি শিবের মন্দির আছে।

১ম। ওহো ! সেটা যে রাজবাড়ির কাছেই ?

২য়। হাঁ—সেই বাগানে থাকে।

১ম। কিন্তু দেখ তাই, ও পাগলই হোক আর যাই হোক,  
 ওর চেহারা দেখলে বোধ হয় ও এক জন সামান্য  
 লোক না হবে।

২য়। ঠিক বলেছ। প্রায় মাস খানেক হলো আমি এক  
 দিন এই বিবেচনা করে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম  
 তোমার নাম কি, তোমার বাড়ি কোথায়, তুমি কেন  
 এমন হয়েছ ?—তা আমাকে কোন উত্তরই দিলে না  
 কেবল লক্ক লক্ক বসতে লাগলো, আর একটা চাক

পিটে ছিল সেইটে ছুট কাটি দিয়ে পিটেতে লাগল ।

১ম । সে চাকটা এখানে নাই ?

২য় । তবে বোধ হয় অন্য কোথায় রেখে থাকবে ।

১ম । যা হোক ভাই, এখন চল আমরা যাই ।

২য় । হাঁ ভাই চল, অনেক দূর যেতে হবে ।

( নাগরিক দ্বয়ের প্রস্থান । )

রাজা । ( পাত্তোপাসন করিয়া ) এ দুটি লোক যা যা বলে  
গেল, সব যথার্থ কথা । সে যা হোক, এখন আমার  
ইষ্টসিদ্ধি কি করে হয় । ( চিন্তা ) না——পাগল বেশ  
ছাড়া হবে না । একি ! আমার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দন  
হচ্ছে কেন ? দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দনে ত লাভেরই  
সম্ভাবনা, তা এখানে আমার কি লাভ হবে ? ( পরি-  
ক্রমণ ও নেপথ্যে দেখিয়া ) ঐ না আবার কে এক জন  
আসছে ? ওকি ! ওযে হাত মুখ নাড়তে আসছে । ও  
এক জন পাগল না কি ? এই দিকেই যে আসে ;—তবে  
ওর রক্তটা লুকিয়ে দেখা যাক । ( রক্তের অন্তরালে  
অবস্থিতি । )

রসিকের প্রবেশ ।

রসিক । ( হাস্য করিতে ) কি সজ্জাই হয়েছে । এ সমস্ত  
আর রাখবার যায়গা নাই । একটু গাছতলায় বসা  
যাক । ( উপবেশন ) উঃ—কি পন ! এ ধনুকভাঙ্গা  
পনের চেয়েও বেশি ; বলে কি না, পন করেছে রাজা  
বিক্রমাদিত্যকে বিবাহ করব । ওরে, তোদের কপালে



যে রসিক চুড়ামণি নাচে । —বিক্রমাদিত্যকে পাণ্ডি  
 কোথা থেকে ? এখন তোদের পন কোথায় রইল ?  
 হা হা —চার-চারটে মেয়েকে বিয়ে করব । একটা  
 রাজার, দুট মন্ত্রী, আর একটা নগরপালের । হায়  
 হায়, কোথায় চাল কলা বাদা বামনের ছেলে, না  
 রাজার জানাই ! উঃ ! কি অদৃষ্টের জোর ! (স্নানমুখে)  
 এখন বাবা ব্যাটার আসতে দেরি হলেই নাঁচি । তা  
 সে গেছে তিন দিনের রাস্তা, আবার বড় মানষের  
 বাড়ি ; তাতে আবার আদ্য শ্রাদ্ধ । গেছে আজ দিন দশ  
 বার হলো ; কালকের দিনটে না এলেই হলো । —  
 —কাল যে সন্ধ্যার সময় বিয়ে কন্তে যাব, কি পরে  
 যাই — ( চিন্তা ) ওহো ! তার জন্য একটা ভাবনা  
 কি ? কারুর বাড়িতে ত আর বিয়ে কন্তে যচ্চিনে,  
 যচ্চি রাজার কুলবাগ নে ; বাগানের শিবের মন্দিরের  
 ভিতর, তবে আর ভাবনা কি ? কিন্তু লক্ষা পাগলা  
 ব্যাটা সেই বাগানে থাকে, তা কাল তাকে না আসতে  
 দিলেই হবে । — ( গাত্ৰোত্থান করিয়া ) তবে এখন  
 যাওয়া যাক । আমার ভাতের সমরকার চেলি  
 জোড়টা কোঁচাতে হবে, তাই পরেই বিয়ে কন্তে যাব ।  
 ভুমিও যেমন, একটু ছোট হলো হলোই, তাতে আর  
 বিয়ে আটকাবে না ।

[ রসিকের প্রস্থান ।

রাজা । ( অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া ) একি ! এ ব্যাটা

কে? ব্যাটা বল্লত চাল কল। বাঁদা বামনের ছেলে ।  
 তবে হয়ত পুৰোহিতের ছেলে হবে । এদেশের রাজ-  
 কন্যার সঙ্গে এর বিবাহ, আর কেবল রাজকন্যা নয়, মন্ত্রী  
 দুটি কন্যা আর নগর পালের একটি । পন, — আমাকে  
 বিবাহ করবে ; এই তাদের পন ? আমাকে কোথায়  
 পাবে, এই বিবেচনা করে এই বোলক ব্যাটাকে বিবাহ  
 করবে ? দেখা যাক কালত শিবের মন্দিরে আমাকে  
 যেতেই হবে । ( পরিক্রমণ ও নেপথ্যে দেখিয়া )  
 একি ! এঁরা দুজন আবার কে ? এত ছুটি যোগী দেখছি ।  
 এঁদের যেন কোথায় দেখেছি বোধ হচ্ছে । যা হোক,  
 এঁদের সম্মুখে আর পাগলাম করা হবেনা ।

দুই জন যোগীর প্রবেশ ।

১ম । কে তুমি ?

রাজা । প্রণাম । পিতৃঃ ! আমি এক জন বিদেশী ।

১ম । ( স্বগত ) এঁকে যেন চিনি বোধ হচ্ছে । যা হোক,  
 পরিচয়টা নিতে হলো । ( প্রকাশ্যে ) তোমার নিবাস  
 কোথায় ?

রাজা । আজ্ঞা, আমার নিবাস উজ্জয়িনী নগর ।

১ম । উজ্জয়িনী ! আচ্ছা, বলতে পার রাজা বিক্রমাদিত্য  
 স্বরাজ্য ত্যাগ করে এখন কোথায় আছেন ?

রাজা । ( স্বগত ) একি হলো ! আমি রাজ্য ত্যাগ করেছি,  
 এঁরা কেমন করে জানলেন ? এঁদের যতবার দেখছি,  
 তত আমার সন্দেহ বৃদ্ধি হচ্ছে । ( প্রকাশ্যে ) আজ্ঞা

তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেছেন ।

১ম । (স্বগত) এত সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । তুমিই যে বিক্রমাদিত্য, তার আর কোন সন্দেহ নাই । (প্রকাশ্যে) এখন তোমার থাকা হয় কোথায় ?

রাজা । এ দেশের রাজার ফুলবাগানে ।

১ম । রাজার বাটীর নিকটেই যে বাগানটি ? যার মধ্যস্থলে একটি শিবের মন্দির আছে ?

রাজা । আজ্ঞা হাঁ ।

১ম । বোধ হয় দুই এক দিনের মধ্যে ঐ বাগানে দেখা কচ্চি বিশেষ প্রয়োজন আছে । সে ঢাকটা কোথায় ? বাতে———

(ষোগীদ্বয়ের বেগে প্রস্থান ।

রাজা । একি ! এঁরা কি বলে গেলেন ? সে ঢাকটা কোথায় বাতে— ঢাকের বিষয় উনি জানলেন কি করে ? আবার বলেন, দুই এক দিনের মধ্যে ঐ বাগানে দেখা কচ্চি, বিশেষ প্রয়োজন আছে । আমার সঙ্গে এদের কি বিশেষ প্রয়োজন ? আমি ত এর কিছুই বুঝতে পারিনি । (পরিক্রমণ ও নেপথ্যে দেখিয়া) এ আবার কে এক জন আসছে ? হাতে একটা কলসি, একটা পুঁটুলি ; এষে এই দিকেই আসছে ।

রামদাস ভট্টাচার্যের প্রবেশ ।

রাম । কেরে, লজ্জা পাগলা নাকি ?

রাজা । হাঁ ঠাকুর ! কোথায় গিয়েছিলে ?

রাম । হুর্গাগড় ; এখান থেকে তিন দিনের রাস্তা ।

রাজা । কেন গিয়েছিলে ?

রাম । আদ্যশ্রদ্ধের নিমন্ত্রণ ছিল তাই বিদায় আনতে গিয়েছিলাম ।

রাজা । তোমার বাড়ি কোথায় ?

রাম । বাড়ি এই কুলনাগানের কাছে ।

রাজা । তোমার কে আছে ?

রাম । ( স্বগত ) মর বাটা জ্বালাতন কলে । আমরা ভটচাষি বামুন, এক জনকে পেলে শীগ্গীর ছাড়িয়ে, কিন্তু এ ব্যাটা দেখছি আমাদের বাবা । যা হোক, পথে বড় ক্লেশটা হরেছে, এই গাছতলার বসে একটু বিশ্রাম করি, আর এই পাগলা ব্যাটার সঙ্গে একটু রং করি ( প্রকাশ্যে ) কি বলচিস্ ? ( উপবেশন )

রাজা । বলি তোমার কে আছে ?

রাম । আমার একটি ছেলে আছে, তার নাম রসিক ।

রাজা । রসিক ! সে কি করে ?

রাম । সে লেখা পড়া শিখচে ; আর আমি এখানে আজ দিন দশ বার ছিলাম না বলে এদেশের রাজার মেয়েকে পড়াচ্ছে ।

রাজা । খালি রাজার মেয়েকে পড়াচ্ছে ?

রাম । না, খালি রাজ কন্যাকে না, মন্ত্রীরা দুটি কন্যাকে আর নগরপালের একটি কন্যাকে, এই চারটিকে পড়াচ্ছে ।

রাজা । ( সহাস্যে ) হয়েছে, আর বলতে হবে না, বুঝিছি ।  
তোমার রসিক এই চারটে মেয়েকে এমন পড়া  
শিখিয়েচে যে, পড়ে তাদের একেবারে হাত, পা,  
'মাতা, মন সব ভেঙে গিয়েছে ।

রাম । কি বলচিস্ ?

রাজা । না, এমন কিছু নয় । বলি খালি কলসিটি পেয়েছ,  
না আর ও কিছু পেয়েছ ? তাই বলচি ।

রাম । ( স্বগত, সহাস্যে ) পাগলের মন, কখন কি বলে  
তার ঠিক নেই । ( প্রকাশ্যে ) হাঁ, আরও পেয়েছি  
বইকি । এই কলসিটে, এক জোড়া প্রমাণ চলির জোড়  
আর কুড়ি টাকা নগদ ।

রাজা । ( সমব্যস্তে ) ও ঠাকুর, শীগ্গীর বাড়ি যাও,  
আর দেরি করনা । মস্ত ছেলে, ভাতের সময়কার চলি  
পরে বিয়ে কত্তে যেতে পারবে কেন ? তাই বলচি  
শীগ্গীর বাড়ি গিয়ে প্রমাণ চলির জোড়টা দাওগে,  
আজ বেশ করে কুঁচিয়ে রেখে দিক, তার পর কাল  
পরে বিয়ে কত্তে যাবে ।

রাম । ( স্বগত, সহাস্যে ) যা দেখে গিয়েছিলেম তার  
চেয়েও যে বুঝি । ( প্রকাশ্যে ) কার বিষে রে ?

রাজা । তোমার ছেলে রসিকের ।

রাম । কোথায় ? কার সঙ্গে ?

রাজা । ফুল-বাগানে ; ঐ চারটে পড়ান মেয়ের সঙ্গে ।

রাম । ( স্বগত ) কি সৰ্কিনাস । ( প্রকাশ্যে ) তোকে কে বলে

রাজা । আরে ঠাকুর, যেই বলুক ; কাল টের পাবে।

( প্রস্থান ।

রাম । ( গাত্ৰোত্থান করিয়া ) এ পাগল! ব্যাটা কি বলে গেল ! রসিকের বিবাহ ফুলবাগানে, আমারই চারটি ছাত্রীর সঙ্গে !——না বিশ্বাস হয় না । ও পাগল, কাকে কি বলে তার ঠিক নাই । যা মনে এলো কতগুল বকে গেল । যাই, প্রায় দশ বার দিনের পর আস্চি, স্বাক্ষরী আমার না জানি কি ব্যস্তই হয়েছেন ।

( প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

মহিশুর । রামদাস ভট্টাচার্য্যের গৃহ ॥

এক জোড়া চেলি হস্তে রসিকের প্রবেশ ।

রসিক । “ যেখানে বাঘের ভয় সেই খানেই সন্ধ্যা হয় ” ।

বা ভেবেছিলেম তাই হলো । মনে করেছিলেম বাবার আসতে বিলম্ব হবে, ও বাবা ! আস্চি ত আয় একেবারে বিবাহেব আগের দিন ! তা এসেচেন আর তাঁবলে কি হবে ? যাতে চুপি-এ কাজ হয়ে যান তারির চেষ্টা করা যাক । দিকি প্রমাণ চলির জোড়াটা বাবা এনেচেন, এ জোড়াটা তারি ছোট, তা আর কি

করব, চাইতে ত আর পারিনে। (দীর্ঘনিশ্বাস)  
 আজকের দিনটো আর যাচ্ছে না। ঘুম ভেঙ্গেচে প্রায়  
 ২০। ২৫ দণ্ড হলো, কিন্তু ব্যালা এখন তিন দণ্ডও  
 হয় নাই। অন্য দিন এতক্ষণ প্রায় সন্ধ্যা হয়। আচ্ছা  
 দেখি আজ সন্ধ্যা হয় কি না।

(প্রস্থান।)

রামদাস ভট্টাচার্য ও সাবিত্রির প্রবেশ।

সাবি। কাল সমস্ত রাতটা সাধলুম তবু বল্লে না। আজ  
 যদি না বলো তা হলে রাঁদব না, বাড়ব না কিছু  
 করব না।

রাম। (মস্তকে করাঘাত করিয়া) আর কি বলব বল!

আমাদের সর্বনাশ হয়েছে আর কি বলব!

সাবি। খালি ঐ কথাই তবলচ। সর্বনাশটা কি ভেঙ্গে বল!

রাম। ভেঙ্গে আর বলব কি, আমাদের কপাল ভেঙ্গেচে  
 আর কি বলব!

সাবি (বিরক্ত হইয়া) কি আপদেই পড়িচি। সর্বনাশ  
 হয়েছে, কপাল ভেঙ্গেচে; কি যে হয়েছে তার ঠিক  
 নাই। (উপবেশন) আচ্ছা, এই আমি বসলুম, আমাকে  
 না বল্লে আমি উঠবনা, রাঁদবনা, বাড়বনা, খাবনা, কিছু  
 করবনা এই আমার কোট।

রাম। উঠবিনি কি? চারখানা খালে দুদে, আলতা দে, ঘর  
 দোর সব পরিষ্কার কর, বরুণেন্দ্রের বরণ করবার  
 আয়োজন কর, উঠবিনি কি?

সাবি । কি বলচ, পঠ করে বল না ?

রাম । তবে বলি শোন,—আজ সন্ধ্যার সময় তোমার ছেলে রসিকের শুভ বিবাহ হবে ; শুনলে ?

সাবি । কোথায় ? কার সঙ্গে ?

রাম । তা দিকি যায়গায়, ফুল বাগানের মন্দিরের ভিতর ;  
আমারই চারটি ছাত্রীর সঙ্গে ।

সাবি । তোমার কে বলে ?

রাম । লক্ষ পাগল বলেছে ।

সাবি । (সহাস্যে) আ আমার পোড়া কপাল ! লক্ষার  
কথার বুঝি বিশ্বাস হয়েছে ! ওমা কি ঘেন্না, ছি, ছি, ছি,  
এই ক্ষণ্য বুঝি কাল রাতে খাওয়া দাওয়া ঘুমটুম কিছুই  
হল না !

রাম । টেরই পাবে । (নেপথ্যে পদশব্দ) ওঁ বুঝি রসিক  
আসছে, চল আমরা এর পাশের ঘরে যাই ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

ছোট চেলি হস্তে রসিকের প্রবেশ ।

রসিক । বাবা কোথায় গেলেন ; বোধ হয় রাজ বাড়ি  
গিয়েছেন । রাজ কন্যা যদি বলে ফ্যালে, তা হলেইত  
সর্বনাশ ! ——— না, বোধ হয় বলবে না ; আর বোধ  
হয় কেন, নিশ্চয়ই বলবে না । আমার সঙ্গে লুকিয়ে  
বিয়েহবে বাবাকে কেমন করে বলবে । তা বলতে  
পারবে না, ——— না না, তা কখনই বলতে পারবে না  
(উপবেশন) চেলি খানা এই সময় কুচিয়ে ফেলি ।



বাবা বাড়ি আসবার আগেই আমি বাড়ি থেকে  
বেরিয়ে যাব । তার পর শিবের মন্দিরে সমস্ত রাতটা  
কাটিয়ে, কাল সকালে চার-চারটে বৌ নিয়েত বাড়ি  
আসব, শেষে যা হয় হবে । (চেলি কোঁচানআরম্ভ )

দ্রুতপদে রামদাস তটোচার্যের প্রবেশ ।

রাম । ( চেলিদ্বারা রাসকের হস্ত ও পদ বন্ধন করিয়া  
সক্রোধে ) পাজি, নচ্ছার, বেল্লিক, আমার সৰ্কনাশ  
করেচিস ! ( প্রহার ) হতভাগা আমার মাতা খেয়েচিস ।  
ওরে ঐ চারটে ঘেরে যে আমার আশা, ভরসা, বল  
বুদ্ধি, আমার যা বলিস তাই আমার সকলই ছিল ;  
তুই একেবারে ( প্রহার করিতে২ ) সৰ্কনাশ করে  
রেখেছিস ! ওরে ঐ মেয়ে কটা যে আমার কামধেনু  
ছিল, আমি যখন যা চেয়েছি, তখনই তাই দিয়েচে,  
একটিবার মুখ মুড়ত না ; তুই আমার সে পথে কাঁটা  
দিয়িচিস । ( নেপথ্যাভিমুখে ) বলি ও সাবি—সাবি—  
ই—ই কোথায় গেলি এখন, এদিকে আয়না একবার  
তোকে দেখি ।

সাবিত্রীর প্রবেশ ।

সাবি । আমায় আবার কি দেখবে ?

রাম । তোকে আর দেখব কি ? তোর রক্ত দেখব । তুই ত  
এ সৰ্কনাশের গোড়া, তুই ত আমার মাথা খেয়েচিস ।

সাবি । আমি আবার সৰ্কনাশের গোড়া কিসে হলাম ?

শেষ কালে বুঝি আমার উপর ঝোকটা এলো ।

ওমা আমি কোথা যাব !

রাম । আবার কথা ক'রিস ?—যখন ছুর্গাগড় থেকে আমার পত্র এলো, মনে করে দ্যাখ্ দেখি বা বলচি ঠিক কি না ; যখন পত্র এলো, তখন বল্লম যে সাবি, আমি যদি ঘাই তা হলে মেয়ে কটিকে পড়াবে কে ? তাতে তুই বল্লি যে, (নাকিসুরে) কেন আমার রসিক পড়াবে । তাতে আমি বল্লম যে, রসিক পড়াবে বলচিন, রসিকের এই প্রায় ২৪।২৫ বছর বয়স হলো, আর মেয়ে কটিরও যৌবনারম্ভা, তাতে আমার বড় সন্দেহ হয় । কেমন, যা যা বল্চি ঠিক কি না ?

সাবি । বল না, আমি কি না বলচি

রাম । তাতে তুই বল্লি, (নাকিসুরে) ও তোমার কি রকম কথা ? আমার রসিককে পাড়ার কি মেয়ে কি পুরুষ সকলেই ভাল বলে । তার পর যে আমাকে কত কথা বল্লি, তা আমার মনে নাই । তোরা কথা শুনেই ত আমি চলে গেলেম, আর রসিককে পড়াতে বলে গেলেম । (মস্তকে করাঘাত করিতে করিতে) তুই ত আমার সর্কনাসের গোড়া,—তুই ত এ সর্কনাসের গোড়া ।

সাবি । (রামদাসের হস্ত ধরিয়া) ও কি কর, পাগল হলে নাকি ?

রাম । এখন এক কাজ কর । রসিকে একটা ঘরে চাবি বন্দ করে রাখ । তারপর, কাল সকালে

আমার পড়িয়ে আসবার পর ছেড়ে দেওয়া যাবে ।  
সাবি । তোমার যা ইচ্ছে ।

রাম । তবে এর পাশের ঘরে নিয়ে চল । এখন এর  
বাঁধা খুলে দিচ্ছি, তা হলে আর রক্ষা থাকবে না,  
এক দৌড়ে শিবের মন্দিরে যাবে । এখন ধর ধর,  
(উভয়ে রসিককে উত্তোলন করিয়া) এই আমার পুণ্য-  
বল যে আর দুদিন আমি বিলম্ব করি নাই, তা হলেই  
চার পো টন টেনে হতো আর কি ।

( রসিককে লইয়া উভয়ের প্রস্থান )

### তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

মহিষ্মতী : কুলবাগান, শিবের মন্দিরের অভ্যন্তর ।

কতকগুলি কাপড় হস্তে রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ ।

রাজা । ( সহাস্যে ) পাগল বেশে কি সুখেই আছি ।

যা জানি দু একটি গীত গেয়ে, রীতিমত পাণ্ডলাম  
করে, যখন যার কাছে যা ভিক্ষা কচ্ছি, তখনই তাই  
পাচ্ছি । এ রকমে যে কত কাল অতিবাহিত কতে  
হবে তার আর নিরাকরণ নাই । চাক্ টাক্ ত  
ঢেকে রাখতে হয়েছে, সম্মুখে ঢাক দেখলে আর  
রক্ষা থাকবে না । ( বস্ত্রদ্বারা ঢাক আচ্ছাদন )  
আমাকে একটু লুকিয়ে থাকতে হয়েছে । ( আপাদ  
মস্তক বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া উপবেশন )

( নেপথ্যে ) গুরুপুত্র এসেছেন ?

রাজা। এই বুঝি এঁরা সকলে এলেন।

( নেপথ্যে ) গুরুপুত্র এসেছেন ?

রাজা। হুঁ!

কোশাকুসি, পুষ্পপাত্র, মালা ও চন্দন লইয়া চন্দ্রকলার  
প্রবেশ।

চন্দ্র। ( শিবপূজা করিয়া করযোড়ে ) হে দেবদেব  
মহাদেব! আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন।  
রাজা। বিক্রমাদিত্যকে যেন পতিত্বে বরণ করি, এই  
কামনা করে ক্রমাগত আপনার পূজা করে আস্‌চি।  
কিন্তু ঠাকুর! আপনি আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ  
কলেন না। এই মনে করে, আপনার সম্মুখে আজ  
গুরুপুত্রকে পতিত্বে বরণ করি। ঠাকুর! আমার  
সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন। ( শিবকে প্রণাম  
করিয়া রাজার গলে মালা প্রদান ) গুরুপুত্র!  
আজ শিবসমক্ষে আপনাকে স্বামীত্বে বরণ কলেম।

রাজা। ( মুখের আবরণ খুলিয়া ) অহং লক্ক লক্ক!

চন্দ্র। ও আমার পোড়া কপাল! তুই লক্ক পাগল!

আনি এ কি কলেম? লক্কব্যমর্থং—

রাজা। ( সহসা গাত্রোপহাস্য করিয়া ) লক্কব্যমর্থং—

চন্দ্র। ( অগত ) দৈববাণি হলো নাকি! একি কাকু!

( প্রকাশ্যে ) লভতে মনুষ্যঃ।

( প্রস্থান )

রাজা । লক্ষব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ ( পূৰ্ণমত উপবেশন )

পুষ্পপাত্র, মাল্য ও চন্দন লইয়া স্বর্ণলতার প্রবেশ ।

স্বৰ্গ । ( শিবপূজা করিয়া করযোড়ে ) হে পার্শ্বতীনাথ !

রাজা বিক্রমাদিত্যকে যেন বিবাহ করি, এই মানস করে শৈশবাবস্থা থেকে আপনার অর্চনা করে আশিষ্ট; কিন্তু এখন সে সকলই বুঝা হলো । আজ আপনার সম্মুখে গুরুগুরুকে বরণ করি । আমার সকল অপরাধ মার্জনা করবেন । ( শিবকে প্রণাম করিয়া রাজার গলে মাল্য প্রদান ,

রাজা । ( মুখের আবরণ খুলিয়া ) লক্ষব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ । মনুষ্য যা পাবার যোগ্য তাই পায় ।

স্বৰ্গ । ( স্বগত ) এ কি সন্দেশ কল্লেম ! ( একাশ্যে )  
তোকে পাবার জন্যই কি শিবপূজা করেছিলাম ?  
( শিরে করাঘাত করিয়া ) দৈবোপিতংবারয়িতং  
ন শক্ত । তা তুই বলচিস কেন ? দেবতারাও নিবারণ  
কতে পাবেন না ।

[প্রস্থান

রাজা । লক্ষব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ দৈবোপিতংবারয়িতং  
ন শক্ত । ( পূৰ্ণমত অবস্থিতি )

পুষ্পপাত্র, মাল্য ও চন্দন হস্তে হেমলতার প্রবেশ ।

হেম । ( শিবপূজা করিয়া করযোড়ে ) হে বিশ্বেশ্বর ! রাজা  
বিক্রমাদিত্যের মহিষী হই বলে আপনার পূজা করে  
এসোছি ; কিন্তু এখন সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে

আপনার সম্মুখে আজ গুরুপুত্রকে বরণ কল্লেম  
(শিবকে প্রণাম করিয়া রাজার গলায় মাল্য প্রদান)  
রাজা। (মুখ খুলিয়া) লক্ষ্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ দৈ  
বোপিতং বারয়িতং ন শক্ত।

হেম। (স্বগত) এ কি! এ কি সর্জনশ কল্লেম! (প্রকাশ্যে)  
তুই কি আমার স্বামী হলি? (শিরে করাঘাত করিয়া)  
অতো ন শোচামি ন বিশ্বয়োমে। আমার অদৃষ্টে  
যা ছিল তাই হল, এর জন্য দুঃখ, কি আশ্চর্য্য বোধ  
কল্লে কি হবে।

(প্রস্থান)

রাজা। লক্ষ্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ দৈবোপিতং বার-  
য়িতং ন শক্ত, অতো ন শোচামি ন বিশ্বয়োমে—  
(পূর্ণমত অবস্থিতি)

পুষ্পপাত্র, মালা ও চন্দন হস্তে চপলার প্রবেশ।

চপ। (শিবপূজা করিয়া করগোড়ে) হে মহাদেব! হে  
বিশ্বেশ্বর! রাজা বিক্রমাদিত্যকে পতিত্বে বরণ কর-  
বার মানসে শৈশবকাল থেকে আপনার পূজা, স্তব,  
ব্রত করে আস্চি; কিন্তু আজ সে সকল আশা  
ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে আপনার সম্মুখে গুরুপুত্রকে  
পতিত্বে বরণ কচ্চি। ঠাকুর! আপনার সকল অপরাধ  
মার্জ্জনা করুন। (শিবকে প্রণাম ও রাজার গলে  
মাল্য প্রদান)

রাজা। (মুখের আবরণ খুলিয়া) লক্ষ্যমর্থং লভতে

মনুষ্যঃ দৈবোপিতং বারয়িতং ন শক্ত, অতো ন  
শোচামি ন বিদ্বায়োমে—

চপ । (চমকিত হইয়া সক্রোধে) ললাট লেখান পুনঃ  
প্রয়াতি । তা বলে কি লক্ষ পাগলকে বিবাহ কর-  
বার জন্য শি আরাধনা করেছিলেন ! পাপিষ্ঠ, নরা-  
ধম, চিরকালটা দুঃখভোগ, আর অবশেষে বৈধৰ্য্য  
যজ্ঞনা ভোগ করবার জন্যই কি আমরা জন্মিছি ?  
তা তোর দোষ নাই, সকলই আমাদের অদৃষ্টের  
দোষ । কোথায় বিক্রমাদিত্যের মাহষী হব ; তা  
নয়, গুরুপুত্রকে বরণ করি, তা ও নয়, লক্ষ পাগল !!!  
তা দ্যাখ, যেমন তুই আমাদের প্রতারক, তেমনি  
আমরা, আর আমরা কেন, আমি স্বয়ং তোর হস্তা-  
রক । আজ শিবসমক্ষে আমরা সধবা হলেম, আবার  
আজ এই শিবসমক্ষেই বিধবা হব । তাতে যদি  
আমাদের প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, দেখি তোকে কে  
রক্ষা করে ।

[ বেগে প্রস্থান ]

(রাজা কোশা হইতে এক গণ্ডুস জল লইয়া লক্ষব্য-  
মর্থং লভতে মনুষ্যঃ আর ইহার শেষ তিন চরণ  
উচ্চারণ করিয়া ঢাক মধ্যস্থ মৃত প্রমোদকুমারের গাত্রে  
জল সিক্তন করিলেন ; প্রমোদকুমার পুনর্জীবিত  
ও ঢাক হইতে বহির্গত হইয়া রাজার সম্মুখে কর-

যোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন । )

রাজা । প্রমোদকুমার ! ললাট লেখোন পুনঃ প্র —  
(মূচ্ছা) ।

প্রমো । (সচকিতে) এ কি হলো ! এ কি সৰ্কনাশ !  
(কোশার জল রাজার মুখে সিঞ্চন ও বীজন) এ কি  
সৰ্কনাশ উপস্থিত ! (সরোদনে) মহারাজ ! আমার  
জীবনদাতা ! এই দেখতে কি আমি পুনজ্জীবিত হলেম ?  
মহারাজ ! যে উপায়ে আমার প্রাণদান দিলেন,  
আমাকে সে উপায় বলে দিন, আমি আপনাকে  
পুনজ্জীবিত করে পুনরায় আপনার সমক্ষে  
প্রাণত্যাগ করি । (রোদন)

চন্দ্রকলা, স্বর্ণলতা, হেমলতা ও চপলার প্রবেশ ।

চপ । এই দেখ আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয় এই ।

প্রমো । (সরোদনে) ওগো তোমরা কারা গা, ওগো  
তোমরা যেই হও, মহারাজা বিক্রমাদিত্যকে একবার  
দ্যাখ, আমি আর দেখতে পারি নে । (রোদন)

চপ । (চমকিত হইয়া) এ কি সৰ্কনাশ ! (রাজার মুখে  
বারি সিঞ্চন ও বীজন) তোরা কি দেখচিস্, স্বর্ণ,  
হেম, বাতাস কর, বাতাস কর ।

চপ । (প্রমোদকুমারের প্রতি) তুমি কে আর ইনি কে,  
সত্য করে বল দেখি ?

প্রমো । আমি যে হই, ইনি মহারাজা বিক্রমাদিত্য ।

[হুই জন যোগীর প্রবেশ ।]



১ম। হা প্রমোদকুমার!—(মূচ্ছা)

২য়। হা নাথ!—(মূচ্ছা)

সকলে। এ আবার কি! এঁরা কারা! একি হলো!

রাজা। ( গাত্ৰোপান করিয়া ) প্রমোদকুমার!—(যোগী-  
দ্বয়কে দেখিয়া ) একি এঁরা কারা! প্রমোদকুমার!  
এঁদের বাতাস কর, মুখে জল দাও?

প্রমো। ( যোগীদ্বয়কে বাতাস করিতে করিতে ) মহা-  
রাজ! দেখুন দেখি এঁরা কারা?

রাজা। ( যোগীদের দেখিয়া সচকিতে ) একি! এ রাই  
না বলেছিলেন আমার সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ করবেন!  
তাইত এঁরাই তো বটে। তা—হটাৎ এমন হমে  
পড়লেন কেন? ( বীজন )

১ম যো। ( উচ্চৈশ্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ) মহারাজ!  
আমার প্রমোদকুমার কৈ?—প্রমোদকুমার! বাবা!  
আমায় একবার মা বলে ডাক! বাবারে একবার মার  
কোলে আয় বাবা! মহারাজ!—(ক্রন্দন)

রাজা। ( সচকিতে ) একি, অনঙ্গমুগ্ধরি যে! ( চারিটি  
স্ত্রীর প্রতি ) তোমরা কি দেখছ? এঁদের বাতাস  
কর, মুখে জল দাও; এঁরা পুরুষ নন, স্ত্রীলোক।

( যোগীদ্বয়কে বীজন )

অন। ( সরোদনে ) মহারাজ! আমি কি স্বপ্ন দেখছি?  
মহারাজ! এই কি আমার প্রমোদকুমার! বাবা  
আমার, একবার মার কোলে এস বাবা!—মা বিছিন্নতা

ওটো মা !—মহারাজ ! আর যে স্থির হতে পারিনি ।

( ক্রন্দন )

রাজা । মা অনঙ্গমুগ্ধরি ! শান্ত হও । প্রমোদকুমার ! একবার তোমার মার অঙ্গে উপবেশন কর । ( চারিটি স্ত্রীর প্রতি ) তোমরা বিহ্বলতাকে অনঙ্গমুগ্ধরীর কোলে বসিয়ে দাও । ( রাজা প্রমোদকুমারকে ও চারিটি স্ত্রী বিহ্বলতাকে অনঙ্গমুগ্ধরীর অঙ্গে বসাইয়া দিলেন । )

অন । মহারাজ ! এ চারটি স্ত্রীলোক কে ?

রাজা । এ চারটি আমার প্রাণনা মহিষী । ( চন্দ্রকলাকে দেখাইয়া ) ইনি এ দেশের রাজ্য ধৃতকৈতুর কন্যা । ( পর্ণলতা ও হেমলতাকে দেখাইয়া ) এরা দুটি রাজ-মন্ত্রী কন্যা । আর ( চপলাকে দেখাইয়া ) ইনি নগরপালের কন্যা । এঁদের অল্পগ্রহণেই আমি প্রমোদকুমারকে পুনর্জীবিত করেছি ।

অন । মহারাজ ! সমস্ত বিবরণ সর্বিশেষ বলুন ।

রাজা । এর উত্তর অনেক কথা ; তবে সংক্ষেপে বলি শুভুন । ( চারিটি স্ত্রীকে দেখাইয়া ) আমার মহিষী হবেন, এই এঁদের কল্পনা । কিন্তু আমাকে কিরূপে পাবেন এই বিবেচনা করে রসিক নামে এঁদের গুরুপুত্রকে বিবাহ করণার সম্মতি প্রকাশ করেন । পরে, আমি লুকিয়ে ঐ রসিকের মুখে এ বিবাহের কথা শুনে তার পিতাকে, এই

সম্বাদ বলে এখানে এসেছি। এঁরা এ সম্বাদ না পেয়ে এই শিবসমক্ষে আমাকে গুরুপুত্র মনে করে বিবাহ কল্লেন, আর “লক্ষব্যমর্থং” আর এর শেষ চরণ গুলি ক্রমে ক্রমে বলাতে আমি প্রমোদকুমারকে পুনর্জীবিত করেছি, এই জন্য এরা আমার প্রধানা মহিষী হলেন।

(চন্দ্র, স্বর্ণ, চপলা ও হেমা গলবস্ত্র, করযোড়ে)  
মহারাজ ! আমাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

ভৈরবী।—কাওয়ালী।

সকলে। হে মহারাজ ! ক্ষম অবলারে।

অজ্ঞাতে হয়েছি দোষী নাহি। চনি তোমাতে।

চন্দ্র। তোমাকে করিতে পতি, পূজ্যে দেব পশুপতি,  
হলো আশা ফলবতী, বিবাহ করে তোমাতে।

স্বর্ণ। তোমাকে সর্পিপাতে পানি, সেবি সদা শূলপানি,  
সাগর গর্ভের মনি, মিলিল আসি আগারে।

হেম। তব প্রণয় উদ্দেশে, একান্তে সাধি মহেশে,  
সদয়ে শঙ্কর শেষে করে দিল গুণাধারে।

চপলা। তব পরিণয় আশে, সদা জপি কীর্ত্তিবাসে,

সকলে। পুরিল সকল সাধ, ভাসি সুখ পারাবারে।

—যবনিকা পতন।

## উৎসর্গ পত্র ।

দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ-সম্পন্ন সাহিত্যানুরাগিনী

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়

কোমল কন্ডেয় ।

মহোদয়।

আপনি আধুনিক রমণী-কুল গর্ভ, একপল  
বলিলে অভ্যক্তি হয় না; বেহেতু দীন, দুঃখি  
অনাথগণের দুঃখ মোচনে ও সাহিত্যানুরাগীগণের  
উৎসাহ বর্দ্ধনে আপনার সমধিক যত্ন ও আহ্লাদ  
আপনার দানশীলতায় ও বদান্যতায় সকলেই  
মুক্তকণ্ঠে আপনার গুণ কীর্তন করিতেছেন  
এক্ষণে আমি দুঃখিনী ভারত মাতাকে সন্তানগণের  
সহিত আন্তরিক আহ্লাদ ও যত্নের সহিত আপ  
নার কোমল করে অর্পন করিলাম । অনুগ্রহ  
পূর্বক ইহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন কিম্বধিক  
মিতি ।

শ্রীকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।



# ভারত মাতা ।

— ১৩০ —  
সূত্রধারের প্রবেশ ।

গীত ।

রাগিণী ভৈরো—তাল একতাল ।

ডাকরে সবে পরম ব্রহ্মে মনের হরিমে, যতনে ।  
জগত-কারণ, জগত-জীবন, ভব-ভয়-বারণে ॥  
সৃজন কারণ, তারণ, পালন, বিঘ্ন-বিনাশন,  
পতিত পাবন, সে জনে অন্তরে করিলে স্মরণ,  
ভয় কি বল শমনে । যাঁহার কারণে পেয়েছ জ্ঞান,  
গাওরে মন তাঁর গুণ-গান, কাম, ক্রোধ, লোভ,  
মান, অভিমান, অঞ্জলি দাও তাঁর চরণে ॥

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা ।

হে ভ্রাতঃ ভারতবাসী দেখনা চাহিয়ে ।  
পাইতেছ কি যাতনা মোহ-মদে মাতিয়ে ॥  
রিপুর হইয়ে দাস, করিতেছ সর্বনাশ,  
ভুগিছ অশেষ ভোগ, লোভ কূপে পড়িয়ে ।

হিংসা-রূপা পিশাচিনী, অতিশয় মায়াবিনী,  
মজনা মজনা হায় তার প্রেমে ভুলিয়ে॥

ভারত-ভূমির ও ভারত-সন্তানগণের বর্তমান দুঃখবস্থা  
প্রদর্শনই “ভারতমাতার” উদ্দেশ্য। যদ্যপি সমাগত স্বধী-  
মণ্ডলীর একজনও এই অভিনয় দর্শনে ভারতমাতার দুঃখ দূর  
কোর্তে এক দিনও যত্ন পান, তাহা হলেই আমার ও গ্রন্থ-  
কর্তার শ্রম সফল।

(প্রস্থান)

দৃশ্য।

হিমালয় পর্বত।

চিন্তামগ্না আলুলায়িত-কেশা

ভারতমাতা আসীনা।

সম্মুখে ভারত-সন্তানগণ নিদ্রিত।

ভারতলক্ষ্মীর প্রবেশ।

গীত।

রাগিনী তিলক কমদ—তাল ঝাঁপতাল।

মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি।

রাত্র দিবা ঝরিছে লোচন বারি ॥

---

• ভারতলক্ষ্মী প্রবেশ করিলে লাল আলো জ্বালাইতে হইবে, ও  
প্রস্থান করিলে পর এককালীন সমুদয় আলো নিভাইয়া ঘোর অন্ধকার  
করিবে।

চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে,  
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি ।  
এ দুঃখ তোমার হায়রে সহিতে না পারি ॥

গীত ।

রাগিণী পাহাড়ী—তাল একতাল ।

দেখগো ভারত মাতা তোমারি সম্মান ।  
ঘুমায়ে রয়েছে সবে হয়ে হতজ্ঞান ॥  
সবে বল-বীৰ্য্য-হীন, অন্ন বিনা তনুক্ষীণ,  
হেরিয়ে এদের দশা বিদরিয়ে যায় প্রাণ ।  
মরি এদশা তোমার, হেরিতে না পারি আর,  
অপার জলধিপার চলিলাম ছাড়ি এস্থান ॥

( শেষ পংক্তি কাঁদিতে গাইয়া ভারতলক্ষ্মীর প্রস্থান )

ভা, মা। (নয়নোন্মীলনপূর্বক) কি, কি হোলো, লক্ষ্মী অন্তর্ধান  
হলেন। হায় হায়, আমি এমনি পাণ্ডুর হয়ে দেখেও  
তাঁকে ভাল করে দেখলেম না, চিনেও চিন্তে পালোম  
না। (চিন্তা করিয়া) অন্তর্ধানত হই নি, আমার কত কি  
বোল্ছিলেন, কত প্রবোধ দিচ্ছিলেন, শেষে কি কথা  
বলে কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে গেলেন। কি বলেন ?  
(চিন্তা করিয়া) “অপার জলধিপার” (ক্রন্দন) তবে  
আমার কি হবে ? আমার বাচ্চাদের কি হবে ? (চিন্তা)



বাছাদের কি জাগাব ? এই সব কথা কি বোলবো ?  
 না আর জাগিয়ে কাজ নাই, ওরা ঘুমাচ্ছে, ঘুমুক ।  
 না, না, না, তাও কি হয় ; ওরাত নিদ্রিত নয়, ওরা  
 অজ্ঞানাক্রমারে পড়ে দিক্‌ভ্রম হয়ে চক্ষু বুজিয়ে পড়ে  
 আছে । বাছারা অল্পজল অভাবে পিপাসীতা ভূজ-  
 গ্নিনীর ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে । আমি  
 মহাপাতকিনী এই সব দেখে এখনও বেঁচে আছি ।  
 পাপিরসী, মার প্রাণত কখনই এমন কঠিন হয় না ।  
 ( এক জনের হাত ধরিয়া ) বাবা, ওট্ ; এমন করে  
 পড়ে থাকলে কি হবে ? তোরা যে এখন পরাধীন  
 বাপ্ । তোদেরত আর সে দিন নাই । ওট্ এখন  
 এই রোগের প্রতীকারের চেষ্টা কর । ( একজন ওটে  
 আর এক জন শোয়, আর একজন ওটে আর একজন  
 শোয়, এইরূপে একে একে সকলে শয়ন করিল ) হায়,  
 হায়, হায়, তোদের যে এখন কি দশা, এতক্ষণে আমি  
 বিলক্ষণ বুঝতে পার্লেম্ । উঃ একজনকে তুলি, আর এক-  
 জন শোয়, আর একজনকে তুলি আর একজন শোয় ।

গীত ।

রাগিনী পাহাড়ী—তাল আড়া ।

উঠ উঠ যাদুমনী কত কাল ঘুমাবে আর ।

পলাল ভারত-লক্ষ্মী তাঁর আরাধনা কর ॥

মায়ের বচন ধর, জ্ঞান অঙ্গি করে কর,

এতুখ যত্ননা হতে কররে মোরে উদ্ধার ।  
 হইয়ে তোদের জননী, পরাধীনা অভাগিনী,  
 এজালা সহেনা প্রাণে হর দুঃখ হর হর ।  
 স্বাধীনতা মহাধন, বলনারে কি কারণ,  
 লভিবারে বাছাধন, হওনা কেন তৎপর ॥

(সকলের উপবেশন)

১ম । (চক্ষুঃ মার্জিত করিয়া) মা, ডাক্ত কেন মা ?

২য় । বেম্ ঘুমাচ্ছিলেম, কেন জাগালে মা ?

৩য় । মা, দুম পাচে, ঘুমুই মা ?

ভা, মা, । বাবা, আর কতকাল তোরা এপ্রকার নিদ্রিত  
 থাকবি ? একবার চোখ চেয়ে ভাল করে পৃথিবীর  
 ভাব গতিক্ দেখ দেকি । তোদের এখন কি দশা,  
 তোরা কি ছিলি, কি হলি একবার ভাব দেকি ?  
 তোদের অভাগা জননীর দুঃবস্থা একবার দেখ, বাবা  
 অলঙ্কারগুলি দস্যুতে অপহরণ কোরেছে, একটু তেল  
 পাইনে যে চুলে দিই, এই মলিন শতগ্রন্থি বস্ত্র আর  
 কতকাল পোরতে হবে যাছ ? বাবা, তোরা সকলে  
 দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে তোদের মার এই দুর্দশা ঘোচা ।

গীত ।

(৬) রাগিনী বেহাগ—তাল একতাল্পা ।

মম ধর বচন ।

তাজ অভিমান, ইন্দিয়দমন, করিবারে বাছা

কররে যতন ॥ হিংসা, ঘেঁষা, লোভ, মান, অভি-  
মান, স্বাধীনতা-পদে দাও বলিদান, দেখরে  
সবারে ভায়ের সমান, অজ্ঞান পিশাচে কর দমন ।  
স্বাধীনতা-অসি হেঁসে করে ধর, পরাধীন-গ্রস্থি  
কাটরে সত্তর, যতনে রতন; স্বাধীনতা ধন, লভি-  
বারে যাহু কর প্রাণপণ ; যে ধন বিহনে তোদের  
জননী, এই দেখ যাহু পথের ভিকারিণী, বিহীন  
ভ্রমণ, বিহীন বসন, চেক্টা কর পেতে সেই  
মহাধন ॥

১ম। মা, আমরা কি কোরবো মা ?

২য়। মা, আমরা কেমন করে তোমার কষ্ট নিবারণ  
কোরবো মা ?

৩য়। মা, কাকে বোলুচে, আমরাতো এখন মানুষ নই,  
আমরা একটি একটি ভুত যে মা ?

ভা, মা, । ( দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ) বাবা, তোরা কি  
তারাই রে ? হায়, হায়, হায়, কি ছিলেম কি হলেম,  
একদা আমার পুত্রগণের বশঃসৌরভে এই ভারত-ভূমি  
চির-পরিপূর্ণ ছিল, বাহুবলে সমাগরা, সঙ্গীপ ধরিত্রীর  
একাধিপত্য কোরেছিল, দ্বাদশ বর্ষীয় বালকগণও  
অকুতোভয়ে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে কালান্তক কাল

সদৃশ বৈরিদলকে মুহূর্তমধ্যে শমন-সদনে প্রেরণ  
কোৱ্তো, রমণীগণও স্বীয় অলৌকিক শৌৰ্য্য বীৰ্য্যাদি  
দ্বারা বন্দী স্বামীগণকে উদ্ধার কোৱ্তো, কালে  
তাহাদেরই সন্তান সন্ততিগণ অন্নাভাবে দ্বারে দ্বারে  
ভিক্ষা কোৱ্তে, সহস্র বদনে দাসয়ত্তি অবলম্বন  
কোৱ্তে, ব্যাঘ্ৰবোধে সাহসের সহবাস পর্য্যন্তও পরি-  
তাগ কোৱেচে।

১ম। মা বড় খিদে পেয়েচে।

২য়। মা, ক্ষিদেয় পেট জ্বলে গেল।

৩য়। মা, কিছু খেতে দাওনা মা।

ভা, মা,। (স্বগত) কাল, তুই সব কত্তে পাৱিস্, তোকে  
বিশ্বাস নাই (প্রকাশ্যে) বাবা কি আছে যে তোদের  
খেতে দোবো?

সকলে। মা, মাই দাওনা মা, খাই।

ভা, মা,। বাবা, মায়েতে কি দুখ আছে, যে তোদের খেতে  
দোবো, বাছা শরীৰে কি রক্ত আছে? সব চুমে  
খেয়েছে। বাবা, তোরা আৱ কেন এমন করে পাড়ে  
খাকিস্, তোরা আপনাত আপনাত কাজ কৰ্ম্মের চেষ্টা  
দেক্।

১ম। মা, আমাদের চাৰি দিক্ বন্ধ, কোন্ দিকে বাই মা?  
আমাদের চাকরীৰ পথ বন্ধ, ব্যাবসায় পথ বন্ধ,  
বাণিজ্যের পথ বন্ধ, মা কি কোৱবো মা? কেমন  
করে খাব মা? •

২য়। মা, ইচ্ছে হয় যে মহারানীর জন্য বুদ্ধ করেও প্রতি-  
পালিত হই, মা, তাও হতে দেয় না মা।

৩য়। মা, আমাদের দেশে এত নুন, আমরা একটু নুন  
পর্যন্তও খেতে পাইনে, দেখ মা, আমাদের দেশের  
তঁাতগুলি পর্যন্তও বন্ধ। কি করি, কোথায় বাই  
মা, কার কাছে গেলে দুটি খেতে পাব মা?

ভা, মা,। বাবা, কি বলিরে? অভাগিনী, এসব শুনে এখনও  
বেঁচে আচিস্; হায় কি হোলো, আর যে সম্ব হয়  
না। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) বাবা, তোরা  
আর কি কোর্বি, তোদের আর কে আছে? তোরা  
এখন একবার দয়াশীল মহারানী, ভিক্টোরিয়ার কাছে  
তোদের দুঃখ জানা, তিনি পরম দয়াবতী, অবশ্য  
তোদের প্রতি মুক্ তুলে চাইবেন।

১ম। মা, আমরা যে কতবার ডেকিচি, তা তোমায় বলে  
শেষ কোর্তে পারিনি, মা এত চেষ্টায় ডেকিচি,  
যে গলা ভেঙ্গে গেছে। মা! তাঁর কোন দোষ নেই,  
এই অভাগাদের কান্না, সাংগর পার হয়ে তাঁর কাছেত  
যেতে পারে না।

ভা, মা,। বাবা, তা তোরা আর কি কোর্বি? হায় বিধাতা  
আমার অদৃষ্টে এত কষ্টও লিখেছিলে, জননী হয়ে  
সন্তানগণের এই দুর্দশা চোকে দেখতে হোলো। না,  
না, না, বিধাতার দোষ কি? আমার কপালের দোষ।  
(স্বগত) এককালে আমি আমার ভীমবালু, যশস্বী

পুত্রগণকে কোলে করে, সম্মুখে মুখচুম্বন কোরতে কোরতে যেমন অহঙ্কারমদে উগ্ৰতা হতেম, আপনি আপনাকে রমণী-সর-সরোজিনী, রমণীকুল-গর্ভ বলে ভাব্তেম, এখন তেমনিই জগদীশ্বর আমার গর্ভ খর্দ করলেন। পাপকর্ম কোলে ইহকালেও ভুগতে হয়। (প্রকাশ্যে) বাবা, তোরা এখন একবার উচ্চৈঃস্বরে তোদের রূপাশীলা মহারানীকে ডাক তিন অবশ্য শুনতে পাবেন ও তোদের এই দুঃখ দূর কোরবেন।

১ম। মা, তবে একবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকি। বিদাতা আমাদের কাদবার জন্য স্বজন কনোছেন, বাঁদি। (উচ্চৈঃস্বরে) কোথা মা ইংলণ্ডেরী, মা, একবার তোমার অনাথ ভারত সম্ভানগণের প্রতি রূপা কটাক্ষ নিক্ষেপ কর। আমরা যে আর এ যাতনা সহ্য কোরতে পারিনে মা। মা আমরা পেতে পাচ্চিনে, আমাদের একটি শোবার ঘর পর্যন্ত নেই মা। মা, আপনার নাকি বড় দয়া, আপনি না ছদ্মবেশে দরিদ্রদের দুঃখ মোচন করে বেড়ান। আমাদের প্রতি একবার রূপা কটাক্ষ ককন, তাহা হইলেই আমাদের সকল যাতনা দূর হবে। মা, আপনার ভর্য্য সন্তানগণকে অভয় দান করুন। আমরা যে রোগে পীড়িত আপনি ভিন্ন আর কেহ সে রোগ নিবারণ কোরতে পারবে না মা।

## ( একজন সাহেবের প্রবেশ )

সাহেব। ( তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ) রে ভ্রাশয় দুর্ব্বর্তগণ,

এই জন্যই কি আমরা তোদের জ্ঞান দান কচ্ছি। রে

নরাদমরাজবিদ্রোহীগণ, মহারানীকে ডাক্তে তোদের

মনে অনুমাত্র ও ভয় সঞ্চার হোলোনা? ওঃ এমন

জান্লে কে তোদের লেখা পড়া শেখাত? কে

তোদের প্রতি স্নেহ মনতা কোবতো? নরাদম তোদের

মুখ-দর্শন কোবলে পাপ হয়। তোরা যাতে শীঘ্র

উচ্ছন্ন যাস্ কায়মনোবাক্যে তার চেষ্ঠা কোবো।

নীচমতি, তোরা যে মহারানী মহারানী বলে বারম্বার

চীৎকার কোব্চিস্, বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদ্চিস্, তা

মহারানী কি তোদের কথা শুম্বেন? মহারানী

কাদের? তিনি আমাদের মহারানী, ইংলণ্ডেশ্বরী তা

জানিস্? এখন সাবধান হয়ে এ সব কথা বার্তা

কোস্? ( চিন্তা করিয়া ) মহারানী তোদের, কখনই

নন্, তোদের দুঃখ দূর করবার জন্য তিনি এক দিনও

চেষ্ঠা করেন না। কেন কোব্বেন? তোরা তাঁর

কে? কিসে আমাদের উন্নতি হবে, কিসে আমাদের

কোষ ধনে পরিপূর্ণ হবে, কিসে আমরা সুখে থাক্বো,

মহারানীর ইহাই ঐকান্তিক ইচ্ছা। নিকোঁদগণ, কিছু

দিন হলো পার্লামেন্ট সভায় এবিষয়ের এক বক্তৃতা

হয় তাতে কি মহারানী তোদের হয়ে একটা কথা

বোলেছিলেন? সে দিন কেন কোন্ দিনই বা বলে

থাকেন, তাদের দুঃখ নিবারণ কোরতে কবে চেষ্টা করেচেন ? তা তোরা যেমন নরাধম, কৃতঘ্ন, তেমনি তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিচ্ছি ( পদাঘাত । )

সন্তান । ( সকলে ক্রন্দন করিতে ) মা দেখ মা, আরও কি ডাক্তে বোলবে ?

ভা, মা । ( ক্রন্দন করিতে ) ঈশ্বর, তুমি কোথায় ? হতবিধে তোর মনে কি এই ছিল । উঃ, বাবা তোরাই কি আমার তারারে ? আমার সেই এক দিন আর এই এক দিন । কোথায় হরিশ, কোথায় গিরীশ, কোথা রামমোহন, কোথায় রামগোপাল । ( মুচ্ছা )

( দ্বিতীয় সাহেবের প্রবেশ )

দ্বি, সা । ( প্রথম সাহেবের গলা ধরিয়া ) রে দুরাচার দুর্কৃত্ত, ইংরাজ জাতির কলঙ্ক, তুই এখান হতে দূর হ । ( পদাঘাত ও প্রথম সাহেবের বেগে প্রস্থান । ) ( ভারত মাতার সমীপে গিয়া ) মা, আর কেঁদনা মা, তোমার দুঃখ দেখলে পাখাণ্ড জব হয়, ঐ পশুর ন্যায় কতকগুলি দুর্কৃত্তের নিমিত্তই তোমার এত কষ্ট । নরাধমরা তোমার সব কোরতে পারে । মা, ইংরাজ জাতি কখন এমন নীচ-প্রকৃতি নয় । তোমাদের অশ্রুপাতে অশ্রুপাত না করে, ভদ্র ইংরাজগণ মধ্যে অতীব বিরল । মা, এই রূপ কতগুলি অমভ্যদম্যের নিমিত্তই আমাদের ইংরাজ জাতির কলঙ্ক হচ্ছে । আমাদের মহা রাণী অতীব দুয়াশীল । এমন কি তিনি



প্রজারঞ্জনানুরোধে আপনার প্রাণপ্রিয় পুত্রকেও  
 পরিত্যাগ কোরতে পারেন। তাঁর গুণের শেষ নাই।  
 তাঁর ন্যায় সচ্চরিত্রা রমণী, রমণী কুলে দুর্লভ। তিনি  
 তোমাদের মহারাজ রামচন্দ্রের ন্যায় অপত্য  
 নির্বিশেষে প্রজাপালন কোরে থাকেন। মা, কিছু  
 দুঃখ কোরোনা, তোমাদের দুঃখ-রজনী নীষ্রই  
 অবসান হবে। তুমি কি ফসেট্ টরেস প্রভৃতি  
 মহাত্মাগণের নাম শোনোনি, যাঁহারা অভাগা  
 ভারত সন্তানদের দুঃখ দূর কোরতে প্রাণপণে যত্ন  
 করে থাকেন। আর এই যে সজ্জন-পালক, প্রজারঞ্জন,  
 মহামতি লর্ড নর্থব্রুক গবর্নর জেনারল হোয়েছেন,  
 ইনিই তোমাদের দুঃখ দূর কোরবেন (সন্তানদের  
 প্রতি) ভাই, যথার্থ তোমাদের এখন অত্যন্ত দুর্দশা  
 হয়েছে; আর কি কোরবে ভাই, পরমেশ্বরকে ডাক,  
 তিনিই দীনের রক্ষক। জগদীশ্বর তোমাদের এ  
 বিপজ্জাল হতে শীঘ্র মুক্ত কোরবেন।

(২য় সাহেবের প্রস্তান)

(ধৈর্য্যের প্রবেশ)

ধৈর্য্য। আর কেন জননীগো করিছ রোদন।

ধৈর্য্যধর শোকাবেগ কর সম্বরণ ॥

আমি ধৈর্য্য-ধৈর্য্য আর ধরিতে না পারি।

কেমনে তোমার মাগো নিবারিগো বারি ॥

ভাতৃগণ আর কেন, কর গাত্রোত্থান ।  
 জননীর দুঃখানল করিতে নিব্বাণ ।  
 ওহে ভীক-ভীক ভাব ছাড় হে এখন ।  
 অভাগিনী জননীরে করহে যতন ॥  
 হইয়ে আমার বশ, আশা পূর্ণ কর ।  
 আমি ধৈর্য্য-মম দাস—( খেতাজী অমর ) ॥  
 নিজগুণে সবে বশ করিবে যেদিন ।  
 জানিবরে সেই দিন তব শুভ দিন ॥  
 জাতিহিংসা, অভিমান, লোভ, অপমান ।  
 তাজরে এদের সবে, হয়ে সাবধান ॥  
 ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর সবে ।  
 অবশ্য তোদের ভাই বাসনা পুরিবে ॥  
 (প্রস্থান)

### সাহসের প্রবেশ ।

কি ভয় সাহস আমি এসেছি আপনি,  
 লগ্নে আশ্রয় মোর, কি ভয় শমনে ;  
 আমার সহায়ে পার অমরে জিনিতে,  
 রাক্ষসে কি ভয় তব ? ভেবনা ভেবনা,  
 অবিলম্বে দুঃখ নিশি হবে অবসান,  
 ভারতের সুখরবি উদ্ভবে গগনে ।  
 কায় মনে প্রাণ পণে কররে যতন ।  
 “মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন” ।

( সাহসের প্রস্থান )

## ঐক্যতার প্রবেশ।

ঐক্যতা। ভ্রাতৃগণ, অনৈক্যতা, আত্মাভিমান ও স্বজাতি-  
হিংসাই, তোমাদের সর্বনাশের মূল। বতদিন  
তোমাদের অন্তর হতে এসকল ভাব দূরীভূত না হবে,  
ততদিন তোমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। এখন  
সকলে আমার আশ্রয় গ্রহণ কর ও কায়মনবাক্যে  
জননীর দুঃখনাশ-ব্রতে ব্রতী হও।

“কেন ডর ভীক কর সাহস আশ্রয়

‘যতোধর্ম স্ততো জয়’

ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,

মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?”

( ওস্তান )

সবনিকা পত্নী।



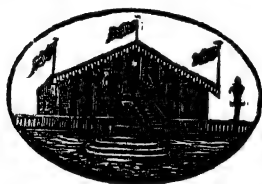
# “চোরের উপর বাটপাড়ি ।”

OR

*Rightly Served.*

AN

**EXTRAVAGANZA IN ONE ACT.  
BY AN ACTOR.**



গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনার্থে  
শ্রীভুবনমোহন নিয়োগী দ্বারা প্রকাশিত ।

**কলিকাতা ।**

সন ১২৮৩ সাল



DEDICATION.

THIS LITTLE PIECE  
IS DEDICATED TO  
**BABU BHOOBON MOHAN NEWGY,**

PROPRIETOR G. N. THEATRE,

BY HIS AFFECTIONATE

FRIEND

*The Author.*

## প্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণ।

অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়	- - -	ধনাঢ্য ব্যক্তি।
নারায়ণচন্দ্র বসু	- - - - -	বেকার ভদ্রসন্তান।
কাজালিচরণ	- - - - -	স্বর্ণকার।
গিন্নি	- - - - -	অঘোর বাবুর স্ত্রী।
ঝি	- - - - -	অঘোর বাবুর।

বাজাল বাবু, বাউলের দল, ছোগরা।



## সংযোগস্থল—কলিকাতা



## শুদ্ধিপত্র।

৬ পৃষ্ঠা ১৮ পুংক্তি বাউলদিগের গানের প্রথম পুংক্তির পর  
“বাজলায় কতাদায়, যত গৃহস্থ লোকেতে মারা যায়” ও  
১১ পৃষ্ঠা ৩ পুংক্তি “সাহস দণ্ড বিকাশ করিয়া” পরিবর্তে  
“সহাস দম্ব বিকাশ করিয়া” পড়িতে হইবে।

# “চোরের উপর বাটপাড়ি ।”



প্রথম দৃশ্য—কান্দালি স্বর্ণকারের দোকান ।



( কান্দালি ও একটি ছোগ্রা কর্ণে নিযুক্ত, নারায়ণ  
বাবু উপস্থিত )



কান্দা ।

( গীত । )

এসেছে লবান আবার বাংলা মুলুকে ।

সে যে স্বাধীন হয়ে, করে বিয়ে,

কাল কাটাবে মনের স্মৃথে ॥

ঘানির বিভ্রান্ত, জেনেছে মোহন্ত,

থাক্তে জিয়ন্ত, পরলারীর লামটী

আনবে না মুখে ॥

হাঁ গা লারান বাবু লবীন কি এখন লাট সাহেবের বাড়ী-  
তেই আছে ?



নারা। উঁ হুঁ ! শিম্লে কোন্ বাবুদের বাড়ীতে আছে।

কাজা। লিমাই বাবু বল্ছিল কি টাম্পল না টোম্পল  
সাহেবের বাড়ীতে বাঁসা লেছে।

নারা। আরে না টেম্পেল সাহেব—এই ছোট নাট সাহেব  
আর কি—নবীনকে দয়া করে খালাস দিয়েছেন।

কাজা। হাঁ গা লবীন্, লবীন্, লবীন্, লবীন্টী কেমন?

নারা। কেমন আর, তুমি আমি যেমন। যাহোক একটা  
হুজুক করে অনেকে অনেক পয়সা রোজকার কল্লে—বিশেষ  
বটতলার বইওয়ালারা আর থিয়েটারওয়ালারা।

কাজা। হাঁ ঠিক ঠিক, আমি একবার চার আনায় এক  
টিকিস্ করে মোহন্ত-নাটক দেখে এসেছি। আঃ ভালা যা  
হোক, এলোকেশীকে কেটে লবীন যে কল্লে রক্তে রক্তপাৎ!  
চব্বি ঘুরে পাগল হল, সেই খানটী বাবু আমায় বড় ভাল  
লেগেছিল।

নারা। আমি ওসব দেখেছি, আমার ফি টিকিট ছিল,  
মোহন্তের রামায়ণ পর্য্যন্ত দেখেছি।

ছোগ। মোহন্তের রামায়ণ?

নারা। আরে মোহন্তের ‘সাত কাণ্ড’!—ছোড়া নে  
তামাক সাজ—বুঝেছ হে কাজালিচরণ, বা বল বাবা, সে  
দিন যে মোহন্তের শানি করেছিল—বহুতান্ছা! কোথা লাগে  
“সতী কলঙ্কিনী”

ছোগ। মিত্রমশাই, এক টাকা দিয়ে এক বোতল

মোহন্তের তেল আমি কিনে নে গেছলেম—তেলটার যে ঝাঁজ,  
দু-দিনে বুহুয়ের দাদ আরাম হয়ে গেল।

( অঘোর বাবুর প্রবেশ । )

অঘো । কি হে কাঙ্গালিচরণ, কতদূর ?

কাঙ্গা । কর্তাবাবু লমস্কার। বসুন, এট্রু পচ্চিম ঘেঁসে  
সরে বোস তো লারান্ বাবু।

অঘো । তো বেটার কি “ন” বেকবে না ?

কাঙ্গা । আজ্ঞে “লো” আমার কিছু কম এসে । আপনি  
জিনিসের কথা বল্ছিলে ? এই রমান্টা হলেই হয় ।

অঘো । সে কথা নয়—সেই সেই ( ইঙ্গিতাভিনয় )

কাঙ্গা । ( ক্ষণেক অঘোর বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া  
পরস্পর ইঙ্গিতাভিনয় ) ওঃ মালের কথা ? সে ঠিকই আছে ।

অঘো । ( ইঙ্গিতে নারায়ণের সম্মুখে প্রকাশ করিতে  
নিবেধ )

কাঙ্গা । আঃ তা থাক্, ও খুব তয়ের লোক, এই সকের  
দলে থাকে, বরং ওকে লিন খুব জোগাড়ে হবে, কিছু ( অঙ্গুলি  
দ্বারা টাকার ইসারা )

অঘো । বটে ! ওহে বাপু, তুমি কি কাজ কর্ম কর ?

নারা । আজ্ঞে, এই ট্রামওয়ে উঠে যাওয়া অবধি বেকার  
বসেছিলেম, আবার ট্রামওয়ে হবে বলে ভাব্চি, মধ্যে দিন  
অর্ধেক সেন্সসে ঠিকে খেটেছি—সেই অবধিই মিস্ত্রির সঙ্গে  
আলাপ, এইখানেই আপিস করেছিলেম ।

অঘো। তবে তুমি এই পাড়ায় সেন্সাস করেছিলে? তবে এখানকার সব জানা শুনো আছে—একটা কর্ম আছে পার্বে? মিস্ত্রি যা বন্ছিল—ছিব্লেমো না কর তো বলি—তোমায় কিছু পাইয়ে দেবো।

কাজা। লা মশাই খুব তয়ের আছে, এই সেদিন শান্তিপুরে একটা কাজ গুচিয়ে এসেচে।

অঘো। বাহোবা! খুব তয়ের—সার্টিফিকেটওয়াল—আচ্ছা লাগে, সিকি তোমার—কেমন হে কাজালিচরণ?

কাজা। আজ্ঞে তা হলেই অযথেষ্ট হবে—ঢেক!

নারা। কি বলুন না মহাশয়, তারপর দেখবেন কাজের কাজী কি না?

অঘো। কাজ আর কি হে বাপু! ভেঙ্গেচুরে বলি—হরতনের বিবিতে ইস্তাপনের টেকা তুরূপ কর্তে হবে।

নারা। যদি গোলাম বাইরে থাকে?

অঘো। তবে আর খেলওয়াড় কি?

নারা। দেখা যাক্ তো বেয়ে চেয়ে—ভেঙ্গে চুরে সব বলুন।

অঘো। (ক্ষণেক নারায়ণের প্রতি চাহিয়া) হাঁ, পার্বে পার্বে না খেয়ে না দেয়ে চেহারাখানা করেছ তাল। কিন্তু বাবু নেমক্‌হারামি ক'র না; দেখ সরে এস, এই রাস্তা লম্বা ধরে গিয়ে, যে ডানহাতি গলিটে আছে জান, সেটায় যেও না, তার আগে আদ্ রসিটাক্ গিয়ে ময়রার

দোকান আছে জান, তারির তিন দরজা পশ্চিমে, মনে পড়েছে কি ?

নারা। আজ্ঞে বুঝেছি, ওপরে খড়্‌খড়ে আছে তো ?

অঘো। হাঁ, আচ্ছা দেখ আজিই তুমি যেও ( কাণে কাণে কথা ও ইঙ্গিতাভিনয়—জর্নৈক ঢাকাই ভঙ্গলোকের প্রবেশ ও অলঙ্কার লইয়া স্বর্ণকারের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন ও পরে প্রস্থান ) তার পর যা যা হয় পরে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

নারা। আজ্ঞে কখন তবে দেখা হবে।

অঘো। শোন বলি ( কাণে কাণে কথা ও ইঙ্গিতাভিনয় ) এই মোড়ের মাথায়। তবে, দেখ ভুল না আমি এখন চল্লম।

নারা। আজ্ঞে তবে আমিও যাই।

অঘো। কাঙ্গালি এখন চল্লম হে, একে ভাল করে বুঝিয়ে স্নজিয়ে দিও।

[ প্রস্থান।

নারা। কেমন ( ইঙ্গিতাভিনয় )

কাঙ্গা। মন্দ নয়, আমাদের এই ( অঙ্গুলি নাড়িয়া ) হলেই হল। তবে তুমি যাও, দেখো মুখ থাকে যেন ?

নারা। হাঁ যাই।

[ প্রস্থান।

কাঙ্গা। চল্‌ ছোগরা আমরাও খাওয়া দাওয়া করিগে।

[ উভয়ের প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য—রাস্তা

( নারায়ণের প্রবেশ । )

নারা। তাই তো, কোন্টা ঠাওরাতে পাচ্চিনে—তিন দরজা—রাম, দুই, তিন দরজা—এই যে ওপরেও খড়্ খড়ে আছে, এইটেই বটে, যাহোক্ এটু এদিক ওদিক করে দেখা বাক। ( শিষ দেওয়া )

( একদল বাউলের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ )  
বাঃ বেশ সুবিধা হয়েছে! বাউলের দল গান গাইতে গাইতে আস্চে, পাড়ার সব লোক ছাতে উঠবে, আমারও দেখবার সুবিধা হবে ( পাইচারি )

( জানালায় গিন্নি ও নিচের দরজায় ঝির প্রবেশ )

ঝি। ওরে তোরা নতুন গান জানিস?

বাউল। জানি বই কি চাক্কণ।

ঝি। তবে গা দেখি—ওপরে গিন্নি আছেন পয়সা দেবেন্।

বাউল। ( গীত )

রাগিণী মুলতান্—আড়ধেম্টা।

বড় বেজায় দর বাড়ালে বরের বিশ্ব-বিদ্যালয়।

না হতে এন্তাস পাস, চায়গো রূপার থাল গেলাস,

বিয়েয়্ মোণার ঘড়া গাড়ু,

এমেতে সৰ্ব্বস্ব চায় ॥

কনের বাপ বরকর্তারে, কহিছে মিনতি করে,

‘তোমার এ গাঁট কষার চাপন,

আমার ক্ষুদ্র প্রাণে নাহি সয় ॥

ছি ছি বঙ্গবাসীগণ, ঘৃণায় কি পোড়ে না মন,  
পাঁঠা পাঁঠির মতন করে কি বেটাবেটি বেচতে হয় ?

প্রস্থান । ]

( গিল্লি ও নারায়ণের পরস্পর ইঙ্গিতাভিনয় )

গিল্লি । ঝি ( ইঙ্গিতাভিনয় )

ঝি । ( ইঙ্গিতাভিনয় করিয়া ) ওগো বাবুটা আপনি  
একবার এই দিকে আসুন ।

নারা । কাকে—আঁা, আঁা, আমাকে ?

ঝি । একবার এই দিকে আসুন, একটু দরকার আছে ।

নারা । কেন, কেন গা ?

ঝি । আসুন না বলি ।

নারা । ( স্বগত ) কপাল বুঝি ফিরলো ।

[ উভয়ের প্রস্থান

## তৃতীয় দৃশ্য—অঘোর বাবুর অন্দর ।

( গিল্লি ও নারায়ণের প্রবেশ । )

গিল্লি । এসনা ভয় কি ? এখন কেউ আসবে না ; তুমি পুরুষ মানুষ—তোমার এত ভয় ?

নারা । না, না, আমি ভয় কচ্চিনে—তবে কি তোমার স্বামী যদি হঠাৎ এসে পড়ে, তাই—

গিল্লি । অমন ঢের হঠাৎ এসেচে, আসে তখন তার উপায় হবে, সে তো আর তোমায় ভাবতে হবে না এখন তুমি বস, আমোদ কর, আমি অমন গুজুগুজে লোক ভাল বাসিনে ।

নারা । না, আমোদ করবোনা তো এলেম কেন ? আমি তোমার কথা শুনে অবধি পাগল হয়ে বেড়াচ্ছিলেম, কদিন ধরে রোজ্জু এই রাস্তায় কতবার পার্ণিট মেরেছি, আর এই খড়-খড়ি পানে তোমার আশায় হাঁ করে চেয়ে থেকেছি—বাড়ি খুঁজতে কন্ কন্ হয়েচে—রাম, দুই, তিন দরজা ।

গিল্লি । সে কি ?

নারা । আছে বাবা ! তোমার বাড়ীর ঠিকানা ।

গিল্লি । সত্যি বলনা, আমার কথা তুমি কোথা শুন্লে ?

নারা । ভাই ! পদ্ম প্রস্ফুটিত হলে কি সরোবরের সঙ্কান বলে দিতে হয় ? তার সৌরভই ভ্রমরকে টেনে আনে ।

গিল্লি । বেশ ভাই, একহাত নিলে, কিন্তু এ যে নীলপদ্ম ।

নারা। ক্ষতি কি? আমিও তোমার উপযুক্ত হনুমান, যত্ন করে তুলে নেগে প্রভু রামচন্দ্রকে উপহার দেব।

গিন্নি। না ভাই, আমার রামে শ্রামে কাজ নেই—তুমি আমার বাম হয়ো না। (হস্ত ধরিয়া) বাস্তবিক ভাইকে জানে তোমার চোকে কি আছে, এক চাউনিতেই আমার পাগল করেছ, কিন্তু ভাই তোমাদের বিশ্বাস কি, দু-দিন বাদে চিন্তেও পার্কে না।

নারা। না ভাই, যথার্থ বল্চি, তোমায় আমি ভুলব না, তবে কি——

গিন্নি। বল না কি বলছিলে?

নারা। না, আমার মত লোকের এ কাজ পোষায়ওনা, নাভেওনা।

গিন্নি। কেন? তোমার কি দাঁত পড়েছে না চুল পেকেছে? (চিবুক ধরিয়া) এই ত দিকিটী!

নারা। তা না ভাই, ভদ্র লোকের ছেলে, হাতে না পয়সা থাকলে কিছুই ভাল লাগে না—কাষ কর্খের চেফ্টার যুব, না আমোদ করব।

গিন্নি। কোথায় তুমি কাজ কর্ম কর্তে যাবে? তা হলে তোমায় আমি দিনের বেলায় পাবনা, তোমার যখন যা দরকার হয় আমার বোলো—তাতে আর লজ্জা কি, আমার যা অন্ন তোমারি।

নারা। (স্বগত) মন্দ নয়, আহ্নার ওমুখ দুই, তবে আর



ভাবনা কি ? ( প্রকাশ্যে ) ভাই আমার যা বলবে তাই কর্তে  
প্রস্তুত আছি, আজ্ অবধি আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে  
রইলেম ।

( নেপথ্যে দ্বারাঘাত । )

নেপথ্যে । গিন্নি ?

নারা । ( সভয়ে ) অ্যা—অ্যা ! কি কি কি হবে ?

গিন্নি । চুপ কর ( নিদ্রাবিকৃত স্বরে ) অ্যা—বাই ।

নারা । কি হবে, কোথা দিয়ে বেরব ?

গিন্নি । ভয় কি চুপ্ করনা, বেরবে আবার কোথায় ?  
ঘরেই তোমায় নুকুচি ।

নারা । ও বাবা এই ঘরে !

গিন্নি । চুপ করনা—এস—যাও ।

( টেবিলের নিচে নারায়ণের লুকান গিন্নির টেবি-  
লের উপর টেবিল-রুদ্ধ বিস্তারণ ও  
পরে দ্বারোদঘাটন । )

অঘোরের প্রবেশ ।

অঘো । সাত ঘণ্টায় দরজা খোলা হয় না—দোর দিয়ে  
বসে কার সঙ্গে গম্পা হচ্ছিল ?

গিন্নি । যমের সঙ্গে, আর কার সঙ্গে—তুমি এতক্ষণ ছিলে  
কোথায় ?

অঘো । আমার নানান্ কাজ নানান্ ঝঞ্ঝোট ।

গিন্নি । আর আমার কাছে বসা তোমার একটা কাজ্

নয় ? আমি একলাটি থাকি কি করে বল দেখি ? ঘুমিয়েও সুস্থির  
নেই এমনি একটা বদ স্বপন দেখছিলেম্ ।

অঘো । (সাহস দণ্ড বিকাশ করিয়া) ওঃ তাই বুঝি ঘুমিয়ে  
ঘুমিয়ে বক্ছিলে ? আমি বলি বুঝি কার সঙ্গে গল্প কচ্ছিলে ।

গিন্নি । এমনি তোমার মনই বটে ! এখন জল টল খাবে ?

অঘো । না শরীরটে ভাল নেই, এখন কিছু খাবনা,  
আসতে এটু রাত্তির হবে তাই বলতে এলেম্ ।

গিন্নি । না, না, রাত করনা মাতা খাও আমি একলা  
থাকতে পারবনা ।

অঘো । না, বড় বেশি হবেনা ।

[ প্রস্থান ।

গিন্নি । যেও না যেও না আমার মাথা খাও যেও না  
ওঘো যেও না, যাও অধঃপাতে যাও নিমতলার নতুন ঘাটে যাও  
( নারায়ণকে বাহির করিতে উদ্ভূতা ) এস বেরিয়ে এস ।

নারা । গেছে নাকি ?

গিন্নি । হাঁ আর ভয় কি ?

নারা । না ভয় আর কি—খুব যা হোক্ ।

গিন্নি । বস, ভাল হয়ে বস ।

নারা । না তাই আজ্ আর থাক্ আমি আসি ।

গিন্নি । সে কি জল্টল্ খাও—ঝি—

নেপথ্যে । ঘাই ।

[ জলখাবার দিয়া ঝির প্রস্থান ।

গিন্নি। এস জল খাও।

নারা। না আজ্ আর থাক্।

গিন্নি। এই ত ভাই, তুমি আমায় ভাল বাস না—তা  
হয়ে খেতে।

নারা। না, না, খাচ্ছি।

গিন্নি। তুমি ভাব্ছ কি? এই খাও (মুখে তুলে দেওয়া)

নারা। তুমি খাও (উভয়ের আহাৰ) তবে আজ্ আমি  
আসি?

গিন্নি। নিতান্তই কি না গেলে নয়?

নারা। আমার এটু বিশেষ বরাং আছে।

গিন্নি। তবে কাল এম্নি সময়—বরাং এটু সকাল সকাল  
আস্বে, আমার মাতা খাও।

নারা। ছি ওকথা কি বল্তে আছে? আমি আস্বে।

গিন্নি। আস্বে?

নারা। আস্বে।

গিন্নি। আস্বে?

নারা। আস্বে।

গিন্নি। আস্বে?

নারা। আস্বে।

গিন্নি। ভাই প্রাণ রইল তোমার কাছে। (নারায়ণের  
অজ্ঞাতসারে নারায়ণের পকেটে একটি মণিবেগ প্রদান)

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

## চতুর্থ দৃশ্য—রাস্তা।

( অঘোর বাবুর প্রবেশ । )

অঘোর। কৈ এখন তো আস্চে না? দেরি হচ্চে কেন? বোধ করি সে যায় নি। আমার সঙ্গে ঠিক পাঁচটার সময় দেখা করবার কথা,—পাঁচটা ছেড়ে সাড়ে সাতটা হতে গেল, কেন এত দেরি হচ্চে কিছুই তো বুঝতে পাচ্চিনে। পাছে আমার দেরি হয় সেই জন্ত যা আমি বাড়ীতে জল পর্যন্ত খেলেম না, গিন্নি কত অনুরোধ কলে তবুও এক দণ্ড দাঁড়া-লেম না। বোধ করি ছোগ্রা সাহস করে যেতে পারে নি, ছেলে মানুষ!—কাজলি যেমন সেকুরার ঘরের বোকা তাই ছেলে মানুষকে জোটালে। ( চিন্তা ) কিন্তু ছোগ্রা চালাক আছে, চেহারাটাও মন্দ নয়! কাজ যদি গোচাতে পারে, তা হলে এবার ফারুচুন্ ফিরে যাবে; যা হোক দেখা যাক ( চিন্তা ) ঐ না কে আস্চে? ঐ তো বটে হাঁসুতে হাঁসুতে আস্চে, বোধকরি সফল হয়েছে তা না হলে মুখে হাঁসি আস্চে না, দেখি ও এসে আমায় খোঁজে কি না।

( অন্তরালে অবস্থিতি )

( অপর দিক দিয়া নারায়ণের প্রবেশ । )

নারায়ণ। বাহবা কি বাহবা! খাওয়ালে দাওয়ালে আবার টাকা দিলে? এ তো বেশ মজা! বুড়ো বেটাতো আচ্ছ

চার আমার দেখিয়েছে ; কথায় বলে “খোদা যব্ দেগা তো ছাপ্পড়্ ফোড়্কে দেগা” তাই হয়েছে আমার ! ডেম্ ট্রাম্‌ওয়ে ! আর চাকরির জন্তে সেন্জার খোশামোদ কর্তে যাব না—মাগীটা তো হাত হয়েছে, কিন্তু নেমোকহারামি কর্তে পারবো না, বুড়কে কিছু ভাগ দিতে হবে, একলা সব ভোগ করা হবে না, তা হলে ধর্মে সবো না ; যাহোক আজ এ টাকায় আমার বড় উপকার দেবে ; টাকা যে আজি পাব তা তো আশা করিনে ।

অঘো । ( নিকটে আসিয়া ) কিহে ভারি হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে আস্‌চ যে ? খপর কি ?

নারা । খপর মহাশয় খুব ভাল, মধ্যে বড় আবার রগোড় হয়ে গেছে !

অঘো । কি, কি, কি, শুনি বল দেখি ।

নারা । আপনি ব্যস্ত হবেন না, বলি শুনুন ।

অঘো । বল ।

নারা । অনেক খুঁজেপেতে তো বাড়ি বের্ কল্লেম, রাম, দুই, তিন দরজা, যেমন বলে দেছিলেন—কি করি, সেই খানে বেড়াচ্ছি ‘আর শিষ দিচ্ছি—এমন সময় এক দল বাউল গান গাইতে গাইতে উপস্থিত—আমারও সুরযোগ হলো—যা ভেবেছিলেম তাই—ঝাঁকরে উপরকার খড়্‌খড়ে খুলে গেল—আর তার তেতর মোহিনী মূর্তি—দুজনেরি চোক খেল্‌তে লাগ্‌লো—এমন সময় কি এসে আমার ডেকে নে গেল—বাড়ির তেতর ঢোক্‌বা-

মাত্র গিন্নি খাতির করে যেরে নে গিয়ে বসালেন—ভারি কৃতি,  
যেন কত কালের আলাপ পরিচয়, এমন সময়—

অথো । কি কি কি এমন সময় কি হল ?

নারা । বাড়ির কর্ত্তাশালা এসে দরজায় ধাক্কা—“গিন্নি,  
গিন্নি”—বেটার যেন বাবাকৈলে গিন্নি—আমি ত আড়ম্ভ—  
আকাট মেরে গেলেম—গিন্নি আমার ছুনিয়ায় দৃকপাতে  
আনেন না—আমায় টেবিলের নিচেয় না লুকিয়ে রেখে—  
সামনের কাপড়টা টেনে দিলে—সে বেটা এসে দুই একটা  
কথা কয়ে বিদায় হলো—সেও গেল গিন্নি আমায় টেনে বের  
কলে—তার পর জলটল খাওয়া গেল—ডের মাথার দিবা  
দিলে, কাল যাবার জন্যে । তার পর এই টাকার ব্যাগ  
লুকিয়ে আমার পকেটে ফেলে দিয়েছে ।

অথো । ( সন্দিহানচিত্তে স্বগত ) তাইতো কি হলো এ  
যে আমারি মণি-ব্যাগের মত দেখ্‌চি—বেটা আমারি সৰ্ব্বনাশ  
করেছে না কি ? না, এমন ব্যাগও তো অনেকের থাকতে পারে  
( প্রকাশ্যে ) আচ্ছা ঘরটী কেমন সাজানো বল দেখি ?

নারা । তা মহাশয় বেশ—কৌচ আছে একখানা, একটী  
টেবিল আছে—ঐ যার নীচে আমি লুকিয়ে ছিলাম—খান  
কতক চেয়ার আছে, একটী সিন্দুক আছে, এক কোণে একটা  
কিসের পিপে আছে ।

অবোর । ( স্বগত ) বেটা বলে কি ? আমায় আশ্চর্য  
করে তুলেছে, অ্যাঁ খুনিয়ে খুনিয়ে আমারি সৰ্ব্বনাশ ! পরমেশ্বর

জানেন—ভাল, একজামিন্ কর্তে হবে ( প্রকাশে ) ঠিক ঠিক  
ঐ বটে, তা তুমি আবার কাল যাবে ?

নারা । যাব বই কি মহাশয়, আমার মাথার দিবি দিয়ে  
ভিন্ সত্য করে নিয়ে তবে আস্তে দিয়েছে ।

অঘো । তবে কাল যেও, ভাল করে আমার কথাটা  
তুলো, মাচটা খেলিয়ে ডেঙ্গায় সাবধানে তুলতে পাশেই  
তোমারও ফার্চুন্ কি হবে আমারও ফি হবে ।

নারা । মহাশয় এতে দুশো টাকা—টাকায় আর নোটে  
আছে ; তা আমার সিকি দিয়ে বাকি আপনি নিন্ ।

অঘো । না, না, তোমার এখন নিজান্ত অভাব, বেকার  
অবস্থায় আছ ও টাকা তুমিই নাও, যখন তারি দাঁও হবে  
তখন তুমি ভাগ দিও ।

নারা । এখন তবে আসি মহাশয় ।

অঘো । হাঁ আমিও যাই—দেখ তুল না ।

নারা । আজ্ঞে না, নমস্কার ।

[ প্রস্থান ।

অঘো । আমার মনে যে বড় সন্দেহ হচ্ছে, বেটা কি  
শেষকালে আমারি সৰ্কনাশের যোগাড় কল্লে ! অ্যা !—  
যাই হোক, কাল তকে তকে থাকতে হবে ।

[ প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য—অঘোর বাবুর অন্দর ।

( গিন্নি ও নারায়ণ খাবার খাইতে উপবিষ্ট । )

নারা । বলি আজ আবার আসবে না তো ?

গিন্নি । আসে তার উপায় করা যাবে; দেখেছতো সাহস ।

নারা । তা তো খুবই দেখিয়েছ ।

গিন্নি । এস ভাই আমরা দুজনে রুন্দাবনে চলে যাই ।

নারা । রুন্দাবনে যেতে হবে কেন, তুমি যেখানে থাক সেইখানেই রুন্দাবন ।

গিন্নি । এক জিনিষ থাকবে ?

নারা । কি ?

গিন্নি । থাকতো বলি ।

নারা । তা তুমি যা দেবে তাই থাক, এখন তুমি আমার—

“অন্নদাতা ভয়ত্রাতা

যস্যকন্যা বিবাহিতা”

গিন্নি । ঐ দেখ দেখি ঐ বেশ, এই আমি ভালবাসি ( মন্ত্ৰের শিশি আনিয়া ) তুমি এম্নি করে আমোদ করে কথা কও, তোমার কিসের ভয় ! যখন আমার কাছে আছ তখন মনে কর গড়ের মাঠের কেল্লায় আছ । [ মন্ত্ৰ প্রদান ]

নারা । অ্যা এ কোথেকে পেলো ?



গিন্নি। মিসেস খায়, আমাকেও শিখিয়েছে, বলে তোর “অম্বলের ব্যারামের উপকার হবে” আমি—“সেঁধো ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথা?”

নারা। তবে তুমি প্রসাদ করে দাও।

গিন্নি। যদি আসে—আঃ, তা আমার মুখের কাছে পারবে না (অর্দ্ধ পান করিয়া নারায়ণকে প্রদান)

নারা। (পানান্তে) বাঃ এ যে ব্রাণ্ডি! চাকুরি গিয়ে অবধি যা কান্জালির কাছে এটু আদুটু বাকের খাঁটি খেতে, ব্রাণ্ডির টেষ্ট তো ভুলেই গেছলেম।

গিন্নি। তবে আর এক গেলাস খাও।

নারা। দাও, তোমার হাতে প্রাণ সমর্পণ করেছি, কি দেবে দাও।

গিন্নি। (মদ্য পাত্রে ঢালিয়া)

(গীত।)

“কি দিব কি দিব তোমায় মনে ভাবি আমি।

সকলকারির সকল আছে, আমার কেবল তুমি ॥”

নেপথ্যে। গিন্নি—গিন্নি?—দরজা খোল—জলদি।

নারা। (সভয়ে) আবার আজ যে, কি হবে? ও গিন্নি? আমি গেছি রক্ষা কর, নেবা হয়েছে, কি হবে, তুমি না রাখলে কে রাখবে? তুমি আমার সব, তুমি আমার পড়ে পাওয়া চান্দ আনা।

গিন্নি। চুপ্ কর, চুপ্ কর, হচ্ছে।

নারা। আর চুপ্ কর, আমি টেবিলের ভেতর যাই, তুমি সামনের কাপড়টা টেনে দিও (টেবিলের মধ্যে লুক্কায়িত হওন)

গিন্নি। না না আজ ওখানে নয়, এস এস এই—পিপের ভেতর যাও।

নারা। পিপের ভেতর কি করে যাব?

নেপথ্যে। দরজা খোল না গিন্নি? দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রয়েছি উত্তর নেই।

নারা। ঐ—বাবা, শীঘ্র শীঘ্র—

গিন্নি। (কাতর স্বরে) ওঃ—ওঃ—আ—আ—  
(মৃদুস্বরে) যাও পিপের ভেতর যাও, ওতে বিলিতি মাটা ছেল—অ্যা—ওঃ

(নারায়ণের পিপের মধ্যে প্রবেশ।)

গিন্নি। (কাতর স্বরে) ওঃ—আঃ—(দ্বারোদ্ঘাটন)

(অঘোর প্রবেশ করিয়া টেবিল উলটান।)

গিন্নি। (পেট্ টিপিয়া) ওরে বাবারে! দেখ দেখি আমি মর্চি একে, আবার কোথা থেকে ছাই ভস্ম গিলে মাতাল হয়ে এসেছ।

অঘো। মাতাল হয়ে এসেছে বই কি! বের কর? বের কর—বের কর—

গিরি। আঁ কি বল্চ গো; বোস, মাতায় জল দিই;  
 আঃ—ওঃ—আপনার একতার বুঝে খেতে পার না?  
 আঃ—ওঃ—ঘরে এসে খেলে হত না?

অঘো। ঘরে এসে তোমার মাতা খেতে হবে।

গিরি। আ—হা—হা—তাই খাও গো; তাই খাও,  
 আমার হাড্ডা জুড়ুক, উঃ—উঃ—বড় বেদনা! এটু এ  
 তোমার ওষুধ খেতে গেলেম, তাও পড়ে গেল ওঃ—ওঃ—  
 ওঃ—পেট্টা সঁটে ধলে যে গাঃ—আঃ—( কাতর হইয়া কোঁচে  
 উপবিষ্ট। )

অঘো। আচ্ছা আমি বসন্ত বাবুকে পাঠিয়ে দিই গে,  
 দু মিনিটে ভাল করে দেবে এখন।

গিরি। না গো না, মাগুর বিচিতে আমার কিছু হবে না,  
 আঁগার পেটে বেলের চারা বসাতে হবে।

অঘো। তবে আমি কানাই বাবুকে পাঠাইগে, বেলের  
 চারা হোক তালের চারা হোক যা হয় সেই দেবে; আমি আর  
 দেরি কর্তে পারিনে, দেখ্‌চি আমার একুল ওকুল দুকুল গেল—  
 মোড়ের মাতায় দেখি যদি সে আসে—ছোঁড়া কি যে কচ্ছে  
 কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে।

[ প্রস্থান। ]

গিরি। ( কাতরস্বরে ) ওঃ—ওঃ—ওঃ—( হাস্ত ) হা!  
 হা! হা! আপদ্ গেছে, উনি মনে করেন ওঁর বড় বুদ্ধি! উঁকি  
 মাচ্চ কি? এস আমার প্রাণের ধন পিপের রতন! ( নারী-

য়ণের পিপের মধ্য হইতে বাহিরে আগমন) বিলিতি মাটা  
গায়ে লেগেছে বিলিতি জল খাও ধুয়ে যাবে এখন——

নারা। না আজ আর নয় আমার নেশা হয়েছে; এখন  
আমি রোজ আস্বে——তোমার খুব বুদ্ধি।

গিন্নি। এ কাষে বুদ্ধি আপনিই এসে পড়ে।

নেপথ্যে। মা ঠাকৃণ একবার এ ঘরে আস্বে গা,  
তা হলে ঘরটা পরিস্কার করি।

গিন্নি। এস ভাই এস আমরা ও ঘরে যাই।

[ উভয়ের প্রস্থান । ]

ষষ্ঠ দৃশ্য—মোড়ের পথ।

( অঘোরের প্রবেশ । )

অঘো। তাই তো আমায় যে বিয়ম সমস্তায় ফেলে, কিছুই  
তো বুঝতে পাচ্চিনে, টেবিল ফেবিল তো খুব খুঁজলেম্, কিছুই  
তো নয়, আমার মিছে সন্দেহ, গিন্নি আমার তেমন নয়—কত  
কাদতে লাগলো, ব্যারামটা হয়েছে বটে—উচ্ছন্ন—না না মুচ্ছা  
বার মত হয়েছিল। ডাক্তারদেরও দেখা পেলেম্ না ছাই—  
এটা গেছে কালেজে, ওটার হয়েছে পেটে ফোড়া, দেখি  
রাত্তিরে পাই যদি। আজ একলা ফেলে আসা ভাল হয় নি,  
কি করি, তা বলে আমি তো আর এ কাজ ছাড়তে পারিনে—

এই যে আমার কান্দালির “লারাগ” আস্চে—কি হে তারি ফুঁটি যে? খপর কি? আজ আমার কথা কিছু ঘা ঘো দিয়েছিলে?

নারা। আজ্ঞে না, আজ পারি নি।

অঘো। হুঁ—

নারা। আপনি দুঃখিত হবেন না, অচিরে ফল প্রসব কর্কে—আমি আপনার কাজ খুব কচ্চি—আমি নেমকহারাম নই, আজ হলো কি—

অঘো। হাঁ হাঁ কি হলো?

নারা। সে দুঃখের কথা কবেন না—শুনুন। আজ তো গিয়ে জলযোগ কল্লেম—ছুঁড়িটা আবার খানিক ত্রাণ্ডি বের করে দিলে—বল্লে আমার ভাতার অস্থলের ব্যারাম ভাল হবে বলে আমায় খেতে শিখিয়েছে—ত্রাণ্ডি এক গেলাস খেয়ে আর এক গেলাস খাচ্চি, এমন সময় তার ভাতার শালা এসে পড়্লে—ছুঁড়ির ভারি বুদ্ধি—আমায় আজ টেবিলের নিচেয় না লুকিয়ে—আজ পিপের ভেতর লুকুলে—তার পর যেন ব্যাম হয়েছে দেখিয়ে আঁ—ওঁ করে কপাট খুলে দিলে—মিসেস এসে টেবিলটা উন্টে পার্টে একেকার—আমায় কোথায় পাবে—তার পর ছুঁড়ি উন্টে তাকে মাতাল বলে ধম্কা লে—মিসেস ডাক্তার ডাক্তে গেল—আমি আবার বের হয়ে অন্য ঘরে গিয়ে আশোদ আহ্লাদ কল্লেম—

অঘো। (স্বগত) কি বাবা কি এ? আমি ভানুমতির

দেখ্‌চি না কি? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা তার স্বামীকে তুমি  
খোঁচো?

নারা। না মহাশয়, গোর্বেটা যতক্ষণ হুঙ্কার ঝাড়ছিল,  
আমি ততক্ষণ কেবল পিপের পাতর গুণছিলেম।

অঘো। (স্বগত) আচ্ছা! আর এক দিন দেখ্‌বো।  
(প্রকাশ্যে) দেখ কাল তুমি আমার কথা পাড়তেই চাও,  
কাল তুমি ঠিক তিনটার সময় যেও, আমার সঙ্গে এখানে  
ঠিক চারটার সময় দেখা হবে—হাঁ আজ আর কিছু দেচে?

নারা। আজ্ঞে না, পয়সা কড়ি কিছু দেয় নি, আর  
রোজ রোজ!

অঘো। হাঁ—হাঁ—তুমি যাও।

[ নারায়ণের প্রস্থান। ]

বার, বার, তিন বার! কাল এম্পার কি ওম্পার!! কিন্তু  
ঐ ঘরে কোথায় নুকুবে? যাই কাল আমি সাড়ে তিনটার  
সময় হাজির হচ্ছি।

[ প্রস্থান। ]

সপ্তম দৃশ্য—অঘোরের অন্তর।

( নারায়ণ তামাক খাইতেছে। )

নারা। “ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে।

আনাড়ির ঘোড়া লয়ে অপরেতে চড়ে।”

দিনবন্ধু মিত্র ঠিক বলে গেছে। পরের তালুকে কি মৌরস বন্দবস্তই আমার হয়েছে—তবে বুড়ো বেটাকে কিছু কিছু দালালি দিতে হবে, তা দিলেমই বা! গিন্নির আমার উপর যে রকম নেক নজর দেখ্‌চি, এখন এ বাড়ী ঘর দোর সব আমারই, বুড়োটা বোধ হয় আমায় কিছু সন্দেহ কচ্ছে, তা তাকে টাকা কড়িরই ভাগ দেব— গিন্নি আমার!

( জলখাবার লইয়া গিন্নির প্রবেশ । )

গিন্নি। এস জল খাও, খেয়ে দেয়ে—

নেপথ্যে। গিন্নি ও গিন্নি—

নারা। আজই আমার কবোর! টেবিল গেছে, পিপে গেছে এবার কোথায় যাব?

নেপথ্যে। গিন্নি, গিন্নি—

গিন্নি। যাই, সবুর সয় না? (মৃদুস্বরে) এস এস (ব্যস্তভাবে)

নারা। কোথা যাব? গেচি যে, আজ যে মিন্সের ডারি চড়া মেজাজ! আজ পেনেই আমায় কীচক বধ কর্বে।

নেপথ্যে। কচ্চ কি? দরজা খোল না? ঘরে কে আছে বুঝি? এখন পার কর্তে পার নি?

গিন্নি। হাঁ আছে তোমার যম—যে তোমার ঘাড় ভাঙ্গবে, কাপড়ডা পরতে তর সয় না—

নারা। ওগো কোথা যাব গো? পিপেয় যাব, না ঘাঁ বদলাবে? আর তো জায়গা দেখিনে?

গিন্নি। এস এই সিন্ধুকের ভেতর যাও।

নারা। সিন্ধুকের ভেতর ?

নেপথ্যে। ভাংলেম্ দরজা, চালাকি? আমি ঐ কর্ম করে বেড়াই, আমার সঙ্গে চালাকি! আমার কাজ হল ঐ—

নারা। গেল গো, গেল গো! গিন্নি রক্ষা কর গো, আমার টাকা কড়ি দরকার নেই—কিছু চাইনি, তুমি আমার প্রাণে বাঁচাও গো—তুমি আমার ধর্ম বাপ! খুড়ো, জেটা, পিশে, চাকুর-দাদা! এই হেঁপায় শান্তিপুর ছেড়েছিলেম!

গিন্নি। ভাল অজবুক! এস, এবার না বাড়ী ছাড়লে চলবে না, বড় বাড়ী বাড়ি দেখচি—সন্দেহ করেছে—যাও এই সিন্ধুকের ভেতর যাও—

( নারায়ণের সিন্ধুকের ভিতর প্রবেশ ও গিন্নির দ্বারোদঘাটন ও অঘোরের বেগে প্রবেশ । )

অঘো। ( পিপা গড়াইয়া টেবিল উল্টাইয়া প্রহার । )

গিন্নি। কি হয়েছে কি? খুঁজ কি? দেখচ কি?

অঘো। কোথায় লুকোলি বল? দরজা খুলতে দেরি হল কেন?

গিন্নি। হলো তোমার আন্ধের আয়োজন কচ্ছিলেম বলে—তোমার জলখাবার সাজাচ্ছিলেম।

অঘো। জলখাবার সাজাতে সাজাতে কি দরজাটা খোলা যায় না?



গিল্লি। কৰ্ত্তে পার না এসে গিল্লিপনা? আমার স্বভাব নয়, আমি হাতের কাঁচ না সেবে অথ কাঁচ হ। দিই না! এর আদ খানা ওর আদ খানা আমার ভা লাগেনা—

অঘো। রেখে দাও তোমার ছেনালি, আমি ও সব শুনতে নেই চাতা হয়! বের কর?

গিল্লি। বের করা স্বভাব তোমার! তুমিই বের কর— পরের বউ ঝি বার কৰ্ত্তে তুমিই খুব তয়ের!

অঘো। এ সব জলখাবার তোমার কোন বাবার জন্তে—

গিল্লি। এই তোমার—তোমার!

অঘো। ও সব কথা আমি শুনতে চাইনে, কোথা আছে বল? নইলে—

গিল্লি। নইলে কি (ক্রন্দন) মারবে না কি? মার, মেয়ে মানুষ না হলে তোমার আর জোর খাটবে কোথায়?— আমার স্বামী হলে আমার উপর আশ্রয় করে! যদি সন্দেহ করেছ, আর তোমার ঘরে আমার থাকার উচিত নয়, আমার রেখে এস, বাপের বাড়ী, অথবা পোটেও জায়গা দিয়েছে হাড়িতেও জায়গা দেবে, আমার শাশুড়ী তো আমার নিতান্ত ভোমের চুবাড়ি ধরে আনে নি।

অঘো। যাও বাপকা বাড়ী, আমি নেই চাতা হয়— তোমার মত মাগ আমার ঘরে দিবে না—আমার মেজাজ ধরন হয়ে গেছে—















